

أجرة الراقي ومهنته

রাকীর পারিশ্রমিক ও তার পেশা

সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ



শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

বাংলা অনুবাদ: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

ফ্রি ডিজিটাল সংস্করণ

alquranicruqyahhealing.com

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)	৩
অনুবাদ প্রসঙ্গে	৪

পর্ব ১: রাকীর পারিশ্রমিক ও তার পেশা

১ মুকাদ্দিমা	৬
২ পারিশ্রমিক নির্ধারণ — কারণ, ক্ষতি ও দিকনির্দেশনা	১৭
৩ কুরআন শিক্ষা ও রুকইয়াহর বিনিময়ে ইজারা — ফিকহি গ্রন্থাবলির বক্তব্য	২৯
৪ ফিকহ ও শরহগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি — জাআলা ও রুকইয়াহর পারিশ্রমিক	৪৬
৫ রুকইয়াহর উপর পারিশ্রমিক শর্ত করা — ফতোয়া সংকলন	৭০
৬ রুকইয়াহর পারিশ্রমিক সংক্রান্ত হাদীস-অধ্যায়সমূহ ও আলিমদের ব্যাখ্যা	৮৫
৭ রুকইয়াহর পারিশ্রমিক ও রুকইয়াহ-কেন্দ্র প্রসঙ্গে ফতোয়া	১০৭
৮ পারিশ্রমিকের বিধিবদ্ধকরণ ও খাতিমা	১১৭

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি	১২৪
অনুবাদক পরিচিতি	১২৫
শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক)	১২৬

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

বাংলা অনুবাদ ও উপস্থাপনা: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার — alquranicruqyahhealing.com

এটি শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী রচিত আরবি গ্রন্থ «أجرة الراقي ومهنته»-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-প্রকৃতি ও যাচাই

মূল PDF-এর ভেতরকার টেক্সট-স্তর ত্রুটিপূর্ণ, তাই অনুবাদের সময় তা ব্যবহার করা হয়নি; প্রতিটি পৃষ্ঠার উচ্চ-রেজলুশন চিত্র থেকে সরাসরি পাঠ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

রাকীর পারিশ্রমিক ও তার পেশা

১ মুকাদ্দিমা

২ পারিশ্রমিক নির্ধারণ — কারণ, ক্ষতি ও দিকনির্দেশনা

৩ কুরআন শিক্ষা ও রুকইয়াহর বিনিময়ে ইজারা — ফিকহি গ্রন্থাবলির বক্তব্য

৪ ফিকহ ও শরহগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি — জাআলা ও রুকইয়াহর পারিশ্রমিক

৫ রুকইয়াহর উপর পারিশ্রমিক শর্ত করা — ফতোয়া সংকলন

৬ রুকইয়াহর পারিশ্রমিক সংক্রান্ত হাদীস-অধ্যায়সমূহ ও আলিমদের ব্যাখ্যা

৭ রুকইয়াহর পারিশ্রমিক ও রুকইয়াহ-কেন্দ্র প্রসঙ্গে ফতোয়া

৮ পারিশ্রমিকের বিধিবদ্ধকরণ ও খাতিমা

পর্ব ১ · অধ্যায় ১

মুকাদ্দিম

[মূল বইয়ের এই পৃষ্ঠাটি খালি — কেবল পাদটীকা-পট্টিতে "www.alroqya.com" ও "الموقع الرسمي للشيخ" "أ.ب. خالد الحبشي", মাঝে ফোলিও-চিহ্ন।]

[এই পৃষ্ঠায় কেবল খুশখতে লেখা বিসমিল্লাহ — গ্রাফিক; ফোলিও-চিহ্ন ج।]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

[এই পৃষ্ঠাটি সম্পূর্ণ সাদা — কোনো লেখা, পাদটীকা-পট্টি বা ফোলিও-চিহ্ন নেই।]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল জগতের রব, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের ইলাহ; আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাহাবীর উপর, এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যাঁরা ইহসানের সাথে তাঁদের অনুসরণ করেন তাঁদের সকলের উপর। অতঃপর:

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ

أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

عَظِيمًا ﴿٧١﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমলসমূহ শুধরে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল, সে তো মহা সাফল্য অর্জন করল। [সূরা আল-আহযাব: ৭০ - ৭১]

নবী ﷺ হাদীসে বলেছেন:

الحلال بين والحرام بين

হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে একদল সৈনিককে নিয়োজিত করেছেন — যাঁরা নানা ক্ষেত্রে তাঁর পথে জিহাদ করেন; আর তাঁদের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষকে বানিয়েছেন যাঁরা জাদুকর ও শয়তানদের সামনে দাঁড়িয়ে যান, তাঁদের রবের অনুমতিক্রমে তাদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করেন; আর নিজেদের সাধ্যমতো সবকিছু ব্যয় করেন যাতে বিপদগ্রস্ত ও রোগাক্রান্ত ভাইদের উপকার করতে পারেন — আল্লাহ তাঁদের জন্য যা খুলে দিয়েছেন তা দিয়ে, অর্থাৎ তাঁদের রবের কিতাব থেকে আয়াত তিলাওয়াত করে এবং এমন সব দুআ পড়ে যেগুলোর মাধ্যমে তাঁরা পরম দয়ালু ও করুণাময়, দানশীল ও অনুগ্রহকারী রবের কাছ থেকে রহমত ও শিফা প্রত্যাশা করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই ময়দানে দাঁড়াল, নিজের আমল আল্লাহর জন্য নিখাদ করল, এবং আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তার অনুসরণে সঠিক পথে চলল

— সে সফল হলো, বিজয়ী হলো, আল্লাহ তাকে দৃঢ়তা ও তাওফীক দান করলেন। আর যে ব্যক্তি এই ময়দানকে গ্রহণ করল শিরক করার জন্য, পিছিয়ে পড়ার জন্য এবং পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য — সে তার কর্মের কুফল ভোগ করল এবং তার কাজের পরিণাম হলো ক্ষতি।

এ কারণেই প্রত্যেক মুজাহিদের উপর অবশ্যকর্তব্য হলো, জিহাদে সহায়ক উপকরণগুলো ব্যয় করা — প্রস্তুতি, সামর্থ্য-নিশ্চয়তা, শক্তি ও সক্ষমতা। কেননা সে জাদুকরদের এবং জিন ও মানুষের শয়তানদের মধ্য থেকে তাদের সহযোগীদের মুখোমুখি হয়; সে প্রতিটি সময়ে মারাদাহ (অবাধ্য জিন), ইফরিত, বদনজর ও হাসাদের মোকাবিলা করে; আর তাদের কষ্ট তার পরিবার, সন্তান ও সম্পদ পর্যন্ত গড়ায়।

এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাল্লাহ বলেন:

إذا كان الجن من العفاريت والمعالج ضعيف فقد تؤذيه، فينبغي لمثل هذا أن يتحرز بقراءة المعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك مما يقوي الإيمان، ويجتنب الذنوب التي بها يستطيعون عليه، فإنه مجاهد في سبيل الله، وهذا من أعظم الجهاد، فليحذر أن ينتصر العدو عليه بذنوبه

জিন যদি ইফরিত শ্রেণির হয় আর চিকিৎসক দুর্বল হয়, তবে তারা তাকে কষ্ট দিতে পারে। সুতরাং এমন ব্যক্তির উচিত মুআওবিয়াত পাঠ, সালাত, দুআ এবং ঈমান শক্তিশালী করে এমন আরও কিছুর মাধ্যমে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া; আর সেসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, যেগুলোর কারণে তারা তার উপর প্রবল হয়ে ওঠে। কেননা সে আল্লাহর পথে মুজাহিদ, আর এটি সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সে যেন সতর্ক থাকে — শত্রু যেন তার নিজের গুনাহের কারণেই তার উপর জয়ী না হয়ে যায়।(১)

এঁরা — অর্থাৎ রাকীগণ — এবং এঁদের মতো লোকেরা সাহায্য ও সমর্থনের মুখাপেক্ষী। আর যেহেতু এই জীবনে মানুষের চেষ্টা ও পরিশ্রম মূলত সম্পদ, বাসস্থান,

পোশাক ও খাদ্য অর্জনের উপরেই — কাজেই তাদের অধিকাংশ সময় ও চিন্তা এসব জোগাড় করাতেই ব্যয় হয়।

আর যেহেতু রাকীর পারিশ্রমিক এবং রাকী রোগীদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করে ও যা দাবি করে — এই বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা, বিতর্ক, লেখালেখি ও প্রতিক্রিয়া অনেক বেড়ে গেছে, এবং এ বিষয়ে বহু লোক আলোচনায় নেমেছে — চাই তারা আহলুল ইলম হোক কিংবা সাধারণ মানুষ; আর এর কারণ হলো বিষয়টির ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এবং এতে মানুষের সমালোচক, নীরব ও সমর্থক — এই কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া — তাই আমি চাইলাম আল্লাহর অনুমতিক্রমে বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করতে, যাতে কোনো সংশয় বা অজ্ঞতা না থাকে, এবং যাতে মানুষ অপরের সম্মানহানিতে লিপ্ত না হয়, বরং রাকীর পারিশ্রমিকের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। আমি আল্লাহর কাছে তা স্পষ্ট করার তাওফীক ও সহজতা প্রার্থনা করি।

লেখক

শাইখ: খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

বইয়ের উদ্দেশ্য

১. রাকীর পারিশ্রমিকের বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে, পৃথকভাবে উপস্থাপন করা — দলিল-প্রমাণ, শরীয়তের হুকুম ও ইমামগণের বক্তব্য দিয়ে ব্যাখ্যাকৃত ও সুস্পষ্টরূপে।
২. বহু মানুষের মধ্যে — এবং তাদের মধ্যে কিছু তালিবুল ইলমের মধ্যেও — যে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা।
৩. শিফার শর্ত আরোপ না করেই পাঠ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয — তা স্পষ্ট করা।
৪. রাকীর পারিশ্রমিকের মাসআলার নিয়ন্ত্রক নীতিমালা, এবং শিক্ষক ও চিকিৎসকদের পারিশ্রমিক যেভাবে গবেষণা করা হয়েছে সেভাবে এটিও গবেষণা করা।
৫. রাকীর ইখলাসকে "রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক না নেওয়া"-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার যে সংশয়, তা দূর করা।
৬. রাকীর শরঈ অধিকারসমূহের পক্ষে প্রতিরক্ষা — যেগুলোকে হারাম বলে চিত্রিত করা হয়েছে।
৭. রুকইয়াহকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয — তা প্রতিষ্ঠা করা।
৮. যেসব রাকী পারিশ্রমিকের যোগ্য নয়, তাদের অবস্থা স্পষ্ট করা।
৯. জুআলা (পুরস্কার-চুক্তি) ও ইজারা (ভাড়া-চুক্তি) বিষয়টিকে বিধিবদ্ধ করা।
১০. রাকীগণের প্রতি নসীহত।

বিষয়ের সূচনা

আমরা এমন বহু রোগীকে দেখি ও তাদের কথা শুনি যারা রাকীদের কাছে যায়। আর আমাদের মজলিসে ও সমাজে তালিবুল ইলম ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমরা যা শুনি — রাকীগণ সম্পর্কে, রোগী ও বিপদগ্রস্তদের জন্য তাঁদের রুকইয়াহ সম্পর্কে, এবং তাঁরা যে অর্থ গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে তাদের আলোচনায়। তেমনি তাঁদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও শুনি, যেন তাঁরা মানুষের অর্থ চুরি করছেন, তাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করছেন ও শোষণ করছেন।

আমরা যেসব কথা শুনে থাকি তার মধ্যে রয়েছে:

- রাকীগণ মানুষের অর্থ চুরি করেন ও তাদের প্রতারণা করেন।

- তাঁরা রোগীদের দুর্বলতা এবং রুকইয়াহর প্রতি তাদের প্রয়োজনকে কাজে লাগান।
- রাকীর জন্য তার রুকইয়াহ ও পাঠের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করা জায়েয নয়।
- সঠিক রাকীর উপর ওয়াজিব হলো, তিনি তাঁর রুকইয়াহর বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করবেন না — কেবল রোগী যদি স্বেচ্ছায় খুশি মনে তাঁকে কিছু দেয় তবেই ভিন্ন কথা।
- রাকীকে যা দেওয়া হয় তা হাদিয়া, পারিশ্রমিক নয়; কেননা কুরআন দিয়ে ব্যবসা করা যায় না।
- রোগীর উচিত শিফা লাভের পরেই কেবল কিছু দেওয়া।
- রাকীগণ আল্লাহর জন্য পাঠ করেন না, বরং অর্থের জন্য পাঠ করেন।
- অমুক ব্যক্তি তার রুকইয়াহর বিনিময়ে অর্থ নেয়, তাই তার রুকইয়াহ কাজে আসে না... — এবং এ ধরনের আরও নানা কথা।

◆ যেসব কথা শোনা যায়

লেখকের শোনা কথা

প্রতারণার অভিযোগ

রাকীরা মানুষের অর্থ চুরি করেন ও প্রতারণা করেন

দুর্বলতার সুযোগ

রোগীর দুর্বলতা ও রুকইয়াহর প্রয়োজনকে কাজে লাগান

নেওয়া জায়েয নয়

রুকইয়াহ ও পাঠের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ

স্বেচ্ছায় দিলে

সঠিক রাকী কিছু নেবেন না, স্বেচ্ছায় দিলে ভিন্ন কথা

হাদিয়া, পারিশ্রমিক নয়

কুরআন দিয়ে ব্যবসা করা যায় না

শিফার পরে

রোগীর উচিত শিফা লাভের পরেই কিছু দেওয়া

অর্থের জন্য পাঠ

আল্লাহর জন্য নয়, অর্থের জন্য পাঠ

অমুক নেয়

তাই তার রুকইয়াহ কাজে আসে না

এগুলো লেখকের মত নয়; তিনি যা শুনে থাকেন তা তুলে ধরেছেন

এসব কথার কারণ

1. রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের হুকুম সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা।
2. কিছু রাকীর পক্ষ থেকে পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে যে বাড়াবাড়ি ঘটে।
3. রাকী যা গ্রহণ করেন তার প্রতি কারও কারও হিংসা।
4. এমন কিছু ফতোয়া, যেগুলো এই মাসআলাটিকে স্পষ্ট করেনি।

◆ এসব কথার চারটি কারণ

- ☐ পারিশ্রমিকের হুকুম সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা
- ☐ কিছু রাকীর বাড়াবাড়ি
- ☐ রাকী যা গ্রহণ করেন তার প্রতি কারও কারও হিংসা
- ☐ এমন কিছু ফতোয়া, যা মাসআলাটি স্পষ্ট করেনি

লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী

আর আমরা কেবল এটুকুই বলি — আল্লাহকে ভয় করো মানুষের সম্মানের ব্যাপারে, এবং কারও উপর হুকুম চাপিয়ে দিয়ো না যতক্ষণ না তোমরা রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের হুকুম জেনে নাও।

আমাদের এ বিষয়টিতে থামা প্রয়োজন.. আর আমি শুরু করছি নিচের প্রশ্নটি দিয়ে:

রাকীর উপর বিদ্বেষ এত তীব্র হয় কেন?

আমাদের প্রয়োজন এ বিষয়ে গভীর চিন্তা ও গুরুত্বসহকারে থেমে মনোযোগ দিয়ে দেখা। কেননা রাকী তো রোগীকে তার উপর পাঠ করতে বাধ্য করেননি, আর জোরপূর্বক তার সম্পদ ছিনিয়েও নেননি। এতদসত্ত্বেও রাকীর কাজ চিকিৎসকের কাজ থেকে ভিন্ন হতে পারে — কেননা রাকী তো কুরআন পাঠ করেন এবং ফুঁ দেন, উদাহরণস্বরূপ; আর এ কাজটি রোগী নিজেই করতে পারে, সে নিজেই

নিজের চিকিৎসক হতে পারে। এমনকি যদি সে না-ও পারে, তবে তার পরিবারের কেউ তার উপর পাঠ করতে পারে ও তার জন্য দুআ করতে পারে। এর বিপরীতে চিকিৎসক ও সার্জন যা করেন, রোগী তো তাঁদের কাজ নিজে করতে পারে না। রোগী নিজে নিজের অস্ত্রোপচার করতে পারে না, তেমনি পরীক্ষাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিংবা অন্যান্য চিকিৎসাও করতে পারে না।

তা সত্ত্বেও চিকিৎসকের প্রতি রাকীর প্রতি যেমন বিদ্বেষ, তেমন বিদ্বেষ তুমি পাবে না। বরং রোগী রাকীর কাছে আসে এমন অবস্থায় যে সে হাজার হাজার রিয়াল হারিয়ে ফেলেছে, ডজন ডজন অস্ত্রোপচারের নিচে গিয়েছে — তারপর সে রাকীর উপর ক্ষুব্ধ হয় যদি রাকী তার কাছে সেই অর্থের এক-শতাংশও চান, যা সে হাসপাতালগুলোতে এবং সেসব চিকিৎসককে দিয়েছে যাঁরা তাকে কেটেছেন এবং তার শরীর থেকে যা কেটে ফেলার তা কেটে ফেলেছেন।

রাকীগণের বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধের প্রকৃত কারণ কী?

রাকীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কারণসমূহ নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর আমরা দেখেছি, রাকী আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত কিনা — এই মাসআলার পর সবচেয়ে শক্তিশালী মূল কারণটি হলো: অর্থ।

আর প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী: যে রাকী তাঁর রুকইয়াহর বিনিময়ে কিছু নেন না, তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি মুখলিস, এবং তাঁকে প্রশংসাসূচক সনদ দেওয়া হয়। আর তিনি যদি রুকইয়াহ করেন এবং বিনামূল্যে চিকিৎসাও দেন, তবে তাঁকে আরও উঁচু স্তরে বসিয়ে দেওয়া হয়; তখন কারও পক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব হয় না, আর তাঁর ব্যাপারে কেউ কোনো কথাও বলে না। আর এটি সবার কাছেই প্রত্যক্ষ ও লক্ষণীয়।

এবার আমরা এই মাসআলায় শরীয়তের হুকুম জেনে নিই:

রুকইয়াহর বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা কি শরীয়তে হারাম?

নিশ্চয়ই রুকইয়াহর বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা হালাল, হারাম নয়। বরং আশ্চর্যের বিষয় হলো — মাসআলাটি, তার শরঈ হুকুম এবং জায়েয ও বৈধতার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের বক্তব্য বোঝার পর তুমি বেরিয়ে আসবে

একটি আশ্চর্যজনক সিদ্ধান্ত নিয়ে, আর তা হলো: রাকীগণ যে অর্থ গ্রহণ করেন তার কারণে তাঁরা হিংসার শিকার! আর যদি প্রশ্ন করো, তা কীভাবে?

আমি বলি: তিনি কম নিন বা বেশি নিন — এ থেকে তিনি নিস্তার পান না।

কারণ তিনি যদি বেশি নেন.. তারা বলে: তার মাসিক আয় কত, বরং দৈনিক আয় কত? পক্ষান্তরে তিনি যদি কম নেন.. তারা বলে: সে কত কম নেয় সেদিকে তাকিয়ো না, বরং দেখো সে কতজনের উপর পাঠ করে?

আর দুঃখজনকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ রাকীগণের ব্যাপারে বিচার করে অন্যদের কাছ থেকে যা শুনেছে এবং সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে যা পড়েছে তার ভিত্তিতে; অতঃপর তারা সব রাকীকে একই

পাল্লায় বসিয়ে দেয়। আর এটি এমন এক ভুল, যাতে বহু মানুষ পতিত হয়। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের দিক থেকে রাকীগণ কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত:

প্রথম শ্রেণি: এমন কেউ কেউ আছেন যাঁর অর্থের প্রয়োজন আছে, আর রুকইয়াহর বিনিময়ে তিনি মানুষের কাছ থেকে যা গ্রহণ করেন তাতে তিনি আল্লাহকে ভয় করেন এবং চিকিৎসার মূল্য দিয়ে তাদের উপর বোঝা চাপান না।

দ্বিতীয় শ্রেণি: এমন ব্যক্তি যিনি রুকইয়াহ দিয়ে ব্যবসা করেন। তিনি হয়তো দাবি করেন যে তিনি রুকইয়াহর বিনিময়ে কিছু নেন না, কিন্তু চিকিৎসা-সামগ্রী বিক্রি করে তিনি বহুগুণ বেশি আদায় করে নেন।

তৃতীয় শ্রেণি: এমন ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ অভাবমুক্ত করেছেন, এবং যিনি হয়তো কোনো কোনো ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতা পান। ফলে তিনি

তাঁর রুকইয়াহর বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করেন না, বরং চিকিৎসাও বিনামূল্যে দেন; কেননা চিকিৎসা-সামগ্রীটি আসে দানশীল ব্যক্তিদের অনুদান হিসেবে, কিংবা এমন কিছু রোগীর পক্ষ থেকে যাঁদেরকে আল্লাহ শিফা দান করেছেন।

পারিশ্রমিকের দিক থেকে রাকীর তিন শ্রেণি

শ্রেণি	লেখকের বর্ণনা
প্রথম শ্রেণি	অর্থের প্রয়োজন আছে; আল্লাহকে ভয় করেন; চিকিৎসার মূল্য দিয়ে বোঝা চাপান না
দ্বিতীয় শ্রেণি	রুকইয়াহ দিয়ে ব্যবসা করেন; সামগ্রী বিক্রি করে বহুগুণ আদায় করেন
তৃতীয় শ্রেণি	আল্লাহ অভাবমুক্ত করেছেন; কিছু নেন না, চিকিৎসাও বিনামূল্যে দেন

সব রাকীকে একই পাল্লায় বসানো ভুল, লেখক এ কথা বলেছেন

থামো... তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছ?

সহীহাইনে উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

بعثنا رسول الله ﷺ في سرية، فصباحنا الحُرَقَات من جهينة،

فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا الله، فطعنته. قال: قلت: يا رسول

الله إننا قالها خوفاً من السلاح. قال:

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে একটি অভিযানে পাঠালেন। আমরা ভোরবেলা জুহাইনা গোত্রের হুরাকাত শাখার উপর গিয়ে পড়লাম। আমি এক ব্যক্তিকে নাগালে পেলাম, তখন সে বলল: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" — কিন্তু আমি তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলাম। তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো কেবল অস্ত্রের ভয়েই কথাটি বলেছিল। তিনি বললেন:

أشقت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟! فبأزال يكرها حتى

تمنيت أني أسلمت يومئذ

তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছ, যাতে তুমি জানতে পারো সে তা বলেছে কি বলেনি?!! অতঃপর তিনি বাক্যটি বারবার বলতে থাকলেন, এমনকি আমি কামনা করতে লাগলাম — যদি সেদিনই আমি ইসলাম গ্রহণ করতাম! (২)

অর্থ গ্রহণের দিক থেকে রাকীগণের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের বিচারে তাড়াহুড়ো, এবং তাঁদের নিয়ত সম্পর্কে এই কথা বলা যে তাঁরা অর্থের জন্যই পাঠ করেন — যেন তারা তাঁদের অন্তর চিরে দেখে ফেলেছে! অথচ সেই সাহাবীর কাছে বিষয়টি তো স্পষ্টই ছিল — ওই কাফির ব্যক্তি শাহাদাতইন উচ্চারণ করেছিল নিহত হওয়ার ভয়ে; তবু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা প্রত্যাখ্যান করলেন, বারবার বললেন, উসামার কাজের ব্যাপারে কঠোরতা দেখালেন এবং তাঁর প্রতি বারবার বলতে থাকলেন: তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছ?... তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছ?

◆ উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

- ১ এক ব্যক্তির কথা
সে «লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ» বলল
- ২ উসামার কাজ
তবুও তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলেন
- ৩ আপত্তি
সে কেবল অস্ত্রের ভয়ে কথাটি বলেছিল
- ৪ নবীর জবাব
তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছ?
- ৫ লেখকের প্রয়োগ
রাকীদের নিয়্যত নিয়ে তাড়াহুড়ো করে হুকুম দেওয়া

লেখক ঘটনাটি রাকীদের নিয়্যত নিয়ে মন্তব্যের প্রসঙ্গে এনেছেন

রাকীর কাজের প্রকৃত স্বরূপ

নিশ্চয়ই মানুষ — তাদের ইলমী ও জ্ঞানগত স্তরের ভিন্নতা সত্ত্বেও — মনে করে রুকইয়াহর বিষয়টি সহজ ব্যাপার; যে-কেউ রুকইয়াহ করতে পারে, কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে — খবীস আত্মাদের কোনো ক্ষতি ছাড়াই যে-কেউ রুকইয়াহতে অব্যাহত থাকতে পারে।

ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন:

إذا كان الجن من العفاريت والمعالج ضعيف فقد تؤذيه، فينبغي لمثل هذا أن يتحرز بقراءة المعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك مما يقوي الإيمان، ويجتنب الذنوب التي بها يستطيعون عليه، فإنه مجاهد في سبيل الله، وهذا من أعظم الجهاد، فليحذر أن ينتصر العدو عليه بذنوبه.

জিন যদি ইফরিত শ্রেণির হয় আর চিকিৎসক দুর্বল হয়, তবে তারা তাকে কষ্ট দিতে পারে। সুতরাং এমন ব্যক্তির উচিত মুআওবিয়াত পাঠ, সালাত, দুআ এবং ঈমান শক্তিশালী করে এমন আরও কিছু মাধ্যমে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া; আর সেসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, যেগুলোর কারণে তারা তার উপর প্রবল হয়ে

ওঠে। কেননা সে আল্লাহর পথে মুজাহিদ, আর এটি সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সে যেন সতর্ক থাকে — শত্রু যেন তার নিজের গুনাহের কারণেই তার উপর জয়ী না হয়ে যায়।(৩)

ইবনুল কাইয়িম রহিমাল্লাহ বলেন:

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور:

قرأ آيات السكينة. وسبعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাল্লাহর অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তাঁর উপর বিষয়গুলো কঠিন হয়ে পড়ত, তখন তিনি আয়াতুস সাকীনা পাঠ করতেন। আর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি — তাঁর অসুস্থতার সময় ঘটে যাওয়া একটি বিরাট ঘটনা সম্পর্কে,

مرضه تعجز العقول عن حملها: من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك: في حال ضعف القوة، قال: فلما اشتد عليَّ الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة، قال: ثم أقلع عني ذلك الحال، وجلست وما بي قَلْبَةً. وقد جربت أنا أيضًا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرًا عظيمًا في سكونه وطمأنينته.

যা বহন করতে বুদ্ধি অক্ষম: শয়তানী আত্মাদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘটনা, যারা তখন তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করেছিল — শক্তি দুর্বল থাকা অবস্থায়। তিনি বললেন: যখন বিষয়টি আমার উপর কঠিন হয়ে পড়ল, তখন আমি আমার আত্মীয়স্বজন ও আমার চারপাশের লোকদের বললাম: তোমরা আয়াতুস সাকীনা পাঠ করো। তিনি বলেন: এরপর সেই অবস্থা আমার থেকে সরে গেল, আর আমি উঠে বসলাম — আমার কোনো অসুস্থতাই আর অবশিষ্ট ছিল না। আর আমিও নিজে অন্তরে আপতিত বিষয়ের কারণে অন্তর অস্থির হলে এই আয়াতগুলো পাঠ করে দেখেছি, এবং অন্তরের প্রশান্তি ও স্থিরতার ক্ষেত্রে এর বিরাট প্রভাব লক্ষ করেছি।

নিশ্চয়ই রাকীর কাজের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সবচেয়ে কাছাকাছি যে কথাটি বলা যায় তা হলো — তিনি এক তীব্র যুদ্ধের মধ্যে আছেন; বরং এমন এক ভয়ংকর যুদ্ধ, যা সেই ব্যক্তি ছাড়া কেউ চেনে না যে তাতে অবতীর্ণ হয়েছে ও তার ভেতরে প্রবেশ করেছে। তাই আমি মনে করি না যে কেউ কেবল অর্থের জন্য নিজের জীবন বাজি রাখবে। এর জন্য আমি একটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করছি, যা আমার নিজের সঙ্গেই ঘটেছে:

আমি তাদের একজনকে বললাম: আমি চাই তুমি আমার এমন এক শত্রুকে মারো যে আমাকে কষ্ট দেয় — বিনিময়ে ৩০০ রিয়াল; কিন্তু সে শক্তিশালী। আর আমি তাকে পথচারীদের একজনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখালাম। তো তার উত্তর কী ছিল? সে বলল: তুমি চাও আমি এই দুর্বৃত্তের সঙ্গে লড়াইতে গিয়ে নিজেকে ধ্বংস করি!! আমি তাকে বললাম: বিনিময়ে ৩০০ রিয়াল?!... সে বলল: ৫০০ রিয়ালেও নয়। আমি কেন নিজের উপর জুলুম করব?! তখন আমি তাকে বললাম: আর যদি তারা একশ জন হতো, তখন কী হতো?

সে বলল: আমার মনে হয় তুমি ঠাট্টা করছ; দুনিয়ার কোনো সম্পদই আমাকে এমন অবস্থানে দাঁড় করাতে পারবে না। তখন আমি তাকে বললাম: তুমি কি মনে করো, শয়তান ও জাদুকরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাকী যা গ্রহণ করেন, তা তাঁর কাজের সমকক্ষ বা সমমূল্যের কিছু হয়? তখন সে লজ্জিত হলো এবং বলল: আল্লাহর কসম, না — তবে তিনি যা গ্রহণ করেন তার সঙ্গে সঙ্গে যেন সওয়াবের আশাও রাখেন।

◆ এক নজরে

- ★ বইয়ের উদ্দেশ্য: রাকীর পারিশ্রমিকের হুকুম দলিলসহ স্পষ্ট করা ও সংশয় দূর করা
- ★ লেখকের মতে রুকইয়াহর বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ হালাল, হারাম নয়
- ★ লেখকের মতে (রাকী আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত কিনা — এ মাসআলার পর) সবচেয়ে শক্তিশালী মূল কারণ অর্থ
- ★ রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়ে রাকীরা কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত
- ★ সব রাকীকে একই পাল্লায় বসানো ভুল
- ★ রাকীদের নিয়ত নিয়ে হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে: তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছ?

◆ যাচাই করুন

1. লেখকের মতে রুকইয়াহর বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ কী?

ক. হারাম

খ. মাকরুহ

গ. হালাল, হারাম নয়

2. রাকী আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত কিনা — এ মাসআলার পর রাকীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সবচেয়ে শক্তিশালী মূল কারণ কী, লেখকের মতে?

ক. রাকীদের পোশাক

খ. অর্থ

গ. রুকইয়াহর সময়কাল

3. উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবী বারবার কী বলেছিলেন?

ক. তুমি ঠিক করেছ

খ. তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছ?

4. লেখকের বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণির রাকী কেমন?

ক. রুকইয়াহ দিয়ে ব্যবসা করেন, সামগ্রী বিক্রিতে
বহুগুণ আদায় করেন

খ. কিছুই নেন না, চিকিৎসাও বিনামূল্যে দেন

5. «এসব কথার কারণ»-এর একটি কী?

ক. পারিশ্রমিকের হুকুম সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা

খ. রুকইয়াহর প্রতি মানুষের অনীহা

6. বইয়ের উদ্দেশ্যগুলোর একটি কী?

ক. রুকইয়াহ ছেড়ে দিতে বলা

খ. রুকইয়াহকে পেশা হিসেবে গ্রহণ জায়েয তা
প্রতিষ্ঠা করা

উত্তর: ১-গ, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-ক, ৬-খ

টীকা

1. মাজমূউল ফাতাওয়া, খণ্ড ১৯।

2. সহীহুল ইমাম আল-বুখারী (৭/৫১৭) কিতাবুল মাগাযী, এবং সহীহুল ইমাম মুসলিম (২/৯৯) কিতাবুল ঈমান।

3. মাজমূউল ফাতাওয়া, খণ্ড ১৯।

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২

পারিশ্রমিক নির্ধারণ – কারণ, ক্ষতি ও দিকনির্দেশনা

জায়েয হওয়ার পাশাপাশি পারিশ্রমিক গ্রহণের কিছু কারণ

1. অনেক রাকীর অর্থের প্রয়োজন হয়; কারণ রুকইয়াহর কাজটি রাকীর বহু কাজ ও স্বার্থ ব্যাহত করে দেয়। রাকী হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মতো, তবে পার্থক্য এই যে, সে এই বিভাগে একাই।
2. রাকীর যদি মানুষকে রুকইয়াহ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়, তবে এ অবস্থায় তাকে স্থানের ভাড়া পরিশোধ করতে হয়, সময়সূচি লিখে রাখার লোকের ব্যবস্থা করতে হয়, পরিষ্কার করার লোকের ব্যবস্থা করতে হয়... এবং আরও যেসব বিষয় তার কাজ সম্পাদনে তাকে সাহায্য করে।
3. রাকীর জন্য উত্তম হলো, মানুষের উপর তার রুকইয়াহর একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা এবং সে তাদের যেসব চিকিৎসা দেয় তার মূল্যের জন্যও নির্দিষ্ট ফি নির্ধারণ করা — যাতে রোগীর সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষপাত না ঘটে, এবং শয়তানকে প্রতিহত করার জন্যও; ফলে রাকীকে এই কুমন্ত্রণা দেওয়ার কোনো প্রবেশপথ শয়তান পাবে না যে, অমুকের সঙ্গে ভালো আচরণ করো কারণ সে বেশি দেয় — বরং সবাই সমান থাকবে।

আর রাকী যদি এমন কাউকে দেখে যে রুকইয়াহর পারিশ্রমিক দিতে সক্ষম নয়, তবে সে চাইলে তাকে সাহায্য করতে কোনো বাধা নেই এবং এ ব্যাপারে সে সওয়াবের আশা রাখবে।

রাকীর পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক নির্ধারিত না থাকলে রোগীর যে ক্ষতিগুলো হতে পারে

1. কিছু রাকী রয়েছে, যারা রোগীকে সচ্ছল অবস্থার দেখলে তার উপর পারিশ্রমিকের অঙ্ক অতিরঞ্জিতভাবে বাড়িয়ে দেয়।
2. রোগী হয়তো গরিব ও দুর্বল অবস্থার — অথচ সে দিয়ে দেয়; আর ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তি আসে, অথচ প্রায়ই সে দেয় না।
3. কিছু রোগী প্রয়োজনীয় অঙ্ক সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক বেশি দিয়ে ফেলে; হয়তো তার কাছে তা নেইও, তবু লজ্জাবশত সে দিয়ে দেয়।
4. কিছু সুস্থ মানুষ কেবল তামাশা দেখতে এবং রোগীদের কী ঘটে তা প্রত্যক্ষ করতে রাকীদের কাছে আসে।

ফি নির্ধারিত না থাকলে রোগীর ক্ষতি

লেখকের বর্ণিত চার ক্ষতি

অতিরঞ্জন

রোগীকে সচ্ছল দেখলে কিছু রাকী অঙ্ক বাড়িয়ে দেয়

গরিব ও ধনী

গরিব দিয়ে দেয়, ধনী প্রায়ই দেয় না

অজ্ঞতা ও লজ্জা

প্রয়োজনীয় অঙ্ক না জেনে অনেক বেশি দিয়ে ফেলে

তামাশা দেখা

কিছু সুস্থ মানুষ কেবল তামাশা দেখতে আসে

রোগীর জন্য কিছু পর্যবেক্ষণ ও দিকনির্দেশনা

- হে আমার ভাই, জেনে রাখো — রাকী ভিক্ষুক বা যাচ্ছগকারী নয় যে সে অপেক্ষায় থাকবে, অমুক তাকে দিল নাকি দিল না; বরং সে অন্যদের প্রতি অনুগ্রহকারী (রোগী আসে নিরুপায় ও মুখাপেক্ষী অবস্থায়, তারপর সে মনে করে বসে যে, কিছু দিলে সে-ই রাকীর প্রতি অনুগ্রহ করল)। এ কারণে ধরে নেওয়া উচিত যে, যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছে তার সমালোচনা করা যাবে না; কেননা সর্বোত্তম মানুষেরা (সাহাবীগণ) তা গ্রহণ করেছেন।
- সতর্ক থাকতে হবে তাদের হাতে পড়া থেকে, যারা অর্থ উপার্জনের জন্য রুকইয়াহকে কাজে লাগায় এবং রোগীর কাছে মিথ্যা বলে।
- ফি যদি রোগীর জন্য নির্ধারিত থাকে, তবে সে রাকীর সঙ্গে বিব্রতকর অবস্থায় পড়া থেকে রক্ষা পায়।
- অনেক মানুষ ও রোগী রুকইয়াহ ও রাকীদের বিষয়টিকে হালকা করে দেখে; তাদের যাওয়াটা হয়তো কেবল পরখ করে দেখার জন্য, অথচ তার কিছুই হয়নি। আমরা রোগীকে পরামর্শ দিই — রাকীর কাছে যাওয়ার আগে সে যেন নিজেই নিজের উপর পড়ে।

রাকীর জন্য কিছু পর্যবেক্ষণ ও দিকনির্দেশনা

হে আমার রাকী ভাই, এই ক্ষেত্রে প্রবেশের সময় তোমাকে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। নিজেকে নিয়ে এবং আল্লাহ তোমাকে যে ইলম দান করেছেন তা নিয়ে গর্বিত হয়ো না; কেননা যিনি দিয়েছেন, তিনি এই দান তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতেও সক্ষম। সুতরাং আল্লাহর প্রশংসা করো, তাঁর নিয়ামতসমূহের জন্য তাঁর শোকর আদায় করো এবং সেই নিয়ামতের হক আদায় করো — যাতে আল্লাহ তোমার জন্য তাতে বরকত দেন।

আর তুমি যাদের রুকইয়াহ করো তাদের দ্রুত আরোগ্য লাভ দেখে প্রতারিত হয়ো না; কেননা উপায়সমূহের স্রষ্টা এবং আরোগ্যদাতা একমাত্র আল্লাহ, আর তুমি সেসব উপায়ের একটি উপায় মাত্র যা আরোগ্যের দিকে পৌঁছে দিয়েছে।

- কিছু রাকী নিজের পবিত্রতা জাহির করে এবং তার রাকী ভাইদের সমালোচনা করে এই বলে যে, তারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করেছে; সে তাদের উপর এবং তাদের নিয়্যতের উপর হুকুম চাপিয়ে দেয় — অথচ তাদের কেউ কেউ [আর্থিকভাবে] পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত, কিংবা চড়া মূল্যে চিকিৎসা-সামগ্রী বিক্রি করে।
- কিছু রাকী এ কারণে অহংকারে পতিত হয়েছে যে, সে অর্থ গ্রহণ করে না; ফলে সে কিছু রোগীর পক্ষ থেকে প্রতারণার শিকার হয়েছে। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ হালাল পারিশ্রমিক গ্রহণকারীদের সমালোচনায় লিপ্ত

হয়েছে।

◆ রাকীর প্রতি লেখকের দিকনির্দেশনা

করুন

- ✓ আল্লাহর প্রশংসা ও নিয়ামতের শোকর আদায়
- ✓ নিয়ামতের হক আদায় করা

করবেন না

- ✗ নিজেকে ও নিজের ইলম নিয়ে গর্ব
- ✗ দ্রুত আরোগ্য দেখে প্রতারণা হওয়া
- ✗ নিজের পবিত্রতা জাহির করে রাকী ভাইদের সমালোচনা
- ✗ অর্থ না নেওয়ার কারণে অহংকার

পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলে রাকী যেসব ইতিবাচক ফল ও উপকার লাভ করে

আমরা যেমনটি জানি, যে কাজে অর্থ জড়িত থাকে তার একটি মর্যাদা থাকে এবং মানুষের অন্তরে তার প্রভাব পড়ে, আর রুকইয়াহ ও চিকিৎসার প্রতি গুরুত্ব সৃষ্টি হয়।

তবে আমাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে গেলে চলবে না — তা হলো, রাকী শয়তানের পক্ষ থেকে যুদ্ধের মুখোমুখি। শয়তান কুমন্ত্রণার দরজা দিয়ে তার কাছে প্রবেশ করতে পারে এবং রাকীকে ভাবিয়ে তুলতে পারে — রোগী তাকে কী পরিমাণ অর্থ দেবে, কত দেবে? আর আদৌ দেবে কি না?

শকল ১: রাকী, রোগী, শয়তান ও রুকইয়াহ শরইয়াহ দ্বারা চিকিৎসার মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাখ্যামূলক চিত্র। —

চিত্রটিতে একটি ত্রিভুজের তিন কোণে রয়েছে **الراقي الشرعي** (শরয়ী রাকী, উপরের কোণে), **المريض** (রোগী, নিচের বাঁ কোণে) ও **الشیطان** (শয়তান, নিচের ডান কোণে); আর মাঝখানে রয়েছে **الرقية الشرعية** (রুকইয়াহ শরইয়াহ)। তিন কোণের প্রতিটির মধ্যে দ্বিমুখী তীর দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

তাই উত্তম হলো:

১. শয়তানের পথ বন্ধ করে দেওয়া; ফলে সব রোগীই সমান, এবং শয়তান রাকীর কাছে এই দিক দিয়ে আসতে পারবে না যে, অমুক অমুকের চেয়ে বেশি দিয়েছে (সুতরাং তার প্রতি বেশি মনোযোগ দাও)।
২. রাকী শয়তানের আশা ও কুমন্ত্রণা কেটে দেয়; ফলে সে ধনী বা প্রভাবশালী কারও উপর পড়ুক — অবস্থা একই, তবে যদি সে শর্ত আরোপ করে থাকে তবে ভিন্ন কথা। তাঁদেরই একজন আমাকে বলেছেন:

قال لي أحدهم: ذهبت إلى فلان المعروف ومعني غسل ودواء

ورقيته وأظن أنه سيعطيني ويعطيني فأخذ ما عندي وقال شكراً

واستحييت أن أطلب منه .

(আমি প্রসিদ্ধ অমুক ব্যক্তির কাছে গিয়েছিলাম, আমার সঙ্গে মধু ও ওষুধ ছিল। আমি তাকে রুকইয়াহ করলাম এবং ভাবছিলাম সে আমাকে দেবে, দেবে। কিন্তু আমার কাছে যা ছিল সে তা নিয়ে নিল এবং বলল "ধন্যবাদ"; আর আমি তার কাছে চাইতে লজ্জাবোধ করলাম।)

3. রাকী নিজের জন্য একটি নির্দিষ্ট বাজেট নির্ধারণ করতে পারে এবং অন্য গরিবদের সাহায্য করতে পারে। ফলে রাকী সেই ব্যক্তির মতো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করার কারণে যার কোনো নির্দিষ্ট আয় থাকে না।
4. রাকীর চিকিৎসার মূল্য বাড়ানোর প্রয়োজন না হওয়া; কারণ তা সবার নাগালের মধ্যে থাকবে — যেমনটি অনেক রাকী করে থাকে, তারা বিব্রত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে এই অজুহাতে চিকিৎসার মূল্য বাড়িয়ে দেয় যে, তারা রুকইয়াহর বিনিময় গ্রহণ করে না।
5. রাকী অহংকারে আক্রান্ত হয় না, প্রতারণায় পতিত হয় না এবং হালাল সম্পদই ভক্ষণ করে।
6. এই পদ্ধতিতে রাকী মানুষকে রুকইয়াহ করার জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে এবং অভ্যর্থনায়, ওষুধ বিতরণে ও গরিবদের সাহায্যে তাকে সহযোগিতা করবে এমন লোক নিয়োগ করতে পারবে।

◆ ফি নির্ধারণে রাকীর ছয় উপকার

- ☐ শয়তানের পথ বন্ধ; সব রোগী সমান
- ☐ শয়তানের আশা ও কুমন্ত্রণা কেটে যায়
- ☐ নিজের জন্য নির্দিষ্ট বাজেট রেখে গরিবদের সাহায্য করা যায়
- ☐ চিকিৎসার মূল্য বাড়ানোর প্রয়োজন হয় না
- ☐ অহংকার ও প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকা; হালাল সম্পদ
- ☐ স্থান প্রস্তুত করা এবং সহযোগী নিয়োগ করা যায়

লেখকের «তাই উত্তম হলো» অংশ অনুযায়ী

সাধারণ কিছু উপদেশ

- আমি সেসব রাকীকে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরেছি যারা রুকইয়াহর [বিনিময়] চায় না; তবে এ ব্যাপারে আমার একটি পর্যবেক্ষণ আছে: তাদের কেউ কেউ চায়ও না, দেওয়া হলে গ্রহণও করে না — আর এটি বিরল এবং কিছু নির্দিষ্ট অবস্থায় সীমাবদ্ধ; একে সেই রাকীর সঙ্গে তুলনা করা যায় না যে রুকইয়াহর জন্য নিজেকে পূর্ণ সময় নিয়োজিত করেছে। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, আল্লাহ সুবহানাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে রিযিক ভাগ করে দিয়েছেন — তাদের কারও জন্য আল্লাহ সচ্ছলতার দ্বার খুলে দিয়েছেন, রোগী তাকে যা দেয় তার প্রয়োজন তার নেই; আর কেউ মধ্যম অবস্থার, হয়তো তার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু সে রুকইয়াহর জন্য পূর্ণ সময় নিয়োজিত নয় — এ ব্যক্তি

সেই রাকীর সদৃশ যে গ্রহণ করে। কেননা যে রাকী গ্রহণ করে, সেও বহু ক্ষেত্রে বিনিময় ছাড়াই পড়ে (তা গরিবদের ক্ষেত্রে হোক, কিংবা আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবের ক্ষেত্রে)।

- ফি নির্ধারণ করা শর্ত আরোপ করার চেয়ে উত্তম ও সহজতর হতে পারে, বিশেষত এই যুগে। কেননা রাকী যদি সাহাবী যেমন শর্ত করেছিলেন তেমনি ৩০ কিংবা ১০০টি বকরির শর্ত করত, তবে রোগীরা তার কাছে যেতই না — যদিও শর্ত আরোপ করা জায়েয; বরং তাকে জবরদস্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতো,

উপরন্তু রোগী হয়তো ধারণা করে বসবে যে আরোগ্য রাকীর হাতেই। তবে সে সচ্ছল ব্যক্তির উপর শর্ত আরোপ করবে, অথবা সাধ্য অনুযায়ী শর্ত করবে।

- ফি নির্ধারণের ব্যাপারে বলা যায়, হাসপাতালগুলোও তো ফি গ্রহণ করে, আর তা চড়াও হতে পারে.. পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এক্স-রে ও ল্যাব-টেস্ট হাজার হাজার... বরং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ-ফি অত্যন্ত চড়া; তিনি রিপোর্টগুলোর দিকে তাকান, অবস্থা সম্পর্কে নিজের মতামত দেন এবং কেবল অন্য একটি বিভাগে পাঠিয়ে দেন। এতদসত্ত্বেও রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিষয়টি প্রশস্ত; সুতরাং আমরা সবার উপর দোষ চাপাব না, বরং যে অপব্যবহার করেছে তার উপরই চাপাব।

আর সবশেষে...

﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ৫৭]

«অতঃপর তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ করো, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।» [সূরা আন-নিসা: ৫৯]

আমি বলি – আর তাওফীক আল্লাহরই পক্ষ থেকে...

আমাদের মানদণ্ড হলো আমাদের শরীয়ত, আমাদের স্রষ্টার বাণী এবং আমাদের নবী ﷺ-এর হাদীস। তিনি তো বলেছেন:

﴿إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كَتَابَ اللَّهِ الْبَخَارِي﴾

«তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছ, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার আল্লাহর কিতাব।» — বুখারী

﴿قَدْ أَصَبْتُمْ وَاضْرِبُوا لِي مِنْهَا بِسَهْمٍ﴾

«তোমরা ঠিকই করেছ; আর এর থেকে আমার জন্যও একটি অংশ রাখো।»

সুতরাং পারিশ্রমিকের সবচেয়ে বেশি হকদার — অর্থাৎ উজরতের — যদি রাকীই হয়ে থাকেন; বরং তিনি ﷺ একে "আজর" (পারিশ্রমিক) নামে অভিহিত করেছেন, "হাদিয়া" বা "হিবা" বা "ফযল" বলেননি। তারপর এমন এক যুগ আসে, যখন

রাকীর পারিশ্রমিকে কোনো হকই থাকে না; আর সে যদি গ্রহণ করে, তবে অধিকাংশের দৃষ্টিতে সে তার ইখলাসের ব্যাপারে অভিযুক্ত হয়ে যায় — যে ইখলাস একমাত্র আল্লাহই জানেন (তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছ!!)। অন্যদিকে দ্বীনের শিক্ষক আসেন তাঁর শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে, আর এ ব্যাপারে তাঁর দলিল রুকইয়াহর হাদীস। কিন্তু রাকীর ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিতে তাকে অবশ্যই ওয়ারা (সংযম) অবলম্বন করতেই হবে! আমি জানি না, সাহাবীগণ — রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম — এর ওয়ারা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়ারার চেয়ে উঁচু ওয়ারা আর কোনটি হতে পারে। তাঁরা তো খাবারের আকাঙ্ক্ষা করছিলেন; সেই রোগীকে রুকইয়াহ করার পর তাঁদের ভাগে পড়েছিল ত্রিশটি — আর কোনো কোনো বর্ণনায় একশটি — বকরি.. তাহলে ওয়ারা কোথায়? কেউ কি বলতে পারে, কেন তাঁরা দুটি বা পাঁচটি বকরি নিয়ে বাকিগুলো ফিরিয়ে দিলেন না — অথচ কারণটি তো দূর হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ এই যে, সম্প্রদায়টি প্রথমে তাঁদের মেহমানদারি করেনি? বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো, তাঁরা যখন দংশিত ব্যক্তিকে রুকইয়াহ করলেন, তখন তারা তাঁদের দুধ পান করাল এবং বকরিগুলোও দিল। তবে কেন তাঁরা সেই পান করা দুধেই সন্তুষ্ট হলেন না? অথবা কেন তাঁদের নবী তাঁদের নির্দেশ দিলেন না যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ ফিরিয়ে দাও? বরং তিনি তো তাঁদের কাজকে অনুমোদন দিলেন, এমনকি তা থেকে নিজেও চাইলেন এবং বললেন:

اضربوا لي منها بسهم

«এর থেকে আমার জন্যও একটি অংশ রাখো।»

— যাতে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে তা হালাল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পড়ে থাকা খেজুরটি তুলতেন না এই আশঙ্কায় যে তা সদকার মাল হতে পারে।

হে আমার ভাইয়েরা, যে-ই তার শিল্প ও কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, রাকী তার চেয়ে পারিশ্রমিকের অধিক হকদার। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গোলামের ঘটনায় একবার দুটি বকরি দেওয়া হয়েছিল (যদিও কেউ কেউ বর্ণনাটিকে দুর্বল বলেছেন)। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি একটি গ্রহণ করলেন এবং অন্যটি ফিরিয়ে দিলেন। তাহলে কেন তিনি গ্রহণ করলেন? আর কেনই বা তিনি বিষয়টি কেবল আল্লাহর জন্যই রেখে দিলেন না — যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে? সঠিক কথা হলো, তাঁর জন্য গ্রহণ করাও বৈধ এবং "আজর" বা "জুল" চাওয়াও বৈধ। আর এটিই সেই বিষয়, যা অধিকাংশ মানুষ বোঝেনি; তারা "জুল" ও "আজর"-এর মধ্যকার পার্থক্যও বোঝেনি।

الجعل (আল-জুল): তুমি যে কাজটি সম্পন্ন করবে তার বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট জিনিস চাওয়া; আর কাজটি সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তুমি সেই পারিশ্রমিকের হকদার হবে না। সুতরাং তুমি যদি বলো — "আরোগ্য লাভের বিনিময়ে" কিংবা "আরোগ্য লাভের পর" আমি এত গ্রহণ করব — এবং এই শর্ত আরোপ করো, তবে এতে কোনো দোষ নেই।

পক্ষান্তরে **أخذ الأجر أو الإجارة** (আজর বা ইজারা গ্রহণ): তা হলো একটি নির্ধারিত (জ্বাত) পারিশ্রমিক গ্রহণ করা এবং রুকইয়াহতে তুমি যে সময় ব্যয় করো তার উপর ইজারা নেওয়া। আর এটি আলিমগণ জায়েয বলেছেন।

◆ জু'ল ও আজর (ইজারা)

জু'ল	আজর বা ইজারা
কাজ সম্পন্ন করার বিনিময়ে নির্দিষ্ট জিনিস চাওয়া	নির্ধারিত পারিশ্রমিক গ্রহণ
কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত হকদার হয় না	রুকইয়াহয় ব্যয়িত সময়ের উপর ইজারা নেওয়া
«আরোগ্য লাভের বিনিময়ে» শর্ত করায় দোষ নেই	আলিমগণ এটি জায়েয বলেছেন

লেখক বলেছেন, নবী একে «আজর» বলেছেন, «হাদিয়া», «হিবা» বা «ফযল» বলেননি

প্রশ্ন: চিকিৎসক তার রুকইয়াহর বিনিময়ে কত গ্রহণ করবেন – কম গ্রহণ করবেন নাকি বেশি?

আমি বলি: নির্ধারণ করবেন কে? নির্ধারণ করবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই, আর তিনি হলেন রাকী। তবে তিনি কত গ্রহণ করবেন — দশ, নাকি একশ, নাকি এক হাজার? আমরা বলি, তিনিই ভালো জানেন (তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী)। আর কেউ যেন এমন ধারণা না করে যে রাকী মানুষকে সাহায্য করেন না; বরং আমরা সর্বদা একপক্ষের কথাই শুনি, আর আমরা বিপরীত পক্ষের কথাও শুনি — অর্থাৎ (অর্থের কারণে অভিযোগকারীর কথা)। চিকিৎসকদের মধ্যে এমনও রয়েছেন, যিনি বিনামূল্যে এমন ওষুধ দেন যা অন্যের কাছে ছয়শ রিয়ালে বিক্রি হয়; আর তিনি মধু, তেল ও পানি বিনামূল্যে দেন তাদের কাউকে কাউকে, যাদের তিনি অভাবী মনে করেন; বরং তিনি কারও কারও কাছ থেকে যা গ্রহণ করেন তা থেকে অর্থ ব্যয়ও করেন তাদের পক্ষ থেকে সদকা হিসেবে। তদুপরি অধিকাংশ রাকীর অর্থের প্রয়োজন হয়, যাতে তা দিয়ে রুকইয়াহর জন্য একটি স্থান ভাড়া নেওয়া যায়। তাঁদের একজন বছরে সত্তর হাজারে একটি স্থান ভাড়া নিয়েছেন, আরেকজন চল্লিশ হাজারে। কেন?

কারণ মানুষ থেকে পৃথক একটি ঘর থাকা অপরিহার্য — নানা সমস্যার কারণে, মানুষের প্রবেশ ও প্রস্থানের কারণে, এবং যাতে মানুষ যা দেখে তাতে বিরক্ত ও ভীত না হয়। আর রাকীর পক্ষে সব মানুষের কাছে তার প্রয়োজন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা কিংবা নিজের ঘটনা লিখে জানানো সম্ভব নয়। তদুপরি তাকে তো দিতে হয় সেই ব্যক্তিকে, যে তার সেবা করে, তাকে সহায়তা করে, রোগীদের ওষুধ বিতরণ করে

এবং স্থানটি পরিষ্কার করে — এ ধরনের আরও নানা কাজ রয়েছে। এমনিভাবে আরেকটি মাসআলা রয়েছে, তা হলো চিকিৎসার ক্ষেত্রে রাকীদের পারস্পরিক তারতম্য। কিছু রাকী রয়েছেন, যাঁদের কেউ হয়তো কিছুই গ্রহণ করেন না, কিন্তু সেটি তিনি ওষুধের মূল্য থেকে পুষিয়ে নেন; হতে পারে ওষুধের খরচ একশ রিয়াল, অথচ তিনি তা ছয়শ রিয়াল বা তারও বেশিতে বিক্রি করেন — আমি অতিরঞ্জন করছি না। এখানে আমরা তাঁকে বলি: উত্তম হলো তুমি তোমার পড়ার উপর ফি ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ করো, আর এমন মুনাফায় ওষুধ বিক্রি করো না। আবার কিছু রাকী রয়েছেন, যাঁরা কিছুই গ্রহণ করেন না, কিন্তু তিনি যখন পড়েন তখন তা পাঁচ মিনিটের বেশি হয় না। আর কিছু রাকী রয়েছেন, যাঁরা তাঁদের পড়ার উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁরা রোগীকে তার প্রাপ্য সময় ও প্রয়োজন দেন; এতদসত্ত্বেও তাঁরা সেসব রোগীর অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখেন, যাঁদের জন্য রাকীর পারিশ্রমিক কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

তদুপরি রাকীগণ তাঁদের ইলম ও চিকিৎসায় পরস্পর ভিন্ন মাত্রার। সুতরাং যোগ্য রাকীদের মধ্যে কেউ যদি পারিশ্রমিক চান, তাতে কোনো দোষ নেই। তোমরা কি বিশেষজ্ঞ (কনসালট্যান্ট) চিকিৎসকের দিকে তাকাও না — তিনি কত চান! কিসের বিনিময়ে? এর বিনিময়ে যে তিনি পরীক্ষার রিপোর্টগুলোর দিকে তাকাবেন, তারপর বলবেন "হ্যাঁ" অথবা "না"। আর তাঁর অভিজ্ঞতার কারণে কেউ এতে আপত্তি করে না। তদুপরি আমরা তো কাউকে কোনো ডাক্তার, শিক্ষক,

প্রকৌশলী বা ব্যবস্থাপককে এ কথা বলতে শুনি নি যে, "তুমি তোমার কাজের উপর পারিশ্রমিক নিয়ো না" কিংবা "আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াবের আশায় কাজ করো"। তাহলে কেন আমরা রাকীকে এ কথা বলি?

আলিমগণের বক্তব্য

প্রথমত: রাকীর পারিশ্রমিক এবং কুরআনের শিক্ষক ও দাঈর পারিশ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য

📖 ফিকহ, হাদীস ও এ জাতীয় বিষয় শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয হওয়ার বর্ণনা:

يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ الْأَجْرَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَقْهِ وَالْحَدِيثِ وَنَحْوِهِمَا إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْمَذْهَبِ، وَلَا يَصِحُّ الْاسْتِئْجَارُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَإِهْدَائِهَا إِلَى الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَيِّمَةِ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّ الْقَارِئَ إِذَا قَرَأَ لِأَجْلِ الْمَالِ فَلَا ثَوَابَ لَهُ، فَأَيُّ شَيْءٍ يُهْدَى إِلَى الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَالْإِسْتِئْجَارُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّلَاوَةِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْأَيِّمَةِ، وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي الْإِسْتِئْجَارِ عَلَى التَّعْلِيمِ وَلَا بَأْسَ بِجَوَازِ أَخْذِ الْأَجْرَةِ عَلَى الرُّقِيَةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

«কেউ অভাবী হলে ফিকহ, হাদীস ও এ জাতীয় বিষয় শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয — আর এটি মাযহাবের একটি অভিমত। আর [কুরআন] তিলাওয়াত করে তা মৃত ব্যক্তির প্রতি হাদিয়া করার জন্য ভাড়া নেওয়া শুদ্ধ নয়; কেননা ইমামগণের কারও কাছ থেকে এ ব্যাপারে অনুমতি বর্ণিত হয়নি। আলিমগণ বলেছেন, পাঠক যদি অর্থের উদ্দেশ্যে পড়ে তবে তার কোনো সওয়াব নেই; তাহলে মৃতের প্রতি হাদিয়া করা হবে কোন জিনিসটি? মৃতের কাছে তো কেবল নেক আমলই পৌঁছে। আর নিছক তিলাওয়াতের উপর ভাড়া নেওয়ার কথা ইমামগণের কেউই বলেননি; তাঁরা মতভেদ করেছেন কেবল শিক্ষাদানের উপর ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে। আর রুকইয়াহর উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয হওয়াতে কোনো দোষ নেই; ইমাম আহমাদ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন।» (১)

◆ ইবনে তাইমিয়াহর উদ্ধৃত বক্তব্য

বিষয়	বক্তব্য
ফিকহ ও হাদীস শিক্ষাদানের পারিশ্রমিক	অভাবী হলে জায়েয; মাযহাবের একটি অভিমত
তिलाওয়াত করে মৃতকে হাদিয়ার জন্য ভাড়া নেওয়া	শুদ্ধ নয়; কারও অনুমতি বর্ণিত হয়নি
রুকইয়াহর উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ	কোনো দোষ নেই; ইমাম আহমাদ সুস্পষ্ট বলেছেন

আল-ফাতাওয়াল কুবরা থেকে উদ্ধৃত

ইজারার মাধ্যমে যা মালিকানাভুক্ত হয়

📖 মুয়াজ্জিনকে ভাড়া করা ও তাকে পারিশ্রমিক দেওয়ার হুকুম:

وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ إِبْطَالِ كُلِّ مَنَفَعَةٍ كَانَتْ فَرَضَ عَيْنٍ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالشَّرْعِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، وَغَيْرِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي إِجَارَةِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْأَذَانِ فَقَوْمٌ لَمْ يَرَوْا فِيهِ بَأْسًا، وَقَوْمٌ كَرِهُوا ذَلِكَ مُحْتَجِّينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اتَّخِذُوا مُؤَذِّنًا لَا يَتَّخِذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا وَالْمُبِيحُونَ قَاسُوهُ عَلَى الْأَفْعَالِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ، وَهَذَا هُوَ سَبَبُ الْإِخْتِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.

«তাঁরা একমত হয়েছেন যে, শরীয়তের বিধানে মানুষের উপর যা ফরযে আইন — যেমন সালাত ও অন্যান্য — এমন প্রতিটি উপকারের উপর ইজারা বাতিল। আর তাঁরা মতভেদ করেছেন আযানের উপর মুয়াজ্জিনকে ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে; একদল এতে কোনো দোষ দেখেননি, আর একদল একে অপছন্দ করেছেন — তাঁরা দলিল হিসেবে উসমান ইবনে আবিদ আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমরা এমন মুয়াজ্জিন গ্রহণ করো, যে তার আযানের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না।" আর যাঁরা বৈধ বলেছেন, তাঁরা একে অ-ওয়াজিব কাজসমূহের উপর কিয়াস করেছেন। আর এটিই মতভেদের কারণ — এ ব্যাপারে যে, তা ওয়াজিব নাকি ওয়াজিব নয়।»

◆ মুযাজ্জিনের আযান ও ইজারা

একদল	আরেক দল
আযানের ইজারায় কোনো দোষ দেখেননি	অপছন্দ করেছেন
দলিল: অ-ওয়াজিব কাজের উপর কিয়াস	দলিল: উসমান ইবনে আবিদ আসের হাদীস

মতভেদের কারণ: আযান ওয়াজিব কি না; সবাই একমত যে ফরযে আইন উপকারের ইজারা বাতিল

◆ এক নজরে

- ★ লেখকের মতে ফি নির্ধারণ শয়তানের কুমন্ত্রণার পথ বন্ধ করে ও সব রোগীকে সমান রাখে
- ★ অসমর্থ রোগীকে সাহায্য করতে রাকীর বাধা নেই
- ★ লেখকের মতে নবী পারিশ্রমিকে «আজর» বলেছেন
- ★ জু'লে কাজ শেষে প্রাপ্য; ইজারায় নির্ধারিত পারিশ্রমিক ও ব্যয়িত সময়
- ★ লেখক: ফি নির্ধারণ শর্ত আরোপের চেয়ে উত্তম ও সহজতর হতে পারে
- ★ আযানের ইজারায় আলিমগণের মতভেদ আছে

◆ যাচাই করুন

1. লেখকের মতে নবী পারিশ্রমিকে কী নাম দিয়েছেন?

ক. হাদিয়া

খ. হিবা

গ. আজর

2. জু'লের ক্ষেত্রে কখন পারিশ্রমিকের হকদার হয়?

ক. চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই

খ. কাজ সম্পন্ন করার পর

3. উদ্ধৃত বক্তব্য অনুযায়ী মৃতকে হাদিয়ার জন্য তিলাওয়াত ভাড়া নেওয়া কী?

ক. জায়েয

খ. শুদ্ধ নয়

4. উসমান ইবনে আবিল আসের হাদীস কোন দলের দলিল?

ক. যাঁরা আযানের ইজারা বৈধ বলেছেন

খ. যাঁরা অপছন্দ করেছেন

5. ফি নির্ধারিত না থাকলে রোগীর একটি ক্ষতি কী?

ক. রোগীকে সচ্ছল দেখলে কিছু রাকী অঙ্ক বাড়ায়

খ. সবাই কম দেয়

6. ফি নির্ধারণ করলে শয়তান রাকীকে কোন কুমন্ত্রণার পথ পায় না?

ক. অমুক বেশি দেয়, তাই তার সঙ্গে ভালো আচরণ করো

খ. অমুক কম দেয়, তাকে ফিরিয়ে দাও

উত্তর: ১-গ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-ক

وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْإِسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَأَجَارَهُ قَوْمٌ مُخْتَجِّينَ بِمَا رَوَى عَنْ خَارِجَةَ بِنِ الصَّامِتِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا إِنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الْحَبْرِ فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقِيَّةٌ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْثُوهاً فِي الْقِيُودِ فَقُلْنَا لَهُمْ نَعَمْ فَجَاءُوا بِهِ فَجَعَلَتْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعُ بُرَاقِي ثُمَّ أَتَفَّلُ عَلَيْهِ فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطُونِي جُعَلَا فَقُلْتُ: لَا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُّ لَعْمَرِي مَنْ ...

«তারা কুরআন শিক্ষাদানের উপর ইজারা গ্রহণের ব্যাপারেও মতভেদ করেছেন। একদল তা জায়েয বলেছেন, দলিল হিসেবে পেশ করেছেন খারিজা ইবনুস সামিত তাঁর চাচা থেকে যা বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন — আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে ফিরে আসছিলাম; তারপর আমরা আরবের একটি গোত্রের কাছে এলাম। তারা বলল: তোমরা তো এই আলিমের কাছ থেকে এসেছ; তোমাদের কাছে কি কোনো ওষুধ বা রুকইয়াহ আছে? কেননা আমাদের কাছে শিকলবদ্ধ এক উন্মাদ রয়েছে। আমরা তাদের বললাম: হ্যাঁ। তারা তাকে নিয়ে এল। আমি তার উপর তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফাতিহা পড়তে লাগলাম; আমি আমার থুতু জমা করতাম, তারপর তার উপর তাফল করতাম। ফলে সে যেন বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল। তারপর তারা আমাকে একটি জুল (পারিশ্রমিক) দিল। আমি বললাম: না, যতক্ষণ না আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি। অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম; তিনি বললেন: খাও। আমার জীবনের কসম, যে...»

টীকা

1. আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ইবনে তাইমিয়াহ, পঞ্চম খণ্ড — «আল-উজরা» (পারিশ্রমিক)।

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৩

কুরআন শিক্ষা ও রুকইয়াহর বিনিময়ে ইজারা – ফিকহি গ্রন্থাবলির বক্তব্য

(আগের পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিক — খারিজা ইবনুস সালত-এর হাদীসের শেষাংশ:)

... أَكَلْ بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ فَلَقَدْ أَكَلَتْ بِرُقِيَّةٍ حَقٍّ

...যে বাতিল রুকইয়াহর বিনিময়ে খেয়েছে, তুমি তো সত্য রুকইয়াহর বিনিময়েই খেয়েছ।

আর তাঁরা দলিল দিয়েছেন আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এই হাদীস দিয়েও:

أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا فِي غَزَاةٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ قَدْ لُدِغَ أَوْ قَدْ عَرَضَ لَهُ قَالَ فَرَقَى رَجُلٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرِئَ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنَ الْغَنَمِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِمَ رَقِيَّتَهُ قَالَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ فِيهَا بِسَهُمٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ এক যুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা আরবের একটি গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা (গোত্রের লোকেরা) বলল: তোমাদের মধ্যে কোনো রাকী আছেন কি? কারণ গোত্রের সরদারকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করেছে — অথবা তার কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন: তখন এক ব্যক্তি সূরা ফাতিহা দিয়ে তাকে রুকইয়াহ করলেন, ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। তাঁকে একপাল বকরি দেওয়া হলো, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। এরপর তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন: তুমি কী দিয়ে তাকে রুকইয়াহ করেছ? তিনি বললেন: সূরা ফাতিহা দিয়ে। তিনি বললেন: তুমি কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ? বর্ণনাকারী বলেন: এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তোমরা তা গ্রহণ করো, আর তাতে আমার জন্যও তোমাদের সাথে একটি অংশ রাখো।

আর অন্য একদল একে মাকরুহ বলেছেন — অর্থাৎ হারাম গণ্য করেছেন — এই বলে যে, এটি সালাত শেখানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা বলেছেন: উল্লিখিত পারিশ্রমিকটি কুরআন শিক্ষা দেওয়ার ইজারার বিনিময়ে ছিল না; বরং তা ছিল রুকইয়াহ ও তার জন্য ভাড়া নেওয়ার বিনিময়ে। আর রুকইয়াহ আমাদের নিকট জায়েয

— তা কুরআন দিয়ে হোক বা অন্য কিছু দিয়ে — কেননা তা চিকিৎসার মতোই, এবং তা মানুষের উপর ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে কুরআন শিক্ষা দেওয়া মানুষের উপর ওয়াজিব। — সমাপ্ত, কিছুটা সংক্ষেপণসহ। অতএব বুঝে নাও। (১)

কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে ইজারা

كِتَابُ الْإِجَارَاتِ، بَابُ الاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ

أَمْ لَا؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ

ইজারা অধ্যায়, কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে ইজারা গ্রহণের পরিচ্ছেদ — তা কি জায়েয, নাকি নয়? এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবনু মারযুক, তিনি বলেছেন: আমাদের বর্ণনা করেছেন ওয়াহব ইবনু জারীর, তিনি বলেছেন: আমাদের বর্ণনা করেছেন শুবা, আবদুল্লাহ ইবনু আবিস সাফার থেকে, তিনি আমির আশ-শাবী থেকে, তিনি খারিজা ইবনুস সালত থেকে, তিনি তাঁর চাচা থেকে যে, তিনি বলেছেন:

أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا لَنَا: إِنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الْخَبْرِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقِيَّةٌ أَوْ شَيْءٌ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْثُوهاً فِي الْقِيُودِ.

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে ফিরে আসছিলাম। আমরা আরবের একটি গোত্রের নিকট এসে পৌঁছলাম। তারা আমাদের বলল: তোমরা তো এই মহাজ্ঞানী ব্যক্তির নিকট থেকে কল্যাণ নিয়ে এসেছ। তোমাদের নিকট কি কোনো ওষুধ, রুকইয়াহ বা কিছু আছে? কেননা আমাদের এখানে শিকলে বাঁধা এক পাগল আছে।

قَالَ: فَقُلْنَا نَعَمْ. فَجَاءُوا بِهِ فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَدَوَةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعَ بُزَاقِي ثُمَّ أَتَفَلُّ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطُ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطُونِي جُعْلاً

فَقُلْتُ: لَا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتَهُ فَقَالَ كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةٍ
بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتُ بِرُقِيَّةٍ حَقٌّ

তিনি বলেন: আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তারা তাকে নিয়ে এল। আমি তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা তার উপর সূরা ফাতিহা পড়তে লাগলাম; আমি আমার থুতু জমা করতাম, তারপর ফুঁ দিতাম। ফলে সে যেন বাঁধন খুলে মুক্ত হয়ে গেল। তখন তারা আমাকে পারিশ্রমিক দিল। আমি বললাম: না, যতক্ষণ না আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করি। এরপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: খাও। আমার জীবনের কসম! যে ব্যক্তি বাতিল রুকইয়াহর বিনিময়ে খায় (তার তুলনায়) তুমি তো সত্য রুকইয়াহর বিনিময়েই খেয়েছ।

আর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবুল আওয়াম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি আবদিল জাব্বার আল-মুরাদী, তিনি বলেছেন: আমাদের বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনু হাসসান, তিনি বলেছেন: আমাদের বর্ণনা করেছেন হুশাইম, আবু বিশর থেকে, তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল আন-নাজী থেকে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে:

أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانُوا فِي غَزَاةٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ
فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ قَدْ لُدِغَ أَوْ قَدْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ.
قَالَ: فَرَقَاهُ رَجُلٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطِيَ قَطِيعًا مِنَ الْغَنَمِ فَأَبَى أَنْ
يَقْبَلَهُ. فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ بِمَ رَقِيتُهُ؟ فَقَالَ: بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ. قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوهَا
وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ فِيهَا بِسْهُمْ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ এক যুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা আরবের একটি গোত্রের পাশ দিয়ে গেলেন। তারা বলল: তোমাদের মধ্যে কোনো রাকী আছেন কি? কেননা গোত্রের সরদারকে দংশন করা হয়েছে — অথবা তার কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন: তখন এক ব্যক্তি সূরা ফাতিহা দিয়ে তাকে রুকইয়াহ করলেন, ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। তাঁকে একপাল বকরি দেওয়া হলো, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। এরপর তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন: তুমি কী দিয়ে তাকে রুকইয়াহ করেছ? তিনি বললেন: সূরা ফাতিহা দিয়ে। তিনি বললেন: তুমি কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ? বর্ণনাকারী বলেন: এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তোমরা তা গ্রহণ করো, আর তাতে আমার জন্যও তোমাদের সাথে একটি অংশ রাখো।

একদল আলিম এই আসারগুলো দিয়ে দলিল দিয়েছেন এবং বলেছেন: কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে কোনো অসুবিধা নেই। এ বিষয়ে অন্যরা তাঁদের বিরোধিতা করেছেন এবং কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়াকে মাকরুহ বলেছেন — যেমন সালাত শেখানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়াকে মাকরুহ বলা হয়।

প্রথম মতের অনুসারীদের বিরুদ্ধে তাঁদের দলিল হলো এই যে, উপরের প্রথম আসারগুলোতে উল্লিখিত পারিশ্রমিক কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে ছিল না; বরং তা ছিল সেই রুকইয়াহগুলোর বিনিময়ে, যেগুলোর জন্য ভাড়া নেওয়ার সময় কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়নি।

আর আমরাও তেমনটাই বলি: সব ধরনের রুকইয়াহ ও চিকিৎসার বিনিময়ে ইজারা নিতে কোনো অসুবিধা নেই — যদিও আমরা জানি যে, যাকে এ কাজের জন্য ভাড়া করা হয়েছে, সে যা দিয়ে রুকইয়াহ করে তাতে কুরআনের কিছু অংশও প্রবেশ করে। কারণ মানুষের উপর একে অপরকে রুকইয়াহ করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং তাদের যে কাজ করা তাদের উপর ওয়াজিব নয়, সে কাজের জন্য যদি তাদের ভাড়া করা হয়, তবে তা জায়েয।

আর কুরআন শিক্ষা দেওয়া মানুষের উপর ওয়াজিব — একে অপরকে তা শিক্ষা দেওয়া — কেননা তাতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে (দ্বীন) পৌঁছে দেওয়া।

তবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা জেনে (ও শিখিয়ে) দেয়, তার সেই কাজ বাকিদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যায় — যেমন জানাযার সালাত: তা সমস্ত মানুষের উপর ফরয, তবে তাদের মধ্যে যে তা আদায় করে, তার সেই আদায় বাকিদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যায়। আর যদি কোনো ব্যক্তি তার কোনো মৃত আত্মীয়ের জানাযার সালাত পড়ার জন্য অন্য এক ব্যক্তিকে ভাড়া করে, তবে তা জায়েয হবে না; কারণ সে তাকে এমন কাজের জন্য ভাড়া করেছে যা করা তার উপরই ওয়াজিব।

তেমনিভাবে মানুষের একে অপরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া তাদের উপর ফরয; তবে তাদের মধ্যে যে তা করল, তার এই কাজ বাকিদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে গেল। সুতরাং তারা যদি একে অপরকে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভাড়া করে, তবে সেই ইজারা ও ভাড়া করা বাতিল হবে; কারণ সে তাকে ভাড়া করেছে এমন একটি ফরয আদায় করার জন্য যা আল্লাহ তাআলার জন্য তার নিজের উপরই বর্তায় এবং যা সে নিজের জন্যই করে থাকে — কেননা সে নিজে তা করার দ্বারাই তার থেকে ফরয রহিত হয়। আর ইজারা কেবল তখনই বৈধ হয় এবং তার দ্বারা বিনিময় মালিকানাভুক্ত হয়, যখন ভাড়াকারীরা ভাড়াগ্রহীতাদের জন্য কাজ করে।

যদি কেউ বলে: তুমি কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে ইজারা নিষেধ করার ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছ, তার সমর্থনে নবী ﷺ থেকে কি কিছু বর্ণিত হয়েছে? — তাকে বলা হবে: হ্যাঁ, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

لَا تَأْكُلُوا بِالْقُرْآنِ

তোমরা কুরআনের বিনিময়ে খেয়ো না।

আর উবাদা ইবনুস সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

كُنْتُ أَفْرِي نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا عَلَى أَنْ
أَقْبَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى. فَذَكَّرْتُ

আমি আহলুস সুফফার কিছু লোককে কুরআন শিক্ষা দিতাম। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিল — এই শর্তে যে আমি তা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় (ব্যবহারের জন্য) গ্রহণ করব। আমি (তখন)

ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي إِنَّ أَرَدْتُ أَنْ يُطَوِّقَكَ اللَّهُ بِهَا قَوْسًا
مِنْ نَارٍ فَأَقْبَلَهَا

বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি আমাকে বললেন: তুমি যদি চাও আল্লাহ তোমাকে এর বিনিময়ে আগুনের একটি ধনুক দিয়ে বেষ্টন করুন, তবে তা গ্রহণ করো।

আর আমরা এসব কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সনদসহ উল্লেখ করেছি এই গ্রন্থে আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় — "কুরআনের একটি সূরার বিনিময়ে বিবাহ" পরিচ্ছেদে, "কিতাবুন নিকাহ"-এ।

এরপর এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে আরও যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন সুলাইমান ইবনু শুআইব, তিনি বলেছেন: আমাদের বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনু হাসসান, তিনি বলেছেন: আমাদের বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনু সালামা, আবু মাসউদ সাদ্দ ইবনু ইয়াস আল-জুরাইরী থেকে, তিনি আবুল আলা ইয়াযীদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনিশ শিখখীর থেকে, তিনি তাঁর ভাই মুতাররিফ ইবনুশ শিখখীর থেকে, তিনি উসমান ইবনু আবিল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اتَّخِذْ مَوْدِنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

এমন একজন মুয়াযযিন গ্রহণ করো, যে তার আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয় না।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আযান দেওয়াকে অপছন্দ করেছেন।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকেও বর্ণিত হয়েছে: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আহমাদ ইবনু আবী ইমরান, তিনি বলেছেন: আমাদের বর্ণনা করেছেন উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি উমার ইবনি হাফস আত-তাইমী, তিনি বলেছেন: আমাদের সংবাদ দিয়েছেন হাম্মাদ ইবনু সালামা, ইয়াহইয়া আল-বাক্বা থেকে যে, এক ব্যক্তি ইবনু উমারকে বলল:

إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ

আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি।

তখন ইবনু উমার তাকে বললেন:

لَكِنِّي أَبْغُضُكَ فِي اللَّهِ لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي أَذَانِكَ أَجْرًا وَتَأْخُذُ عَلَى الْأَذَانِ
أَجْرًا

কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য অপছন্দ করি, কারণ তুমি তোমার আযানে পারিশ্রমিক কামনা করো এবং আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করো।

সুতরাং আমরা যা উল্লেখ করলাম তার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আযানের বিনিময়ে ইজারা নেওয়া মাকরুহ। আর কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়াও তদ্রূপ।

কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে (দ্বীন) পৌঁছে দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে — যদিও তা আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতই হোক। আল্লাহ তাঁর নবীর উপর তাঁর পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া ওয়াজিব করেছেন। তিনি বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا

بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْكَافِرِينَ ﴿البائدة: ٦٧﴾

হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দিন। আর যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। [সূরা মায়িদা: ৬৭]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে আরও বলেছেন — যা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবু বাকরা ও ইবরাহীম ইবনু মারযুক একত্রে; তাঁরা উভয়ে বলেছেন: আমাদের বর্ণনা করেছেন আবু আসিম, আওয়াঈ থেকে, তিনি হাসসান ইবনু আতিয়া থেকে, তিনি আবু কাবশা আস-সালুলী থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও — যদিও তা আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতই হোক। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে বর্ণনা করো, তাতে কোনো দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার আবাস করে নেয়।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ এই হাদীসে তাঁর উম্মতের উপর তাঁর পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া ওয়াজিব করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া এবং অন্যের পক্ষ থেকে বর্ণনা করার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন: "আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে বর্ণনা করো, তাতে কোনো দোষ নেই" — অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে সে বিষয়ে বর্ণনা না করলেও তোমাদের কোনো দোষ নেই।

সুতরাং এর (অর্থাৎ পৌঁছে দেওয়ার) বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া ফরয কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া। আর যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয় যা আল্লাহ তার উপর ফরয করেছেন,

তা তার জন্য হারাম; কারণ সে তো তা নিজের জন্যই করে, যাতে সে তার উপর অর্পিত একটি ফরয আদায় করতে পারে। আর যে ব্যক্তি অন্যের জন্য কৃত কোনো কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয় — রুকইয়াহ কিংবা অন্য কিছু, যদিও তা কুরআন দিয়ে হয়, অথবা চিকিৎসা কিংবা এ জাতীয় কিছু — তবে তা জায়েয এবং তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া হালাল।

সুতরাং আমরা যা উল্লেখ করলাম তার দ্বারা এ অধ্যায়ে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতিমূলক বর্ণনাগুলোর অর্থ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; সেগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য থাকে না যে তা পরস্পরবিরোধী হয়ে যাবে। আর এ সবই আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহিমাহুমুল্লাহর অভিমত। (২)

তাহাবীর ব্যাখ্যা: ইজারার বিচার

নিষেধ ও অনুমতির সমন্বয়

রুকইয়াহ ও চিকিৎসা

ইজারায় অসুবিধা নেই; মানুষের উপর
ওয়াজিব নয়

কুরআন শিক্ষা

ইজারা বাতিল; শেখানো মানুষের উপর
ওয়াজিব

আযান

ইজারা নেওয়া মাকরুহ

উপসংহার

নিষেধ ও অনুমতির বর্ণনায় কোনো
বৈপরীত্য নেই

আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের অভিমত হিসেবে উদ্ধৃত

রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয

আর রুকইয়াহর বিনিময়ে গ্রহণ করার ব্যাপারে — ইমাম আহমাদ তা জায়েয হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন: কোনো অসুবিধা নেই। আর তিনি আবু সাঈদের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এটি এবং যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য হলো — রুকইয়াহ এক প্রকার চিকিৎসা, এবং তার বিনিময়ে যা নেওয়া হয় তা হলো জু'ল (পারিশ্রমিক); আর চিকিৎসার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া মুবাহ। জাআলা ইজারার চেয়ে ব্যাপকতর, এ কারণেই কাজ ও সময়সীমা অজানা থাকা সত্ত্বেও তা জায়েয হয়। আর নবী আলাইহিস সালামের বাণী:

أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছ, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার আল্লাহর কিতাব।

— এর দ্বারা রুকইয়াহর ক্ষেত্রেও জু'ল উদ্দেশ্য;

কারণ তিনি বিষয়টি রুকইয়াহর হাদীসের প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেছেন। আর কুরআন শিক্ষা দেওয়াকে মোহর বানানোর ব্যাপারে তাঁর (ইমাম আহমাদের) থেকে মতভেদ বর্ণিত আছে; আর হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য নেই।(৩)

❖ রুকইয়াহর পারিশ্রমিক: জু'লের যুক্তি

১

রুকইয়াহ

এক প্রকার চিকিৎসা

২

এর বিনিময়

জু'ল (পারিশ্রমিক)

৩

চিকিৎসার বিনিময়

মুবাহ

৪

জাআলা

ইজারার চেয়ে ব্যাপক; কাজ ও সময়সীমা অজানা থাকলেও জায়েয

ইমাম আহমাদের মত, আল-মুগনীর্ উদ্ধৃতি অনুযায়ী

রুকইয়াহর উপর জাআলা (পুরস্কার-চুক্তি) জায়েয

(শাখা-মাসআলা) জায়েয কোনো বস্তুর বিনিময়ে রুকইয়াহর উপর জাআলা করা জায়েয — যেমন পূর্বে গত হয়েছে — এবং রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ও তার চিকিৎসার উপরও; এমনকি (রোগী) কোনো পশু হলেও। এরপর যদি সে এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে — যেমন আরোগ্য — এবং তা অর্জিত হয়, তবে সে নির্ধারিত (পারিশ্রমিক) পাওয়ার অধিকারী হবে; অন্যথায় সে সমমানের পারিশ্রমিক (উজরাতুল মিসল) পাবে।

(তাঁর বাণী: "এরপর যদি সে এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে — যেমন আরোগ্য — এবং তা অর্জিত হয়, তবে সে নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী হবে") — এর রূপ কখনো এভাবে কল্পনা করা হয় যে, রোগী বলল: আমার চিকিৎসা করো; যদি আমি আরোগ্য লাভ করি তবে তোমার জন্য এই এই। এর উপর আপত্তি করা হয় যে, আরোগ্য তো (চিকিৎসকের) কাজ নয় এবং তা তার সাধ্যাধীনও নয়; সুতরাং তার উপর জাআলা শুদ্ধ হবে না। অতএব এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক যা বলা সম্ভব তা হলো, এটি একটি ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) জাআলা, যা সমমানের পারিশ্রমিক ওয়াজিব করে।

আর বলা সম্ভব যে, এর রূপ কেবল ওইভাবেই নির্দিষ্ট নয় — এতে ত্রুটি থাকার কথা মেনে নিয়েও; বরং এর রূপ এভাবেও কল্পনা করা যায়: "যদি তুমি আরোগ্য পর্যন্ত আমার চিকিৎসা করো, তবে তোমার জন্য এই এই।" তখন জাআলা শুদ্ধ হওয়াই সম্ভব; কারণ জাআলা তখন আরোগ্যের উপর নয়, বরং

চিকিৎসার উপর; আর আরোগ্যকে কেবল তার সীমা ও লক্ষ্য নির্ধারণের ভিত্তি বানানো হয়েছে — সুতরাং কোনো আপত্তি নেই।

আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে তা আরোগ্যের উপরই, তবে সেটি একটি আনুষঙ্গিক বিষয়; আর আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে তা ক্ষমাহ, যা উদ্দেশ্যমূলক ক্ষেত্রে ক্ষমাহ নয়। এরপর "মীম রা" (মুহাম্মাদ আর-রামলী) মাসআলাটি «আল-জাওয়াহির»-এ উদ্ধৃত পেয়েছেন — এবং এই যে, আরোগ্যের উপর জাআলা শুদ্ধ হয়, যদিও তা সাধ্যাধীন নয়; কারণ তার কারণসমূহ সাধ্যাধীন। আর «আল-জাওয়াহির»-এ তার উপর জাআলা ও ইজারার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।(৪)

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছ, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার আল্লাহর কিতাব।

এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন। এর বিপরীতে দাঁড়িয়েছে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত উবাদা ইবনুস সামিতের হাদীস। তার শব্দ হলো:

عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ لِي بِمَالٍ فَأَرَمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ لِي بِمَالٍ فَأَرَمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا

আমি আহলুস সুফ্যার কিছু লোককে লিখন ও কুরআন শিক্ষা দিতাম। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিল। আমি (মনে মনে) বললাম: এটি তো আমার কাছে সম্পদ নয়; আমি এর দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় তীর ছুড়ব। এরপর আমি তাঁর নিকট এসে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! যাদের আমি লিখন ও কুরআন শিক্ষা দিতাম তাদের এক ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিয়েছে; আর তা আমার কাছে সম্পদ নয়, আমি তো এর দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় তীর ছুড়ব। তিনি বললেন: তুমি যদি আগুনের একটি বেড়ি পরানো পছন্দ করো, তবে তা গ্রহণ করো।

সুতরাং দুই হাদীসের উপর আমল করার ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন।

জমহুর, মালিক ও শাফিঈ কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন — শিক্ষার্থী ছোট হোক বা বড়, এবং শিক্ষা দেওয়া ওই শিক্ষকের উপর নির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব হলেও — ইবনু আব্বাসের হাদীসের উপর আমল করে। এর সমর্থন করে নিকাহ অধ্যায়ে যা আসবে, অর্থাৎ নবী ﷺ কর্তৃক এক ব্যক্তির স্ত্রীকে কুরআন শিক্ষা দেওয়াকে তার মোহর নির্ধারণ করা।

তাঁরা বলেছেন: উবাদার হাদীস ইবনু আব্বাসের হাদীসের বিরোধী নয়; কারণ ইবনু আব্বাসের হাদীস সহীহ, আর উবাদার হাদীস মুগীরা ইবনু যিয়াদের বর্ণনায় এসেছে যাঁর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে; আহমাদ তাঁর হাদীসকে অস্বীকার্য গণ্য করেছেন। আর তাতে আসওয়াদ ইবনু সালাবাও রয়েছে, যাঁর ব্যাপারে সমালোচনা আছে। সুতরাং তা প্রতিষ্ঠিত হাদীসের বিরোধিতা করতে পারে না।

তাঁরা বলেছেন: আর যদি তা সহীহও হয়, তবে তা এই অর্থে ব্যাখ্যা করা হবে যে,

উবাদা ইহসান ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন, পারিশ্রমিক নেওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাই নবী ﷺ তাঁকে তাঁর সওয়াব নষ্ট হওয়া থেকে সতর্ক করেছেন ও ভীতি প্রদর্শন করেছেন। আর বিশেষভাবে আহলুস সুফফার নিকট থেকে পারিশ্রমিক নেওয়ার মধ্যে রয়েছে অপছন্দনীয়তা ও নীচতা; কারণ তাঁরা ছিলেন দরিদ্র লোক, যাঁরা মানুষের সদকায় জীবনযাপন করতেন। সুতরাং তাঁদের নিকট থেকে সম্পদ নেওয়া মাকরুহ।

আর হাদাবিয়া, হানাফিয়া ও অন্যান্য কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া হারাম হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন, উবাদার হাদীস দ্বারা দলিল দিয়ে। আর তাতে যে (দুর্বলতা) রয়েছে তা তুমি একটু আগেই জেনেছ।

◆ কুরআন শিক্ষার পারিশ্রমিক: দুই দল

জমহূর, মালিক ও শাফিঈ	হাদাবিয়া, হানাফিয়া ও অন্যান্য
কুরআন শিক্ষার পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয	হারাম
দলিল: ইবনে আব্বাসের হাদীস; মোহর হিসেবে কুরআন শিক্ষা	দলিল: উবাদার হাদীস
জবাব: উবাদার সনদে মুগীরা ও আসওয়াদ; সহীহ হলেও তিনি স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন	উবাদার হাদীসের দুর্বলতা আগেই বলা হয়েছে

ইবনে আব্বাস ও উবাদার দুই হাদীসের উপর আমল নিয়ে আলিমগণের মতভেদ

হ্যাঁ, বুখারী প্রাসঙ্গিকভাবে এই অধ্যায়ে রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي رُقِيَّةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَأَنَّهُ لَمْ يَرْقِهِ حَتَّى

আবু সাঈদের হাদীস — কতিপয় সাহাবী কর্তৃক কোনো এক আরবকে রুকইয়াহ করা প্রসঙ্গে; এবং এই যে, তিনি তাকে রুকইয়াহ করেননি যতক্ষণ না

شَرَطَ عَلَيْهِ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَتَفَلَّ عَلَيْهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] فَكَانَ نَشِطًا مِنْ عِقَالٍ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ

أَيُّ عِلَّةٍ، فَأَوْفَاهُ مَا شَرَطَ وَلَمَّا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَدْ

أَصَبْتُمْ أَقْسَمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا

তিনি তার উপর একপাল বকরির শর্ত আরোপ করলেন। এরপর তিনি তার উপর ফুঁ দিলেন এবং তার উপর ৫ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক [সূরা ফাতিহা: ২] পাঠ করলেন। ফলে সে যেন বাঁধন খুলে মুক্ত হয়ে গেল; সে হাঁটতে লাগল এবং তার কোনো রোগ-ব্যাদি রইল না। তখন সে যা শর্ত করেছিল তা পূর্ণ করে দিল। আর যখন তাঁরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন, তিনি বললেন: তোমরা ঠিকই করেছ; ভাগ করে নাও, আর আমার জন্যও তোমাদের সাথে একটি অংশ রাখো।

আর বুখারী এই ঘটনাটি এই অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন — যদিও তা শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তাতে রয়েছে কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময়ে প্রতিদান গ্রহণ করা জায়েয হওয়ার দলিল — কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয হওয়ার সমর্থনের জন্য, তা শিক্ষাদানের জন্য হোক বা অন্য কিছুর জন্য; কেননা শিক্ষাদানের জন্য তিলাওয়াত আর চিকিৎসার জন্য তিলাওয়াতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (৫)

জু'ল ও জাআলা

(অথবা) — অর্থাৎ: এবং (রুকইয়াহর উপর) পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম নয়। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন, তিনি তা জায়েয হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন: এতে কোনো অসুবিধা নেই — আবু সাঈদের হাদীসের কারণে। তিনি বলেছেন:

انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের একটি দল এক সফরে বের হলেন, যে সফরে তাঁরা রওনা করেছিলেন; অবশেষে তাঁরা আরবের একটি গোত্রের নিকট অবতরণ করলেন। তাঁরা তাদের নিকট মেহমানদারি চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল। এরপর সেই

الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَذَا الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ شَيْءٍ فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا

لِدِغٍ، وَسَعَيْنَا لَهُ؛ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ
بَعْضُهُمْ. إِنِّي وَاللَّهِ لَأَرْقِي، وَلَكِنْ اسْتَصَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ
حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَاِنْطَلَقَ يَثْفُلُ عَلَيْهِ،
وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَاِنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ
قَلْبَةٌ، فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ

গোত্রের সরদারকে (বিষাক্ত প্রাণী) দংশন করল। তারা তার জন্য সব রকম চেষ্টা করল। তাদের কেউ বলল:
তোমরা যদি ওই দলটির নিকট যেতে যারা অবতরণ করেছে — সম্ভবত তাদের নিকট কিছু থাকতে পারে। তখন
তারা তাঁদের নিকট এল এবং বলল: হে দলবদ্ধ লোকেরা! আমাদের সরদারকে দংশন করা হয়েছে, আমরা তার
জন্য সব রকম চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই তার উপকারে আসেনি। তোমাদের কারও নিকট কি কিছু আছে?
তাঁদের একজন বললেন: আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই রুকইয়াহ করি; কিন্তু আমরা তোমাদের নিকট
মেহমানদারি চেয়েছিলাম, তোমরা আমাদের মেহমানদারি করোনি। সুতরাং আমি তোমাদের জন্য রুকইয়াহ করব
না যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করো। তখন তারা তাঁদের সাথে একপাল বকরির
উপর সমঝোতা করল। তিনি গিয়ে তার উপর ফুঁ দিতে লাগলেন এবং "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"
পাঠ করতে লাগলেন। ফলে সে যেন বাঁধন খুলে মুক্ত হয়ে গেল; সে হেঁটে চলল এবং তার কোনো রোগ-ব্যাধি
রইল না। তারা তাঁদের সেই পারিশ্রমিক পূর্ণ করে দিল যার উপর তারা সমঝোতা করেছিল

عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْتَسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ فَتَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَتَنْظُرَ الَّذِي يَأْمُرُنَا بِهِ، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَذَكَّرُوا لَهُ ذَلِكَ؛ فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكُمْ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: أَصَبْتُمْ اقْتَسِمُوا،
وَاضْرِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ سَهْمًا، وَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ

তখন তাঁদের কেউ বললেন: ভাগ করে নাও। কিন্তু যিনি রুকইয়াহ করেছিলেন তিনি বললেন: এমনটি করো না
যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে যা ঘটছে তা তাঁকে জানাই এবং দেখি তিনি আমাদের কী
নির্দেশ দেন। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তিনি বললেন:
তোমরা কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ? তারপর বললেন: তোমরা ঠিকই করেছ; ভাগ করে নাও, আর
আমার জন্যও তোমাদের সাথে একটি অংশ রাখো। — আর নবী ﷺ হাসলেন।

এটি নাসাঈ ছাড়া (হাদীসের) জামাআত বর্ণনা করেছেন।

আর এটি এবং যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য হলো — রুকইয়াহ এক প্রকার চিকিৎসা, এবং তার বিনিময়ে যা নেওয়া হয় তা হলো জু'ল; আর চিকিৎসার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া মুবাহ। জাআলা ইজারার চেয়ে ব্যাপকতর, এ কারণেই কাজ ও সময়সীমা অজানা থাকা সত্ত্বেও তা জায়েয হয়। আর নবী ﷺ-এর বাণী: "তোমরা যেসব জিনিসের

বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছ, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার আল্লাহর কিতাব" — এর দ্বারা রুকইয়াহর ক্ষেত্রেও জু'ল উদ্দেশ্য; কারণ এ কথাটি রুকইয়াহর হাদীসের প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে।

ইবনু হানি বলেছেন: আমি আবু আবদিল্লাহকে (ইমাম আহমাদকে) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যার তাবীজ বিক্রি ছাড়া অন্য কোনো পেশা নেই — আপনি কি তার জন্য তা বিক্রি করা উচিত মনে করেন, নাকি মানুষের কাছে চাওয়া? তিনি বললেন: তাবীজ বিক্রি করা আমার কাছে মানুষের কাছে চাওয়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। এবং তিনি বলেছেন: শিক্ষাদান আমার কাছে তাবীজ বিক্রির চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। — সমাপ্ত।(৬)

জু'ল ও জাআলার মাসআলার ব্যাখ্যা

তাঁর বাণী "সেই ব্যক্তির হাদীস যাকে সাহাবী রুকইয়াহ করেছিলেন" — আর যাকে রুকইয়াহ করা হয়েছিল সে ছিল দংশিত। সমাপ্ত। এ কথা যারকাশী বলেছেন।

আর এই হাদীস থেকে উদ্ভাবন করা হয় যে, রোগী যা দ্বারা উপকৃত হয় — ওষুধ বা রুকইয়াহ — তার উপর জাআলা জায়েয, যদিও তাঁরা তা (স্পষ্টভাবে) উল্লেখ করেননি। আর এটিই সঙ্গত, যদি তাতে পরিশ্রম হয়; অন্যথায় নয় — যা সামনে আসছে তা থেকে গ্রহণ করে। সমাপ্ত। — «শরহু মীম রা» (মুহাম্মাদ আর-রামলীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ)।

এরপর বলা উচিত: যদি সে আরোগ্যকে এর লক্ষ্য নির্ধারণ করে — যেমন "আরোগ্য পর্যন্ত আমার চিকিৎসা করার জন্য" অথবা "আরোগ্য পর্যন্ত আমাকে রুকইয়াহ করার জন্য" — তবে সে যদি তা করে এবং আরোগ্য পাওয়া যায়, সে জু'ল পাওয়ার অধিকারী হবে। আর যদি সে তা করে অথচ আরোগ্য অর্জিত না হয়, তবে সে কিছুই পাবে না; কারণ যে বিষয়ের উপর জাআলা করা হয়েছিল

তা পাওয়া যায়নি — আর তা হলো আরোগ্য পর্যন্ত চিকিৎসা ও রুকইয়াহ।

আর যদি সে আরোগ্যকে এর লক্ষ্য নির্ধারণ না করে — যেমন "আমার রোগের উপর সাতবার সূরা ফাতিহা পড়ো" — তবে সাতবার পড়ার দ্বারাই সে (পারিশ্রমিকের) অধিকারী হবে; কারণ সে আরোগ্যের শর্ত করেনি। আর যদি সে বলে "আমাকে রুকইয়াহ করার জন্য" এবং এর বেশি কিছু না বলে, অথবা "অমুক রোগ থেকে" — এতটুকু বাড়িয়ে বলে, তবে (পারিশ্রমিকের) অধিকার কি আরোগ্যের সাথে শর্তযুক্ত হবে? — এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ আছে।

আর সামনে চিকিৎসার মাসআলায় তাঁর যে কথা আসছে — "আর যদি দুজন অংশীদার হয়" ইত্যাদি কথার ঠিক আগের শাখা-মাসআলায় — তা থেকে হয়তো গ্রহণ করা যায় যে, এখানে জাআলা ফাসিদ এবং সমমানের পারিশ্রমিক ওয়াজিব। বিষয়টি যাচাই করা হোক। সমাপ্ত। — «সীন মীম» (ইবনু কাসিম আল-আব্বাদী), «হা জীম»-এর (ইবনু হাজার আল-হাইতামী) উপর।

❖ রুকইয়াহর জাআলা: আরোগ্য ও প্রাপ্য

চুক্তির রূপ	বর্ণিত হুকুম
আরোগ্যকে লক্ষ্য করা, যেমন «আরোগ্য পর্যন্ত রুকইয়াহ»	আরোগ্য হলে জু'ল পাবে; না হলে কিছুই পাবে না
আরোগ্যকে লক্ষ্য না করা, যেমন «সাতবার ফাতিহা পড়ো»	সাতবার পড়লেই অধিকারী
শুধু «আমাকে রুকইয়াহ করো» বা «অমুক রোগ থেকে»	আরোগ্যের সঙ্গে শর্তযুক্ত কি না, চিন্তার অবকাশ আছে
আগত চিকিৎসা-মাসআলা থেকে গ্রহণ করলে	জাআলা ফাসিদ; সমমানের পারিশ্রমিক ওয়াজিব; যাচাইসাপেক্ষ

এই আলোচনায় উদ্ধৃত আলিমগণের ভাষ্য

আর সেই শাখা-মাসআলার মূল পাঠ: (শাখা-মাসআলা) জায়েয কোনো বস্তুর বিনিময়ে রুকইয়াহর উপর জাআলা জায়েয — যেমন পূর্বে গত হয়েছে — এবং রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ও তার চিকিৎসার উপরও, যদিও তা কোনো পশু হয়। এরপর যদি সে এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে — যেমন আরোগ্য — এবং তা পাওয়া যায়, তবে সে নির্ধারিত (পারিশ্রমিক) পাওয়ার অধিকারী হবে; অন্যথায় সমমানের পারিশ্রমিক পাবে।

(তাঁর বাণী: "যেমন সহীহাইনে আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে") — "আইন শীন" (আলী আশ-শাবরামাল্লিসী) বলেছেন: সম্ভবত আবু সাঈদের (ঘটনায়) তাতে পরিশ্রম ঘটেছিল, যেমন রোগীর স্থানে তাঁর যাওয়া। সুতরাং বলা যাবে না যে, সূরা ফাতিহা পাঠে তো কোনো পরিশ্রম নেই, তাই তার উপর জাআলা শুদ্ধ নয়। অথবা তিনি তা সাতবার পড়েছিলেন, যেমন ধরা যাক। আর উচিত হলো, পরিশ্রম বলতে কর্তার সাপেক্ষে পরিশ্রম বোঝানো। সমাপ্ত।

❖ এক নজরে

- ★ তাহাবী (আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদের অভিমত): রুকইয়াহর ইজারা জায়েয
- ★ একই বর্ণনায় কুরআন শিক্ষার ইজারা বাতিল এবং আযানের ইজারা মাকরুহ
- ★ ইমাম আহমাদ: রুকইয়াহর বিনিময়ে নেওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই
- ★ রুকইয়াহ চিকিৎসার প্রকার; এর বিনিময় জু'ল; জাআলা ইজারার চেয়ে ব্যাপকতর
- ★ কুরআন শিক্ষার পারিশ্রমিকে জমহুর জায়েয, অন্যরা হারাম বলেছেন
- ★ বুখারী ফাতিহা-রুকইয়াহর ঘটনা এই অধ্যায়ে এনেছেন

◆ যাচাই করুন

1. তাহাবীর উদ্ধৃত অভিমতে কোনটির ইজারা বাতিল?

ক. রুকইয়াহর

খ. চিকিৎসার

গ. কুরআন শিক্ষা দেওয়ার

2. জমহুর, মালিক ও শাফিঈ কুরআন শিক্ষার পারিশ্রমিক সম্পর্কে কী বলেছেন?

ক. হারাম

খ. জায়েয

3. উবাদার হাদীসের জবাবে কী বলা হয়েছে?

ক. সহীহ হলেও উবাদা স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন; আহলুস সুফফা দরিদ্র ছিলেন

খ. উবাদা পারিশ্রমিক চেয়েছিলেন

4. «আরোগ্য পর্যন্ত রুকইয়াহ» বলে লক্ষ্য নির্ধারণ করে আরোগ্য না হলে কী?

ক. পুরো পাবে

খ. অর্ধেক পাবে

গ. কিছুই পাবে না

5. ইমাম আহমাদ রুকইয়াহর পারিশ্রমিক সম্পর্কে কী বলেছেন?

ক. হারাম

খ. কোনো অসুবিধা নেই

6. তাহাবীর বক্তব্যে আযানের ইজারা কী?

ক. মুবাহ

খ. মাকরুহ

উত্তর: ১-গ, ২-খ, ৩-ক, ৪-গ, ৫-খ, ৬-খ

আর ইমাম ইবনু আবী জামরার «মুখতাসার»-এ হাদীসের মূল পাঠ, আবু সাঈদ থেকে:

قَالَ انْطَلَقْ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى
حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ

তিনি বলেছেন: নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একটি দল এক সফরে বের হলেন, যে সফরে তাঁরা রওনা করেছিলেন; অবশেষে তাঁরা আরবের একটি গোত্রের নিকট অবতরণ করলেন। তাঁরা তাদের নিকট মেহমানদারি চাইলেন, কিন্তু তারা অস্বীকার করল যে

টীকা

1. আল-কারাফী আল-মালিকী, আনওয়ারুল বুরক ফী আনওয়াইল ফুরুক, খণ্ড ৪।
2. আত-তাহবী আল-হানাফী, শরহু মাআনিল আসার, খণ্ড ৪।
3. ইবনু কুদামা আল-হাম্বলী, আল-মুগনী, কিতাবুল ইজারা, খণ্ড ৫।
4. আহমাদ ইবনু হাজার আল-হাইতামী, তুহফাতুল মুহতাজ, কিতাবুল জাআলা, খণ্ড ৬।
5. আস-সানআনী, সুবুলুস সালাম, আল-উজরা, খণ্ড ২।
6. মুস্তফা আর-রুহাইবানী আল-হাম্বলী, মাতালিবু উলিন নুহা ফী শরহি গায়াতিল মুনতাহা, খণ্ড ৩।

অধ্যায় ৩ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৪

ফিকহ ও শরহগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি – জাআলা ও রুকইয়াহর পারিশ্রমিক

يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ
أَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ
فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ
بِشَيْءٍ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَأَرْقِي لَكِنَّا
وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا

...তাদের মেহমানদারি করতে (তারা অস্বীকার করল)। অতঃপর সেই গোত্রের সরদারকে দংশন করল। তারা তার জন্য সব কিছু চেষ্টা করল, কোনো কিছুই তার উপকারে এল না। তখন তাদের কেউ বলল: তোমরা কি ওই দলটির কাছে যেতে পারো না, যারা তোমাদের এখানে অবতরণ করেছে? হয়তো তাদের কারও কাছে কিছু থাকতে পারে। তারা তাদের কাছে এসে বলল: হে দলবদ্ধ লোকেরা! আমাদের সরদারকে দংশন করা হয়েছে, আমরা তার জন্য সব কিছু চেষ্টা করেছি, কোনো কিছুতেই তার উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারও কাছে কি কিছু আছে? তাদের একজন বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই রুকইয়াহ করি। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমরা তো তোমাদের কাছে মেহমানদারি চেয়েছিলাম, তোমরা আমাদের মেহমানদারি করোনি। তাই আমি তোমাদের জন্য রুকইয়াহ করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক (জু'ল) নির্ধারণ করো।

فَجَاعَلُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَأَنْطَلَقَ وَجَعَلَ يَتَفَلُّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى كَانَمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلْبَةٌ

অতঃপর তারা এক পাল বকরির বিনিময়ে তাদের সঙ্গে জাআলার চুক্তি করল। তিনি গেলেন এবং তার উপর ফুঁ দিতে ও "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" পড়তে লাগলেন, শেষে সে যেন বাঁধন থেকে খুলে গেল; সে হেঁটে চলে গেল, তার কোনো ব্যথা-বেদনাই রইল না।

قَالَ فَأَوْفُوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ افْتَسِمُوا فَقَالَ
الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظَرَا مَا يَأْمُرُنَا
فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ لَهُ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ
قَدْ أَصَبْتُمْ افْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ اهـ.

তিনি বলেন: তারা তাদের সেই পারিশ্রমিক পুরোপুরি পরিশোধ করল, যার উপর তারা সন্ধি করেছিল। তাদের কেউ বলল: ভাগ করে নাও। যিনি রুকইয়াহ করেছিলেন তিনি বললেন: করো না, যতক্ষণ না আমরা নবী ﷺ-এর কাছে যাই এবং যা ঘটেছে তা তাঁকে জানাই, তারপর দেখি তিনি আমাদের কী নির্দেশ দেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি জানাল। তিনি তাঁকে বললেন: "তুমি কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ?" তারপর বললেন: "তোমরা ঠিকই করেছ; ভাগ করে নাও, আর আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি অংশ রাখো।" আর নবী ﷺ হেসে দিলেন। — সমাপ্ত।

وَقَوْلُهُ فَاسْتَضَافُوهُمْ أَيَّ طَلَبُوا مِنْهُمْ الضِّيَافَةَ، وَقَوْلُهُ يَتَفَلُّ بِضَمِّ الْفَاءِ
وَكَسْرِهَا أَيَّ يَبْصُقُ، وَقَوْلُهُ نُشِطَ بِالتَّخْفِيفِ أَيَّ حَلٍّ وَرُويَ أَنْشِطَ، وَقَوْلُهُ قَلْبَةً
أَيَّ أَلَمٍ وَعِلَّةً، وَقَوْلُهُ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ قَصَدَ بِهِ

আর তাঁর কথা فَاسْتَضَافُوهُمْ অর্থ: তারা তাদের কাছে মেহমানদারি চাইল। তাঁর কথা يَتَفَلُّ — ফা-এর উপর পেশ ও যের উভয় পাঠেই — অর্থ: থুতু ফেলে। তাঁর কথা نُشِطَ — তাশদীদ ছাড়া — অর্থ: খুলে গেল; وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ অর্থ: ব্যথা ও রোগ। আর তাঁর কথা قَلْبَةً অর্থ: পাঠও বর্ণিত হয়েছে। তাঁর কথা أَنْشِطَ দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন

النَّبِيُّ أَنْ يَخْتَبِرَ عِلْمَهُ بِذَلِكَ أَيَّ بِأَنَّهَا رُقِيَّةٌ، وَقَوْلُهُ وَاضْرِبُوا لِي سَهْمًا قَالَ
تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ وَمُبَالَغَةً فِي أَنَّهُ حَلَالٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ اهـ. مِنْ شَرْحِ الْأَجْهُورِيِّ
عَلَيْهِ.

নবী ﷺ — এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান যাচাই করা, অর্থাৎ এটি যে রুকইয়াহ তা তিনি জানেন কি না। আর তাঁর কথা **وَاضْرِبُوا لِي سَهْمًا** ("আমার জন্যও একটি অংশ রাখো") তিনি বলেছেন তাদের অন্তর প্রশান্ত করার জন্য এবং এ বিষয়ে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার জন্য যে, তা হালাল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। — সমাপ্ত। আল-আজহুরীর শরহ থেকে। (১)

[دَرْس] كِتَابُ الْجَعَالَةِ ذَكَرَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَقِبَ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى عَمَلٍ وَأُورِدَهَا الْجُمْهُورُ هُنَا؛ لِأَنَّهَا طَلَبُ التَّقَاطِطِ الدَّابَّةِ الضَّالَّةِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ مَثَلًا

[পাঠ] (কিতাবুল জাআলা) — কতিপয় আসহাব (শাফিঈ ফকীহ) একে ইজারার পরপরই উল্লেখ করেছেন, কারণ এটি একটি কাজের উপর সম্পাদিত চুক্তি। আর জুমহুর একে এখানে এনেছেন, কারণ এটি হারানো পশু খুঁজে পাওয়ার আবেদন। — সমাপ্ত। শরহে ম র। অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ।

وَفِيهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ طَلَبُ رَدِّهَا لِمَالِكِهَا لَا طَلَبُ التَّقَاطِطِهَا؛ لِأَنَّ اللَّقْطَةَ هِيَ الَّتِي لَا يُعْرَفُ مَالِكُهَا وَهَذِهِ مَالِكُهَا مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِالتَّقَاطِطِ مَعْنَاهُ اللَّغْوِيُّ وَهُوَ مُطْلَقُ الْأَخْذِ فَتَأَمَّلْ

এতে আপত্তি আছে যে, উদ্দেশ্য তো তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন, কুড়িয়ে নেওয়ার আবেদন নয়; কারণ লুকতা (কুড়ানো বস্তু) হলো তা-ই, যার মালিক জানা নেই, অথচ এখানে তার মালিক জানা। তবে যদি "ইলতিকাত" দ্বারা তার আভিধানিক অর্থ — নিছক গ্রহণ করা — উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। সুতরাং চিন্তা করো।

قَوْلُهُ: بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ وَلَمْ يُبَيَّنُوا الْأَفْصَحَ وَلَعَلَّهُ الْكَسْرُ لِقِتْصَارِ الْجَوْهَرِيِّ عَلَيْهِ اهـ ع ش وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمَحَلِّيُّ وَجَمَعَهَا جَعَائِلُ

(তাঁর কথা: "জীম-এ তিন হরকতসহ") — তাঁরা কোনটি সবচেয়ে শুদ্ধ তা স্পষ্ট করেননি। সম্ভবত তা যের-বিশিষ্ট পাঠ, কারণ জাওহারী কেবল সেটিই উল্লেখ করেছেন। — সমাপ্ত। ع শ। আর মাহল্লীও কেবল সেটিই

উল্লেখ করেছেন। এর বহুবচন جَعَالٌ।

قَوْلُهُ: اسْمٌ لِمَا يُجْعَلُ وَهُوَ الْعَوَضُ قَوْلُهُ: وَشَرْعًا التِّزَامُ الْخِ ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ كَاللَّغَوِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِلْجَعَالَةِ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةٌ م ر وَنَصُّهَا: وَهِيَ أَيُّ الْجَعَالَةِ

(তাঁর কথা: "যা নির্ধারণ করা হয় তার নাম") — অর্থাৎ বিনিময়। (তাঁর কথা: "আর শরীয়তের পরিভাষায় তা হলো দায়বদ্ধতা ... ইত্যাদি") — এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, আভিধানিক অর্থের মতো এটিও তিনটি শব্দের সবকটির দিকেই প্রত্যাবর্তন করে; অথচ তা নয়, বরং তা কেবল "জাআলা" শব্দের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে — যেমনটি ম র-এর বক্তব্য প্রমাণ করে। তাঁর ভাষ্য: "আর তা", অর্থাৎ জাআলা,

لُغَةً اسْمٌ لِمَا يَجْعَلُهُ الْإِنْسَانُ لِغَيْرِهِ عَلَى شَيْءٍ يَفْعَلُهُ وَكَذَا الْجُعْلُ وَالْجُعْلِيَّةُ وَشَرْعًا التِّزَامُ عَوَضٌ... الخ اهـ.

ভাষাগতভাবে: মানুষ অন্যের জন্য এমন কোনো কাজের বিনিময়ে যা নির্ধারণ করে, তার নাম — যে কাজটি সে সম্পাদন করবে। জু'ল ও জা'লিয়াহ শব্দ দুটিও তদ্রূপ। আর শরীয়তের পরিভাষায়: বিনিময় দেওয়ার দায়বদ্ধতা ... ইত্যাদি। — সমাপ্ত।

فَقَدْ جَعَلَ قَوْلُهُ وَشَرْعًا فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ لُغَةً الْمُتَعَلِّقِ بِالْجَعَالَةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ ابْنِ حَجَرَ كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ قَوْلُهُ: عَلَى عَمَلٍ مُّعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ عَسَرَ عِلْمُهُ

সুতরাং তিনি তাঁর "আর শরীয়তে" কথাটিকে "ভাষাগতভাবে" কথাটির বিপরীতে স্থাপন করেছেন, যা জাআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে ইবনে হাজারের ভাষ্য শারিহের ভাষ্যের সঙ্গে হুবহু এক। (তাঁর কথা: "কোনো নির্দিষ্ট কাজের উপর") — অর্থাৎ, অথবা এমন অজ্ঞাত কাজ, যার জ্ঞান লাভ কঠিন।

قَوْلُهُ: خَبَرُ الَّذِي رَقَاهُ الصَّحَابِيُّ وَكَانَ الْمَرْقِيُّ لَدِيغًا قَالَ: وَكَانَ رَئِيسَ
الْعَرَبِ وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ مَعَ جَمَاعَةٍ فَمَرَّ عَلَى مَحَلٍّ فِيهِ عَرَبٌ
فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ فَبَاتُوا بِالْوَادِي فَلَدَغَ رَئِيسُ الْعَرَبِ فَأَتَى لَهُ
بِكُلِّ دَوَاءٍ فَلَمْ

(তাঁর কথা: "সাহাবী যাকে রুকইয়াহ করেছিলেন তার হাদীস") — আর যাকে রুকইয়াহ করা হয়েছিল সে
দংশিত ছিল। তিনি বলেন: সে ছিল আরবদের সরদার। ঘটনাটি হলো: আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু
একটি দলের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা এমন এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে কিছু আরব ছিল। তাঁরা তাদের
কাছে মেহমানদারি চাইলেন, কিন্তু তারা মেহমানদারি করল না। ফলে তাঁরা উপত্যকায় রাত কাটালেন। এরপর
আরবদের সরদারকে দংশন করল। তার জন্য সব ধরনের ওষুধ আনা হলো, কিন্তু

يَنْجَعُ أَيُّ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا فَقَالَ اسْأَلُوا هَذَا الْحَيَّ الَّذِي نَزَلَ عِنْدَكُمْ فَسَأَلُوهُمْ
فَقَالُوا نَعَمْ لَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَجْرَةٍ فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الْغَنَمِ فَقَرَأَ أَبُو
سَعِيدٍ الْفَاتِحَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَصَارَ يَتَقَلُّ فَنَشِطَ كَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَتَوَقَّفُوا
فِي قِسْمَةِ ذَلِكَ الْقَطِيعِ حَتَّى جَاءُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ إِنَّ أَحَقَّ وَفِي
رِوَايَةٍ إِنَّ أَحْسَنَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى

কোনো ফল দিল না, অর্থাৎ কোনো উপকার করল না। তখন সে বলল: তোমাদের কাছে যে দলটি অবতরণ
করেছে তাদের জিজ্ঞেস করো। তারা তাঁদের জিজ্ঞেস করল। তাঁরা বললেন: হ্যাঁ, তবে তা পারিশ্রমিক ছাড়া হবে
না। ফলে তারা তাঁদের জন্য এক পাল বকরি নির্ধারণ করল। তখন আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনবার সূরা
ফাতিহা পাঠ করলেন এবং ফুঁ দিতে লাগলেন। ফলে সে সুস্থ হয়ে উঠল, যেন বাঁধন থেকে খুলে গেল। এরপর
তাঁরা সেই পালটি ভাগ করা থেকে বিরত রইলেন, যতক্ষণ না নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে জানালেন। তিনি
বললেন: "নিশ্চয়ই সবচেয়ে উপযুক্ত" — আর এক বর্ণনায়: "নিশ্চয়ই তোমরা যে সবার উপর পারিশ্রমিক নিয়ে
থাকো, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো আল্লাহ তাআলার কিতাব।"

فَيَكُونُ الدَّلِيلُ قَوْلَ النَّبِيِّ وَتَقْرِيرُهُ فَاَنْدَفَعَ مَا يُقَالُ أَنَّ فِعْلَ

الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ.

সুতরাং দলিল হলো নবী ﷺ-এর বাণী ও তাঁর মৌন সম্মতি। ফলে "সাহাবীর কাজ দলিল নয়" — এ আপত্তিটি খণ্ডিত হয়ে গেল।

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ جَوَازُ الْجَعَالَةِ عَلَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَرِيضُ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إِنْ حَصَلَ بِهِ تَعَبٌ وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي شَرْحُ م ر

যারকাশী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এ থেকে উদ্ভাবিত হয় যে, রোগী যা দ্বারা উপকৃত হয় — ওষুধ বা রুকইয়াহ — তার উপর জাআলা করা জায়েয, যদিও তাঁরা তা উল্লেখ করেননি। আর এটি যুক্তিসঙ্গত, যদি তাতে পরিশ্রম হয়; অন্যথায় নয় — পরবর্তীতে যা আসছে তা থেকে গ্রহণ করে। শরহে ম র।

قَالَ ع ش وَلَعَلَّ قِصَّةَ أَبِي سَعِيدٍ حَصَلَ فِيهَا تَعَبٌ كَذَهَابِهِ لِمَوْضِعِ الْمَرِيضِ فَلَا يُقَالُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَا تَعَبَ فِيهَا فَلَا تَصِحُّ الْجَعَالَةُ عَلَيْهَا أَوْ أَنَّهُ قَرَأَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ مَثَلًا وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَبِ بِالنَّسْبَةِ لِلْفَاعِلِ

ع শ বলেছেন: সম্ভবত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনায় পরিশ্রম হয়েছিল — যেমন রোগীর স্থানে তাঁর গমন। তাই বলা যাবে না যে, ফাতিহা পাঠে কোনো পরিশ্রম নেই, সুতরাং তার উপর জাআলা শুদ্ধ হবে না। অথবা তিনি তা সাতবার পাঠ করেছিলেন — দৃষ্টান্তস্বরূপ। আর সংগত হলো, পরিশ্রম দ্বারা উদ্দেশ্য কর্তার বিবেচনায় পরিশ্রম।

نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنَّ جَعَلَ الشِّفَاءَ غَايَةً لِدَاوِينِي إِلَى الشِّفَاءِ أَوْ
لِتَرْقِيَنِي إِلَى الشِّفَاءِ فَإِنْ فَعَلَ وَوُجِدَ الشِّفَاءُ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ
يَحْضُلْ الشِّفَاءُ لَمْ يَسْتَحَقَّ شَيْئًا لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُجَاعِلِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَدَاوَاةُ
وَالرَّقِيَّةُ إِلَى الشِّفَاءِ

হ্যাঁ, বলা সংগত: যদি সে আরোগ্যকে এর চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে — যেমন "আরোগ্য পর্যন্ত তুমি আমার চিকিৎসা করো" কিংবা "আরোগ্য পর্যন্ত তুমি আমাকে রুকইয়াহ করো" — তাহলে সে যদি তা করে এবং আরোগ্য লাভ হয়, তবে সে পারিশ্রমিকের হকদার হবে। আর যদি সে তা করে অথচ আরোগ্য না হয়, তবে সে কিছুই হকদার হবে না; কারণ যার উপর জাআলা করা হয়েছিল তা পাওয়া যায়নি, আর তা হলো আরোগ্য পর্যন্ত চিকিৎসা ও রুকইয়াহ।

وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ الشِّفَاءَ غَايَةً لِدَاوِينِي عَلَى عِلَّتِي الْفَاتِحَةَ سَبْعًا مَثَلًا
اسْتَحَقَّ بِقِرَاءَتِهَا سَبْعًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِالشِّفَاءِ وَلَوْ قَالَ: لِتَرْقِيَنِي وَلَمْ يَزِدْ أَوْ
زَادَ مِنْ عِلَّةٍ كَذَا فَهَلْ يَتَقَيَّدُ الاسْتِحْقَاقُ بِالشِّفَاءِ فِيهِ نَظَرٌ

আর যদি সে আরোগ্যকে এর চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ না করে — যেমন "আমার রোগের উপর তুমি সাতবার ফাতিহা পড়ো" দৃষ্টান্তস্বরূপ — তবে সাতবার পাঠ করলেই সে হকদার হয়ে যাবে; কারণ সে আরোগ্যের শর্ত জুড়ে দেয়নি। আর যদি সে বলে: "তুমি আমাকে রুকইয়াহ করো" এবং এর বেশি কিছু না বলে, অথবা যোগ করে "অমুক রোগ থেকে" — তবে হকদার হওয়া কি আরোগ্যের সঙ্গে শর্তযুক্ত হবে? এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ আছে।

وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَدَاوَاةِ الْآتِيَةِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَكْتَ اثْنَانِ
إِلْخَ فَسَادُ الْجَعَالَةِ هُنَا وَوُجُوبُ أَجْرَةِ الْمِثْلِ فَلْيُحَرَّرْ سَمِ عَلَى ابْنِ حَجَرَ. كَمَا
يُؤْخَذُ مِنَ الْعِلَّةِ

আর আগত চিকিৎসার মাসআলায় তাঁর "আর যদি দুজন অংশীদার হয় ... ইত্যাদি" কথাটির ঠিক পূর্বের বক্তব্য থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এখানে জাআলা নষ্ট হয়ে যাবে এবং অনুরূপ কাজের ন্যায্য পারিশ্রমিক

(উজরাতুল মিসল) ওয়াজিব হবে। বিষয়টি যাচাই করা হোক। — সম (ইবনে কাসিম), ইবনে হাজারের উপর টীকা। যেমনটি কারণ থেকেও গ্রহণ করা যায়।

قَوْلُهُ: وَالْقَطِيعُ ثَلَاثُونَ رَأْسًا مِنَ الْغَنَمِ هُوَ بَيَانٌ لِمَا اتَّفَقَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا
فَالْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ لَا يَتَّقِيْدُ بَعْدَ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ

(তাঁর কথা: "আর কাতী" হলো ত্রিশটি মাথা বকরি") — এটি ঘটনাক্রমে যা ঘটেছিল তারই বিবরণ; নতুবা আভিধানিক অর্থ কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি প্রমাণ করে

عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ فَإِنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ أَهـ.

"আল-মুখতার"-এর ভাষ্য; কেননা তিনি একে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার সঙ্গে সীমাবদ্ধ করেননি। — সমাপ্ত।

قَوْلُهُ: وَأَيْضًا الْحَاجَةُ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهَا أَيُّ فِي رَدِّ ضَالَّةٍ وَآبِقٍ وَعَمَلٍ لَا يَقْدِرُ
عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَتَطَوَّعُ بِهِ وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ لِلْجَهَالَةِ شَرْحُ م ر

(তাঁর কথা: "আরও একটি কারণ, প্রয়োজন কখনো এর দিকে আহ্বান করে") — অর্থাৎ হারানো পশু ও পলাতক দাস ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে, এবং এমন কাজে যা সে নিজে করতে সক্ষম নয় এবং স্বেচ্ছায় করে দেওয়ার মতো কাউকেও পায় না, আর অজ্ঞতার কারণে তার উপর ইজারাও শুদ্ধ হয় না। শরহে ম র।

قَوْلُهُ: فَجَازَتْ كَالْمُضَارَبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَلَمْ يَسْتَغْنِ عَنْهَا بِالْإِجَارَةِ؛

لَأَنَّهَا قَدْ تَقَعُّ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ ح ل

(তাঁর কথা: "তাই তা জায়েয হলো, মুদারাবা ও ইজারার মতো") — আর ইজারা দিয়ে এর প্রয়োজন মিটে যায় না; কারণ জাআনা কখনো অজ্ঞাত কাজের উপরও সম্পাদিত হতে পারে। চ ল।

قَوْلُهُ: عَمَلٍ فِي عَدِّهِ مِنَ الْأَرْكَانِ مُسَامَحَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ
إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بَعْدِهِ مِنْهَا ذِكْرُهُ فَقَطْ فِي الْعَقْدِ وَالْمُتَأَخَّرُ إِنَّمَا هُوَ ذَاتُ
الْعَمَلِ.

(তার কথা: "কাজ") — একে রুকনসমূহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করায় কিছুটা শিথিলতা আছে; কারণ তা তো চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরেই কেবল অস্তিত্ব লাভ করে। তবে বলা যেতে পারে, একে রুকন গণ্য করার উদ্দেশ্য কেবল চুক্তিতে তার উল্লেখ; আর যা পরে আসে তা হলো কাজটির সত্তা।

الْجَعَالَةُ تُفَارِقُ الْإِجَارَةَ مِنْ أَوْجِهِ جَوَازُهَا عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ وَصَحَّتْهَا مَعَ
غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْعَامِلِ وَكَوْنُهَا جَائِزَةً لَا لَزِمَةَ وَعَدَمُ
اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ الْجُعْلِ إِلَّا بِالْفَرَاعِ مِنَ الْعَمَلِ

জাআলা কয়েকটি দিক থেকে ইজারা থেকে পৃথক: অজ্ঞাত কাজের উপর তা জায়েয হওয়া; অনির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেও তা শুদ্ধ হওয়া; কর্মীর কবুল করা শর্ত না হওয়া; এটি জায়েয (ভঙ্গযোগ্য) চুক্তি, অবশ্যপালনীয় নয়; এবং কাজ শেষ না করা পর্যন্ত কর্মী পারিশ্রমিকের হকদার না হওয়া।

فَلَوْ شَرَطَ تَعْجِيلَ الْجُعْلِ فَسَدَ الْعَقْدُ وَاسْتَحَقَّ أَجْرَهُ الْمِثْلُ فَإِنْ سَلَّمَهُ بِلا
شَرْطٍ امْتَنَعَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ الْفَرَاعِ مِنَ الْعَمَلِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْإِجَارَةِ بِأَنَّهُ تَمَّ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ وَهُنَا لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَلَوْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي
فَلَهُ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ.

সুতরাং যদি পারিশ্রমিক আগেই দিয়ে দেওয়ার শর্ত করা হয়, তবে চুক্তি নষ্ট হয়ে যাবে এবং অনুরূপ কাজের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবে। আর যদি শর্ত ছাড়াই তা অগ্রিম দিয়ে দেয়, তবে কাজ শেষ হওয়ার আগে তাতে তার হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ — যা স্পষ্ট মনে হয়। এর ও ইজারার মধ্যে পার্থক্য এই যে, সেখানে সে চুক্তির দ্বারাই তার মালিক হয়ে যায়, আর এখানে কাজ সম্পাদন ছাড়া মালিক হয় না। আর যদি সে বলে: "যে আমার দাসকে

ফিরিয়ে আনবে তার জন্য একটি দিরহাম" — এর পূর্বেই (অর্থাৎ কাজের পূর্বেই মালিকানা দাবি করলে) চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।(২)

◆ জাআলা ও ইজারার পার্থক্য

জাআলা যেভাবে ইজারা থেকে আলাদা

কাজ

অজ্ঞাত কাজের উপরও জায়েয

পক্ষ

অনির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেও শুদ্ধ

কবুল

কর্মীর কবুল শর্ত নয়

চুক্তির ধরন

জায়েয (ভঙ্গ্যোগ্য), অবশ্যপালনীয় নয়

পারিশ্রমিক

কাজ শেষ না হলে হকদার নয়

অগ্রিম

আগে দেওয়ার শর্ত করলে চুক্তি নষ্ট;
ন্যায্য পারিশ্রমিক

أن رهطًا من أصحاب النبي كانوا في سرية وكانوا ثلاثين رجلًا كما في رواية الترمذي وابن ماجه يحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فبينما هم كذلك فقال بعضهم أي من ذلك الحي إن سيدنا لدغ بصيغة المجهول أي ضربته العقرب بذنبها

নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একটি দল একটি সারিয়্যাহ (ক্ষুদ্র অভিযান)-এ ছিলেন; তাঁরা ছিলেন ত্রিশজন — যেমনটি তিরমিযী ও ইবনে মাজাহর বর্ণনায় আছে — আরবদের কোনো এক গোত্রের কাছে। তাঁরা তাদের কাছে মেহমানদারি চাইলেন, কিন্তু তারা মেহমানদারি করল না। এ অবস্থায়ই তাদের কেউ — অর্থাৎ সেই গোত্রের কেউ — বলল: "আমাদের সরদারকে দংশন করা হয়েছে" — কর্মবাচ্যের রূপে, অর্থাৎ বিছা তার লেজ দিয়ে তাকে আঘাত করেছে।

فقال رجل من القوم هو أبو سعيد الخدري أبهم نفسه في هذه الرواية: استضافناكم أي: طلبنا منكم الضيافة، فأبيتهم أي امتنعتم أن تضيفونا من

التفعل تجعلوا لي جُعلا بضم الجيم وسكون العين المهمة أجراً على ذلك
قاله القسطلاني

তখন দলের একজন — তিনি হলেন আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি এ বর্ণনায় নিজের নাম গোপন রেখেছেন — বললেন: "(আমরা তোমাদের কাছে মেহমানদারি চেয়েছিলাম)" অর্থাৎ আমরা তোমাদের কাছে মেহমানদারি প্রার্থনা করেছিলাম, "কিন্তু তোমরা অস্বীকার করলে" অর্থাৎ তোমরা আমাদের মেহমানদারি করা থেকে বিরত থাকলে — "ثَضَيُّفُونَا" শব্দটি "তায়ফিল" বাব থেকে — "যতক্ষণ না তোমরা আমার জন্য জু'ল নির্ধারণ করো", জীম-এ পেশ ও অনুক্ত ঐন-এ সাকিনসহ, অর্থাৎ এর উপর পারিশ্রমিক। এ কথা বলেছেন কাসতাল্লানী।

وفي الكرماني الجُعْل بضم الجيم ما يجعل للإنسان من المال
على فعل. قطيعاً أي طائفة من الشاء جمع شاة وكانت ثلاثين رأساً

আর কিরমানীতে আছে: "জু'ল" — জীম-এ পেশসহ — কোনো কাজের বিনিময়ে মানুষের জন্য যে সম্পদ নির্ধারণ করা হয়। "কাতী'আন" অর্থ এক পাল বকরি; شاة হলো شاة-এর বহুবচন। আর তা ছিল ত্রিশটি মাথা।

ويتفل وفي رواية للبخاري ويجمع بزاقه أي في فيه ويتفل حتى
برأ سيد أولئك كأنها أنشط من عقال أي أخرج من قيد

"এবং ফুঁ দেন" — বুখারীর এক বর্ণনায় আছে: "(এবং তিনি তাঁর থুতু জমা করেন, অর্থাৎ মুখের ভেতর, ও ফুঁ দেন)" — শেষ পর্যন্ত ওই লোকদের সরদার সুস্থ হয়ে গেল, যেন সে বাঁধন থেকে খুলে গেল, অর্থাৎ শিকল থেকে বের করে আনা হলো।

فأوفاهم : أي أوفى ذلك الحي للصحابة جعلهم بضم الجيم

هو المفعول الثاني ـ أوفى الذي صالحوهم عليه وهو ثلاثون

رأسًا من الشاء

"(অতঃপর সে তাদের পূর্ণ করে দিল)" অর্থাৎ সেই গোত্র সাহাবীগণকে তাঁদের জুল পুরোপুরি দিয়ে দিল — জীম-এ পেশসহ; এটি অুফী-এর দ্বিতীয় কর্ম — যার উপর তারা তাঁদের সঙ্গে সন্ধি করেছিল, আর তা ছিল ত্রিশটি মাথা বকরি।

فقالوا: أي بعض الصحابة لبعضهم اقتسموا الشاء فقال الذي

رقى هو أبو سعيد: من أين علمتم

"অতঃপর তাঁরা বললেন" অর্থাৎ কিছু সাহাবী অন্য কিছু সাহাবীকে: "(বকরিগুলো ভাগ করে নাও)"। তখন যিনি রুকইয়াহ করেছিলেন — তিনি আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু — বললেন: "(তোমরা কোথেকে জানলে?)"

وفي رواية البخاري: وما أدراك أنها رقية أي فاتحة الكتاب وقال أحسنتم وعند البخاري قال خذوها معكم بسهم طلب سهما كأنه أراد المبالغة في تصويبه إياهم وفيه جواز الرقية وبه قالت الأئمة الأربعة وفيه جواز أخذ الأجرة قاله العيني

আর বুখারীর বর্ণনায় আছে: "(তুমি কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ?)" অর্থাৎ সূরা ফাতিহা। "(আর তিনি বললেন)" — তোমরা উত্তম করেছ। বুখারীর কাছে আছে: তিনি বললেন: "তা গ্রহণ করো, (আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি অংশসহ)"। তিনি একটি অংশ চেয়েছেন; যেন তিনি তাদের কাজকে সঠিক বলে সমর্থনে

অতিরিক্ত জোর দিতে চেয়েছেন। এতে রুকইয়াহর বৈধতার প্রমাণ রয়েছে, আর এ কথাই বলেছেন চার ইমাম।
এতে পারিশ্রমিক গ্রহণেরও বৈধতা রয়েছে। — এ কথা বলেছেন আইনী।

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن

ماجه:

মুনিযরী বলেছেন: এটি বর্ণনা করেছেন বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই ও ইবনে মাজাহ।

** واضربوا أي اجعلوا لي معكم بسهم : أي نصيب والأمر بالقسمة من باب
مكارم الأخلاق وإلا فالجميع للراقي وإنما قال اضربوا لي تطييبًا لقلوبهم
ومبالغة في أنه حلال لا شبهة فيه**

"(আর রাখো, অর্থাৎ আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি অংশ নির্ধারণ করো)" — অর্থাৎ ভাগ। আর ভাগ করে
নেওয়ার নির্দেশটি উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত; নতুবা সবটাই রাকীর প্রাপ্য ছিল। তিনি "আমার জন্যও রাখো" কেবল
এ জন্যই বলেছেন যে, তাদের অন্তর প্রশান্ত করবেন এবং এ বিষয়ে অতিরিক্ত জোর দেবেন যে, তা হালাল,
তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

**قال النووي: هذا تصريح لجواز أخذ الأجرة على الرقية

بالباتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم

القرآن.**

নববী রহিমাল্লাহ বলেছেন: এটি স্পষ্ট ঘোষণা যে, ফাতিহা ও যিকর দ্বারা রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ

করা জায়েয, এবং তা হালাল, তাতে কোনো মাকরুহ নেই; অনুরূপভাবে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার পারিশ্রমিকও।

قال ابن قدامة: قال ابن أبي موسى: لا بأس بمشارطة الطبيب

على البرء لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء

ইবনে কুদামা রহিমাল্লাহ বলেছেন: (ইবনে আবু মুসা বলেছেন: আরোগ্যের শর্তে চিকিৎসকের সঙ্গে চুক্তি করাতে কোনো দোষ নেই; কারণ আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন লোকটিকে রুকইয়াহ করেছিলেন, তখন আরোগ্যের শর্তেই তার সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন।)(৩)

والصحيح إن شاء الله أن هذا يجوز، ولكن يكون جعالة لا إجارة، فإن الإجارة لا بد فيها من مدة، أو عمل معلوم، فأما الجعالة فتجوز على عمل مجهول كرد اللقطة، والآبق، وحديث أبي سعيد في الرقية، وإنما كان جعالة فيجوزها هنا مثله، فأما إن شارطه على البرء فإنه جعالة فلا يستحق شيئاً حتى يوجد البرء سواء وجد قريباً أو بعيداً

আর সঠিক মত — ইনশাআল্লাহ — এই যে, এটি জায়েয; তবে তা হবে জাআলা, ইজারা নয়। কারণ ইজারায় অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা কিংবা জ্ঞাত কাজ থাকতে হবে। আর জাআলা অজ্ঞাত কাজের উপরও জায়েয — যেমন কুড়ানো বস্তু ও পলাতক দাস ফিরিয়ে দেওয়া। আর রুকইয়াহ সম্পর্কিত আবু সাঈদের হাদীসটিও জাআলাই ছিল, সুতরাং এখানেও অনুরূপ জায়েয হবে। তবে যদি সে আরোগ্যের শর্তে তার সঙ্গে চুক্তি করে, তবে তা জাআলা; সুতরাং আরোগ্য না পাওয়া পর্যন্ত সে কিছুই হকদার হবে না — আরোগ্য শীঘ্রই আসুক বা বিলম্বে।(৪)

আল-মুকনি'-এর হাশিয়াকার বলেছেন

فائدة لو قال: من داوى لي هذا حتى برأ من جرحه أو من

مرضه أو رمده فله كذا لم يصح مطلقاً على الصحيح في المذهب

(উপকারী কথা) যদি কেউ বলে: "যে আমার জন্য এ ব্যক্তির চিকিৎসা করে তাকে তার ক্ষত থেকে বা তার রোগ থেকে বা তার চোখের প্রদাহ থেকে আরোগ্য এনে দেবে, তার জন্য এত পরিমাণ" — তবে মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুসারে তা কোনোভাবেই শুদ্ধ হবে না।(৫)

ইবনে কুদামার বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, চিকিৎসার জন্য চিকিৎসককে ইজারায় নিয়োগ করা জায়েয; তবে তাতে সেসব শর্ত রক্ষা করতে হবে যা ইজারায় শর্ত। সুতরাং সময়সীমা দ্বারা তা নির্ধারণ করা অপরিহার্য। আর যদি সে আরোগ্য দ্বারা তা নির্ধারণ করে, তবে কাযীর বক্তব্য অনুসারে তা জায়েয নয়, কারণ তা অজ্ঞাত; আর আবু মূসার বক্তব্য অনুসারে তা জায়েয। কেননা তিনি বলেছেন: আরোগ্যের শর্তে চিকিৎসকের সঙ্গে চুক্তি করাতে কোনো দোষ নেই; কারণ আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন লোকটিকে রুকইয়াহ করেছিলেন, তখন আরোগ্যের শর্তে তার সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন।

ইবনে কুদামার অভিমত এই যে, আরোগ্যের শর্তে চিকিৎসকের সঙ্গে চুক্তি করা যদি ইজারা হয় তবে তা জায়েয নয়, আর যদি জাআলা হয় তবে জায়েয; কারণ ইজারায় সময়সীমা অথবা জ্ঞাত কাজ থাকা অপরিহার্য, আর জাআলা অজ্ঞাত কাজের উপরও জায়েয। আর রুকইয়াহ সম্পর্কিত আবু সাঈদের হাদীসটি জাআলা ছিল, ইজারা নয়। ইবনে কুদামার মতে চিকিৎসকের উপর ওষুধ (সরবরাহের) শর্ত আরোপ করা জায়েয নয়।

আর আল-মুকনি'-এর হাশিয়াকারের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, আরোগ্যের শর্তে চিকিৎসকের সঙ্গে চুক্তি করা মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুসারে জায়েয নয় — যদিও তা জাআলার ভাষায় সম্পাদিত হয়।(৬)

আরোগ্যের শর্তে চুক্তি: চার বক্তব্য

আরোগ্যের শর্তে চিকিৎসকের সঙ্গে চুক্তি

ইবনে আবী মূসা

দোষ নেই; আবু সাঈদ আরোগ্যের শর্ত করেছিলেন

কাযী

আরোগ্য দ্বারা নির্ধারণ জায়েয নয়, কারণ তা অজ্ঞাত

ইবনে কুদামা

ইজারা হলে জায়েয নয়, জাআলা হলে জায়েয; আরোগ্য না হলে কিছুই নয়

আল-মুকনির হাশিয়াকার

মাযহাবের বিশুদ্ধ মত: জাআলার ভাষায় হলেও জায়েয নয়

প্রত্যেকের বক্তব্য অধ্যায়ে যেভাবে উদ্ধৃত

দ্বিতীয়ত: আলিমগণের ফতোয়া (পারিশ্রমিক গ্রহণ ও রুকইয়াহর জন্য পূর্ণকালীন নিয়োজিত হওয়া)

রুকইয়াহর বিনিময়ে যা দেওয়া হয় তা কি ইজারার অন্তর্ভুক্ত, না জাআলার?

মদীনা নববীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর সদস্য ড. ফাহদ ইবনে দুওয়াইয়ান আস-সুহাইমী তাঁর মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের জন্য রচিত ইলমী গবেষণাকর্মে বলেছেন:

قلت: قد يكون المعطى من الأجر على الرقية من باب الإجارة
وقد يكون من باب الجعالة وتفصيل ذلك كما يلي:

(আমি বলি: রুকইয়াহর বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তা কখনো ইজারার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, আবার কখনো জাআলার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

لو قال المريض للراقي ارقني بمبلغ كذا والاتفاق بينهما على القراءة فقط
سواء شفي المريض أم لم يشف فهذا من باب الإجارة، لأن الإجارة لا بد
فيها من مدة أو عمل معلوم، وهذا الاتفاق على عمل معلوم ألا وهو القراءة
فقط.

যদি রোগী রাকীকে বলে: "এত পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আমাকে রুকইয়াহ করো" এবং তাদের উভয়ের মধ্যে কেবল পাঠ করার উপরই সমঝোতা হয় — রোগী আরোগ্য লাভ করুক বা না করুক — তবে এটি ইজারার অন্তর্ভুক্ত। কারণ ইজারায় সময়সীমা অথবা জ্ঞাত কাজ থাকা অপরিহার্য, আর এই সমঝোতাটি একটি জ্ঞাত কাজের উপরই হয়েছে, আর তা হলো কেবল পাঠ করা।

أَمَّا إِنْ اشْتَرَطَ الْمَرِيضُ الشِّفَاءَ فَقَالَ لِلرَّاقِي لَكَ مَبْلَغٌ وَقَدْرُهُ كَذَا
إِنْ شَفَيْتَ، فَهَذَا مِنْ بَابِ الْجَعَالَةِ؛ لِأَنَّهَا تَجُوزُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ
وَالشِّفَاءُ أَمْرٌ مَجْهُولٌ .

আর যদি রোগী আরোগ্যের শর্ত করে এবং রাকীকে বলে: "আমি সুস্থ হলে তোমার জন্য এত পরিমাণ অর্থ" — তবে এটি জাআলার অন্তর্ভুক্ত; কারণ জাআলা অজ্ঞাত কাজের উপর জায়েয, আর আরোগ্য একটি অজ্ঞাত বিষয়।(৭)

◆ সুহাইমী: ইজারা না জাআলা

অবস্থা	ধরন
রোগী বলল «এত অর্থে আমাকে রুকইয়াহ করো»; সমঝোতা কেবল পাঠের উপর	ইজারা, সুস্থ হোক বা না হোক
রোগী আরোগ্যের শর্ত করল, «সুস্থ হলে তোমার এত»	জাআলা, কারণ আরোগ্য অজ্ঞাত বিষয়

ড. ফাহদ আস-সুহাইমীর গবেষণা থেকে উদ্ধৃত

প্রশ্ন নং ১২৬২৭: রোগীদের উপর পাঠ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ

السؤال: نسمع عن بعض المعالجين بالقرآن، يقرؤون قرآناً وأدعية شرعية على ماء أو زيت طيب لعلاج السحر، والعين والمس الشيطاني، ويأخذون على ذلك أجراً، فهل هذا جائز شرعاً وهل القراءة على الزيت أو الماء تأخذ حكم قراءة المعالج على المريض نفسه؟

প্রশ্ন: আমরা কুরআন দ্বারা চিকিৎসাকারী কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে শুনি যে, তাঁরা জাদু, বদনজর ও শয়তানের স্পর্শের চিকিৎসার জন্য পানি বা সুগন্ধি তেলের উপর কুরআন ও শরীয়তসম্মত দুআ পাঠ করেন এবং এর বিনিময়ে

পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। এটি কি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয? আর তেল বা পানির উপর পাঠ করা কি রোগীর উপর সরাসরি পাঠ করার হুকুম রাখে?

الجواب: الحمد لله لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض، لما ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفدوا على حي من العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء؛ لا ينفعه، فأتوا الوفد

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ। রোগীর রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণে কোনো অসুবিধা নেই; কারণ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে প্রমাণিত আছে যে, সাহাবীদের একটি দল রাদিয়াল্লাহু আনহুম আরবদের একটি গোত্রের কাছে গিয়ে অবতরণ করেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করেনি। এরপর তাদের সরদারকে দংশন করে এবং তারা সব কিছুই করে, কিছুতেই তার উপকার হয়নি। তখন তারা আগত দলটির কাছে এল

من الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا لهم: هل فيكم من راق فإن سيدنا قد لدغ؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا فلا نرقيه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشقى فأعطوهم ما جعل لهم، فقال الصحابة فيما بينهم: لن نفعل شيئاً حتى نخبر النبي ﷺ فلما قدموا المدينة أخبروه بذلك فقال: قد أصبتم .

— সাহাবীদের সেই দলটির কাছে রাদিয়াল্লাহু আনহুম — এবং তাদের বলল: তোমাদের মধ্যে কি কোনো রাকী আছে? কারণ আমাদের সরদারকে দংশন করা হয়েছে। তাঁরা বললেন: হ্যাঁ, তবে তোমরা তো আমাদের মেহমানদারি করেনি; সুতরাং পারিশ্রমিক ছাড়া আমরা তাকে রুকইয়াহ করব না। অতঃপর তাঁরা তাদের সঙ্গে এক পাল বকরির উপর সমঝোতা করলেন। তারপর সাহাবীদের একজন সূরা ফাতিহা দ্বারা তাকে রুকইয়াহ করলেন এবং সে আরোগ্য লাভ করল। তখন তারা তাঁদের জন্য যা নির্ধারণ করেছিল তা দিয়ে দিল। সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে বললেন: আমরা নবী ﷺ-কে না জানানো পর্যন্ত কিছুই করব না। অতঃপর তাঁরা মদীনায় পৌঁছে তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তিনি বললেন: "(তোমরা ঠিকই করেছ।)"

ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض والمسحور
والمجنون، ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل،
وقد خرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي ﷺ قرأ لثابت بن قيس
بن شماس في ماء وصبه عليه.

আর রোগী, জাদুগ্রস্ত ও পাগলের চিকিৎসায় পানি ও তেলের মধ্যে পাঠ করাতেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে রোগীর উপর সরাসরি পাঠ করে তার উপর ফুঁ দেওয়া অধিক উপযুক্ত, অধিক উত্তম ও অধিক পূর্ণাঙ্গ। আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ সাবিত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাসের জন্য পানিতে পাঠ করেছিলেন এবং তা তাঁর উপর ঢেলে দিয়েছিলেন।

وقد قال النبي ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً وهذا
الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه وفي الماء والزيت
ونحوهما، والله ولي التوفيق.

আর নবী ﷺ বলেছেন: "(রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তা শিরক না হয়।)" এই সহীহ হাদীসটি ব্যাপক — রোগীর নিজের উপর রুকইয়াহ করা, এবং পানি ও তেল প্রভৃতির মধ্যে রুকইয়াহ করা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা। (৮)

কুরআন দ্বারা রুকইয়াহ করা ও তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের হুকুম

سؤال: هل ورد في الشرع المطهر ما يمنع من رقية المريض بالقرآن الكريم؟ وهل يجوز للدراقي أن يأخذ أجرًا على عمله أو هدية؟

প্রশ্ন: পবিত্র শরীয়তে কি এমন কিছু এসেছে যা কুরআনুল কারীম দ্বারা রোগীকে রুকইয়াহ করতে বাধা দেয়? আর রাকীর জন্য কি তার কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক বা হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয?

الجواب: رقية المريض بالقرآن الكريم، إذا كانت على الطريقة الواردة بأن يقرأ وينفث على المريض، أو على موضع الألم، أو في ماء يشربه المريض، فهذا العمل جائز ومشروع؛ لأن النبي ﷺ رقى ورُقِيَ وأمر بالرقية وأجازها.

উত্তর: কুরআনুল কারীম দ্বারা রোগীকে রুকইয়াহ করা — যদি তা বর্ণিত পদ্ধতিতে হয়, অর্থাৎ পাঠ করে রোগীর উপর, কিংবা ব্যথার স্থানে, কিংবা রোগী যে পানি পান করবে তাতে ফুঁ দেওয়া হয় — তবে এ কাজ জায়েয ও শরীয়তসম্মত; কারণ নবী ﷺ নিজে রুকইয়াহ করেছেন, তাঁকে রুকইয়াহ করা হয়েছে, তিনি রুকইয়াহর নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা অনুমোদন করেছেন।

قال السيوطي: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى.

সুযুতী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আলিমগণ ইজমা করেছেন যে, তিনটি শর্ত একত্র হলে রুকইয়াহ জায়েয — (এক) তা হবে আল্লাহর বাণী দ্বারা অথবা তাঁর নাম ও গুণাবলি দ্বারা; (দুই) তা হবে আরবি ভাষায় এবং এমন শব্দে যার

অর্থ জানা যায়; (তিনি) বিশ্বাস রাখতে হবে যে, রুকইয়াহ নিজে থেকে কোনো প্রভাব ফেলে না, বরং আল্লাহ তাআলার নির্ধারণেই প্রভাব ফেলে।

❖ রুকইয়াহ জায়েযের তিন শর্ত

- ☐ আল্লাহর বাণী অথবা তাঁর নাম ও গুণাবলি দ্বারা হওয়া
- ☐ আরবি ভাষায় এবং অর্থ জানা শব্দে হওয়া
- ☐ বিশ্বাস: রুকইয়াহ নিজে প্রভাব ফেলে না, আল্লাহর নির্ধারণেই ফেলে

সূয়ুতীর বর্ণনায় আলিমগণের ইজমা, জিবরীনের উত্তরে উদ্ধৃত

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: والرقى هي التي تسمى بالعزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد رخص فيها رسول الله ﷺ من العين والحمّة يعني سم العقرب إذا لسعت الإنسان وكذا لدغ الحية، فإن الرقية من ذلك تنفع بإذن الله، ولا بأس أن يأخذ الراقي أجره أو هدية

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব রহিমাল্লাহ বলেছেন: "রুকা" হলো তা-ই যাকে "আযাইম" বলা হয়। দলিল এর মধ্য থেকে সেগুলোকে নির্দিষ্ট করেছে যেগুলো শিরকমুক্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বদনজর ও "হুমাহ" — অর্থাৎ বিছা মানুষকে দংশন করলে তার বিষ — এবং অনুরূপভাবে সাপের দংশনের ক্ষেত্রে রুকইয়াহর অনুমতি দিয়েছেন। কারণ এসব ক্ষেত্রে রুকইয়াহ আল্লাহর অনুমতিক্রমে উপকার করে। আর রাকীর জন্য পারিশ্রমিক বা হাদিয়া গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই

على عمله؛ لأن رسول الله ﷺ أقر الصحابة الذين أخذوا الأجرة على رقية اللدغ، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله.

— তার কাজের বিনিময়ে; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই সাহাবীগণকে অনুমোদন দিয়েছেন যাঁরা দংশিত ব্যক্তির রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি বলেছেন: "তোমরা যেসবের উপর পারিশ্রমিক

গ্রহণ করো, তার মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত হলো আল্লাহর কিতাব।"(৯)

শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে জিবরীন

◆ উদ্ধৃত আলিমগণের অবস্থান

আলিম	অবস্থান
আইনী	রুকইয়াহর বৈধতা, চার ইমামের কথা; পারিশ্রমিক গ্রহণও বৈধ
নববী	ফাতিহা ও যিকরে রুকইয়াহর পারিশ্রমিক জায়েয ও হালাল
ইবনে বায	রোগীর রুকইয়াহর পারিশ্রমিকে অসুবিধা নেই; পানি ও তেলে পাঠেও
ইবনে আবদুল ওয়াহহাব	রাকীর পারিশ্রমিক বা হাদিয়া গ্রহণে দোষ নেই
জিবরীন	বর্ণিত পদ্ধতিতে কুরআন দ্বারা রুকইয়াহ জায়েয ও শরীয়তসম্মত

ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের বক্তব্য জিবরীনের উত্তরে উদ্ধৃত

◆ এক নজরে

- ★ জাআলা অজ্ঞাত কাজের উপরও জায়েয; ইজারায় জ্ঞাত কাজ বা সময়সীমা চাই
- ★ জাআলায় পারিশ্রমিক অগ্রিম দেওয়ার শর্ত করলে চুক্তি নষ্ট
- ★ আরোগ্যের শর্তে চুক্তি নিয়ে ইবনে কুদামা, কাযী ও অন্যদের বক্তব্য ভিন্ন
- ★ সুহাইমী: শুধু পাঠে সমঝোতা হলে ইজারা, আরোগ্যের শর্ত হলে জাআলা
- ★ নববী ও আইনী: ফাতিহা দ্বারা রুকইয়াহর পারিশ্রমিক জায়েয
- ★ সুযুতী: তিন শর্ত একত্র হলে রুকইয়াহ জায়েয
- ★ ইবনে বায: পানি ও তেলে পড়ায় দোষ নেই, তবে সরাসরি পাঠ অধিক উত্তম

◆ যাচাই করুন

1. জাআলা কোন কাজের উপর জায়েয?

ক. কেবল জ্ঞাত কাজের উপর

খ. অজ্ঞাত কাজের উপরও

2. জাআলায় পারিশ্রমিক আগেই দেওয়ার শর্ত করলে কী হয়?

ক. চুক্তি শুদ্ধ থাকে

খ. চুক্তি নষ্ট হয় ও ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রাপ্য হয়

3. কাযীর মতে আরোগ্য দ্বারা নির্ধারণ কেন জায়েয নয়?

ক. কারণ তা হারাম

খ. কারণ তা অজ্ঞাত

4. সুযুতীর তিন শর্তের একটি কী?

ক. যেকোনো ভাষায় রুকইয়াহ

খ. আরবি ভাষায় এবং অর্থ জানা শব্দে

5. সুহাইমীর মতে কেবল পাঠের উপর সমঝোতা কী?

ক. জাআলা

খ. ইজারা

6. ইবনে বাযের উত্তরে পানি ও তেলে পাঠ কী?

ক. নিষিদ্ধ

খ. দোষ নেই, তবে সরাসরি পাঠ অধিক উত্তম

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ

চিকিৎসার পারিশ্রমিক ও রুকইয়াহকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা সম্পর্কে আলবানীর ফতোয়া

السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على

رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني بفضل الله

أعالج

প্রশ্ন: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলহামদুলিল্লাহ, আর রাসূলুল্লাহর উপর আল্লাহর সালাত ও সালাম।

অতঃপর — আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আল্লাহর অনুগ্রহে আমি চিকিৎসা করি

بالقرآن الكريم وبالسنة فقط منذ سنين آخذ أجره على ذلك وبعد موافقة أهل المريض أو المريضة ومع ذلك إذا أراد أحد منهم ماله أرجعته له دون أي حرج هل عملي هذا جائز؟ وبارك الله فيكم وفي علمكم أرجو إجابة كافية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السائل: أبو أيوب من ليبيا

— কেবল কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহ দ্বারা, বছরের পর বছর ধরে। আমি এর উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করি, এবং তা রোগী (পুরুষ বা নারী)-র পরিবারের সম্মতির পরই। এতদসত্ত্বেও তাঁদের কেউ যদি তাঁর অর্থ ফেরত চান, আমি কোনোরূপ আপত্তি ছাড়াই তা তাঁকে ফিরিয়ে দিই। আমার এ কাজ কি জায়েয? আল্লাহ আপনাদের ও আপনাদের ইলমে বরকত দিন। আমি একটি পর্যাপ্ত উত্তর প্রত্যাশা করছি। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। প্রশ্নকারী: আবু আইয়ুব, লিবিয়া থেকে।

الجواب: وعليكم السَّلامُ ورحمةُ الله وبركاته. وبعد:

উত্তর: ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। অতঃপর:

টীকা

1. সুলাইমান আল-উজাইলী আল-মিসরী আশ-শাফিঈ, হাশিয়াতুল জামাল, খণ্ড ৩।
2. সুলাইমান আল-বুজাইরীমী, হাশিয়াতুল বুজাইরীমী আলাল মানহাজ, খণ্ড ৩।
3. আল-মুগনী: ৫/৫৪১।
4. নিহায়াতুল মুহতাজ: ৫/৪৬৩।
5. হাশিয়া আলাল মুকনি': ২/২৯৩।
6. আওনুল মাবুদ, খণ্ড ১০, পৃ. ২৮০।
7. আহকামুর রুকা ওয়াত তামাইম, পৃ. ৭৯।
8. শাইখ আব্দুল্লাহ আবদুল আযীয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ, কিতাব মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওউইআ, খণ্ড ৯, পৃ. ৪০৮। (www.islam-qa.com)
9. শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে জিবরীন, আল-মাকতাবাতুন নাসসিয়া, ফাতাওয়া, আল-ফাতাওয়া আয-যাহাবিয়া ফির রুকা আশ-শারইয়া, বাবু মা জাআ ফির রুকা।

পর্ব ১ · অধ্যায় ৫

রুকইয়াহর উপর পারিশ্রমিক শর্ত করা – ফতোয়া সংকলন

সুতরাং রুকইয়াহ ও রোগীর চিকিৎসার কারণে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা শরীয়ত যা বৈধ করেছে তার অন্তর্ভুক্ত — সহীহাইনে বর্ণিত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের কারণে; যখন তিনি বিষাক্ত দংশনে আক্রান্ত গোত্রপতিকে রুকইয়াহ করার পর পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছিলেন। আর নবী ﷺ বলেছেন:

«إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ»

"তোমরা যেসব বিষয়ের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছ, তার মধ্যে সবচেয়ে অধিক হকদার হলো আল্লাহর কিতাব।"

এটি বুখারী রহিমাল্লাহু ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর জিনের কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে সাবধান থাকো, যদিও সে দাবি করে যে সে নেককার জিন; কেননা তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক, আর তা বড় শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। আর নারীদের সঙ্গে নির্জনে অবস্থান করা থেকেও সাবধান থাকো, কেননা তা হারাম — যদিও তা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হয়। আর এ ব্যাপারে — যেমনটি তুমি উল্লেখ করেছ — কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী হও। আল্লাহ তোমাকে তাওফীক দিন ও সাহায্য করুন।

আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। আর আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

লিখেছেন: আবু উমার উসামা আল-উতাইবী

সতর্কবার্তা ও উপদেশ

করুন

- ✓ কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী হওয়া

করবেন না

- ✗ জিনের কাছে সাহায্য চাওয়া, নেককার জিন দাবি করলেও; তা শিরক
- ✗ নারীদের সঙ্গে নির্জনে অবস্থান, তা হারাম, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হলেও

শেষে লেখা আছে: আবু উমার উসামা আল-উতাইবী



রুকইয়াহর উপর পারিশ্রমিক শর্ত করা

রবিবার ৭ শাবান ১৪২৯ হি. / ১০-৮-২০০৮ খ্রি.

ফতোয়া নম্বর: ১১১২৬০ — শ্রেণিবিন্যাস: ইজারার বিধিবিধান

প্রশ্ন: রুকইয়াহ শরইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার শরয়ী হুকুম কী? আর নির্দিষ্ট বা বাঁধা-ধরা কোনো পারিশ্রমিক ধার্য করা কি জায়য? এবং আল্লাহ যদি রোগীর জন্য আরোগ্য না লেখেন, তবে এতে কি রাকীর উপর তার ইজতিহাদের কারণে গুনাহ বর্তাবে?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের উপর।
অতঃপর:

কুরআন দ্বারা রুকইয়াহ করার বিনিময় গ্রহণ করায় কোনো দোষ নেই। কেননা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত:

أَنْ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَوْا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَاقٍ، إِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَاَنْطَلِقْ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءِ فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرَهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا!! حَتَّى قَدَمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْذْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ

নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের একটি দল একটি পানির ঘাট অতিক্রম করছিলেন, যেখানে বিষাক্ত দংশনে আক্রান্ত এক ব্যক্তি ছিল। তখন সেই ঘাটের অধিবাসীদের একজন তাঁদের সামনে এসে বলল: তোমাদের মধ্যে কোনো রাকী আছে কি? ঘাটে এক ব্যক্তি দংশনে আক্রান্ত হয়েছে। তখন তাঁদের একজন গেলেন এবং কিছু ছাগলের বিনিময়ে তার উপর সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন, ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তিনি ছাগলগুলো নিয়ে তাঁর সঙ্গীদের কাছে এলেন, কিন্তু তাঁরা তা অপছন্দ করলেন এবং বললেন: তুমি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছ! অবশেষে তাঁরা মদীনায় পৌঁছে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, তিনি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়েছেন! তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন: তোমরা যেসব বিষয়ের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছ, তার মধ্যে সবচেয়ে অধিক হকদার হলো আল্লাহর কিতাব।

এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন — «الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» (এক পাল ছাগলের বিনিময়ে রুকইয়াহর শর্ত করা) অধ্যায়ে।

আর বাগাবী রহিমাল্লাহ «শরহুস সুন্নাহ»-তে বলেছেন: এ হাদীসে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা এবং তা শর্ত করা জায়য হওয়ার দলিল রয়েছে।

আতা ও হাকাম এ মতই পোষণ করেছেন, এবং মালিক, শাফিয়ী ও আবু সাওর রহিমাল্লাহুও এ কথাই বলেছেন। হাকাম বলেছেন: আমি কোনো ফকীহকে এটি অপছন্দ করতে শুনিনি। আর এতে কুরআন ও আল্লাহর যিকর দ্বারা

রুকইয়াহ করা এবং তার উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জাযিয় হওয়ার দলিল রয়েছে; কারণ কিরাআত ও ফিকহ বৈধ কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। [উদ্ধৃতি শেষ]

আর আলাকা ইবনে সাহহার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أقبلنا من عند رسول الله ﷺ فأتينا على حي من العرب، فقالوا: إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم من دواء أو رقية، فإن عندنا معتوهاً في القيود؟ قال: فقلنا: نعم، قال: فجاءوا بمعتوه في القيود، قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أتفل، فكأنما نشط من عقال، قال: فأعطوني جعلاً، فقلت: لا؛ حتى أسأل رسول الله ﷺ، فقال: كل، فلعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق

আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে ফিরে আসছিলাম, এরপর আরবের একটি গোত্রের কাছে পৌঁছলাম। তারা বলল: আমাদের জানানো হয়েছে যে, তোমরা ওই ব্যক্তির নিকট থেকে কল্যাণ নিয়ে এসেছ; তোমাদের কাছে কি কোনো ওষুধ বা রুকইয়াহ আছে? কেননা আমাদের এখানে শিকলবন্দী এক পাগল আছে। তিনি বলেন: আমরা বললাম: হ্যাঁ। তিনি বলেন: তারা শিকলবন্দী সেই পাগলকে নিয়ে এল। তিনি বলেন: আমি তার উপর তিন দিন সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ফাতিহা পাঠ করলাম; প্রতিবার শেষ করে আমি আমার খুতু জমা করতাম, তারপর ফুঁ দিতাম। ফলে সে যেন বাঁধন থেকে খুলে গেল। তিনি বলেন: এরপর তারা আমাকে পারিশ্রমিক দিল, আমি বললাম: না; যতক্ষণ না আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বললেন: খাও; আমার জীবনের কসম, যে ব্যক্তি বাতিল রুকইয়াহর বিনিময়ে খায় (সে-ও খায়), তুমি তো সত্য রুকইয়াহর বিনিময়ে খেয়েছ।

[এটি আবু দাউদ ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী রহিমাল্লাহু একে সহীহ বলেছেন]

আর রুকইয়াহর পূর্বেই এই বিনিময় নির্দিষ্ট করা ও শর্ত করায় কোনো দোষ নেই। কেননা আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي

فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتهم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إنني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقساموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ﷺ فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله ﷺ فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية

নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একটি দল এক সফরে বের হলেন, অবশেষে তাঁরা আরবের একটি গোত্রের কাছে অবতরণ করলেন এবং তাদের কাছে মেহমানদারি চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল। এরপর সেই গোত্রের সরদারকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করল। তারা তার জন্য সব রকম চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই তার উপকারে এল না। তখন তাদের কেউ বলল: তোমরা যদি ওই দলটির কাছে যেতে যারা এখানে অবতরণ করেছে, হয়তো তাদের কারও কাছে কিছু থাকতে পারে। তখন তারা তাঁদের কাছে এসে বলল: হে দল, আমাদের সরদারকে দংশন করেছে, আমরা তার জন্য সব চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুই উপকারে আসেনি; তোমাদের কারও কাছে কি কিছু আছে? তখন তাঁদের একজন বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আমি রুকইয়াহ করি; কিন্তু আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের কাছে মেহমানদারি চেয়েছিলাম, তোমরা আমাদের মেহমানদারি করেনি। কাজেই আমি তোমাদের জন্য রুকইয়াহ করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করো। তখন তারা এক পাল ছাগলের বিনিময়ে তাঁদের সঙ্গে মীমাংসা করল। এরপর তিনি গিয়ে তার উপর ফুঁ দিতে ও (الحمد لله رب العالمين) পাঠ করতে লাগলেন। ফলে সে যেন বাঁধন থেকে খুলে গেল এবং হেঁটে চলে গেল, তার কোনো ব্যথাই রইল না। তিনি বলেন: এরপর তারা তাঁদেরকে সেই পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল, যার উপর তারা মীমাংসা করেছিল। তখন তাঁদের কেউ বললেন: ভাগ করে নাও। কিন্তু যিনি রুকইয়াহ করেছিলেন তিনি বললেন: এমন করো না, যতক্ষণ না আমরা নবী ﷺ-এর কাছে যাই এবং যা ঘটেছে তা তাঁকে জানাই, তারপর দেখি তিনি আমাদের কী নির্দেশ দেন। এরপর তাঁরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তিনি বললেন: তুমি কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ?

ثم قال: قد أصبتم اقسوا واضربوا لي معكم سهماً

এরপর তিনি বললেন: তোমরা ঠিকই করেছ; ভাগ করে নাও এবং তোমাদের সঙ্গে আমার জন্যও একটি অংশ রাখো।

[এটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

আর রুকইয়াহর পর আরোগ্য অর্জিত না হওয়া এবং পারিশ্রমিকের হকদার হওয়ার মাসআলাটি — তা শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। সুতরাং রাকী যদি তার রুকইয়াহর ফলাফলের দিকে না তাকিয়েই পারিশ্রমিক গ্রহণের শর্ত করে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। আর রোগী যদি শর্ত করে যে, সে আরোগ্য লাভ না করলে কিছুই দেবে না, তবে তাতেও কোনো দোষ নেই।

কেননা শাইখ ইবনে উসাইমীন রহিমাল্লাহুকে রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: রোগীর উপর রুকইয়াহ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের দিক থেকে বলা যায়, তাতে কোনো দোষ নেই... ইত্যাদি।

তখন প্রশ্নকারী বললেন: কিন্তু পারিশ্রমিক গ্রহণ করা কি এই শর্তের সঙ্গে যুক্ত যে, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে আরোগ্য দান করবেন?

শাইখ বললেন: হ্যাঁ, রোগী বা আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য পাঠকের উপর এই শর্ত আরোপ করা জাযিয় যে, সে এ থেকে আরোগ্য লাভ করলে পাঠক এত এত পাবে, অন্যথায় তার কিছুই নেই। [লিকাউল বাবিল মাফতুহ]

আর রুকইয়াহ শরইয়াহর উপর পারিশ্রমিক গ্রহণের হুকুম ইতিপূর্বে ফতোয়া নং ৬১২৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর এটি অজানা নয় যে, রুকইয়াহর উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ জাযিয় হওয়া সত্ত্বেও উত্তম হলো রাকী তা আল্লাহ তাআলার সম্ভূষ্টির উদ্দেশ্যে বিনা বিনিময়ে করবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

রুকইয়াহর উপর পারিশ্রমিক শর্ত করা

রবিবার ৭ শাবান ১৪২৯ হি. / ১০-৮-২০০৮ খ্রি.

ফতোয়া নম্বর: ১১১২৬০ — শ্রেণিবিন্যাস: ইজারার বিধিবিধান

প্রশ্ন: রুকইয়াহ শরইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার শরয়ী হুকুম কী? আর নির্দিষ্ট বা বাঁধা-ধরা কোনো পারিশ্রমিক ধার্য করা কি জাযিয়? এবং আল্লাহ যদি রোগীর জন্য আরোগ্য না লেখেন, তবে এতে কি রাকীর উপর তার ইজতিহাদের কারণে গুনাহ বর্তাবে?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের উপর।

অতঃপর: কুরআন দ্বারা রুকইয়াহ করার বিনিময় গ্রহণ করায় কোনো দোষ নেই। কেননা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত:

أَنْ نَفْرَأَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَوْا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيعٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَاقٍ، إِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيعًا أَوْ سَلِيمًا، فَاَنْطَلِقْ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءِ فَبَرَأَ

নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের একটি দল একটি পানির ঘাট অতিক্রম করছিলেন, যেখানে বিষাক্ত দংশনে আক্রান্ত এক ব্যক্তি ছিল। তখন সেই ঘাটের অধিবাসীদের একজন তাঁদের সামনে এসে বলল: তোমাদের মধ্যে কোনো রাকী আছে কি? ঘাটে এক ব্যক্তি দংশনে আক্রান্ত হয়েছে। তখন তাঁদের একজন গেলেন এবং কিছু ছাগলের বিনিময়ে তার উপর সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন, ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল।

فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرَهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا!! حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ

এরপর তিনি ছাগলগুলো নিয়ে তাঁর সঙ্গীদের কাছে এলেন, কিন্তু তাঁরা তা অপছন্দ করলেন এবং বললেন: তুমি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছ!! অবশেষে তাঁরা মদীনায়ে পৌঁছে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, তিনি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়েছেন! তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন: তোমরা যেসব বিষয়ের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছ, তার মধ্যে সবচেয়ে অধিক হকদার হলো আল্লাহর কিতাব।

এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন — «الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» (এক পাল ছাগলের বিনিময়ে রুকইয়াহর শর্ত করা) অধ্যায়ে। আর বাগাবী রহিমাল্লাহ «শরহুস সুন্নাহ»-তে বলেছেন: এ হাদীসে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা এবং তা শর্ত করা জাযিয় হওয়ার দলিল রয়েছে। আতা ও হাকাম এ মতই পোষণ করেছেন, এবং মালিক, শাফিয়ী ও আবু সাওর রহিমাল্লাহও এ কথাই বলেছেন। হাকাম বলেছেন: আমি কোনো ফকীহকে এটি অপছন্দ করতে শুনিনি। আর এতে কুরআন ও আল্লাহর যিকর দ্বারা রুকইয়াহ করা এবং তার উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জাযিয় হওয়ার দলিল রয়েছে; কারণ কিরাআত ও ফিকহ বৈধ কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। [উদ্ধৃতি শেষ]

আর আলাকা ইবনে সাহহার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: إِنْ أَنْبَأْنَا أَنْكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقِيَّةٍ، فَإِنْ

عندنا معتوهاً في القيود؟ قال: فقلنا: نعم، قال: فجاءوا بمعتوه في القيود،
قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع
بزاقي ثم أتفل، فكأنما نشط من عقال، قال: فأعطوني جعلاً، فقلت: لا؛ حتى
أسأل

আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে ফিরে আসছিলাম, এরপর আরবের একটি গোত্রের কাছে পৌঁছলাম। তারা বলল: আমাদের জানানো হয়েছে যে, তোমরা ওই ব্যক্তির নিকট থেকে কল্যাণ নিয়ে এসেছ; তোমাদের কাছে কি কোনো ওষুধ বা রুকইয়াহ আছে? কেননা আমাদের এখানে শিকলবন্দী এক পাগল আছে। তিনি বলেন: আমরা বললাম: হ্যাঁ। তিনি বলেন: তারা শিকলবন্দী সেই পাগলকে নিয়ে এল। তিনি বলেন: আমি তার উপর তিন দিন সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ফাতিহা পাঠ করলাম; প্রতিবার শেষ করে আমি আমার খুত্ব জমা করতাম, তারপর ফুঁ দিতাম। ফলে সে যেন বাঁধন থেকে খুলে গেল। তিনি বলেন: এরপর তারা আমাকে পারিশ্রমিক দিল, আমি বললাম: না; যতক্ষণ না আমি জিজ্ঞেস করি

رسول الله ﷺ، فقال: كل، فلعمري من أكل برقية باطل، لقد

أكلت برقية حق

আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে। তখন তিনি বললেন: খাও; আমার জীবনের কসম, যে ব্যক্তি বাতিল রুকইয়াহর বিনিময়ে খায় (সে-ও খায়), তুমি তো সত্য রুকইয়াহর বিনিময়ে খেয়েছ।

এটি আবু দাউদ ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী রহিমাহুল্লাহ একে সহীহ বলেছেন।

আর রুকইয়াহর পূর্বেই এই বিনিময় নির্দিষ্ট করা ও শর্ত করায় কোনো দোষ নেই। কেননা আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي
من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي
فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط

الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضعفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ﷺ فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله ﷺ

নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একটি দল এক সফরে বের হলেন, অবশেষে তাঁরা আরবের একটি গোত্রের কাছে অবতরণ করলেন এবং তাদের কাছে মেহমানদারি চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল। এরপর সেই গোত্রের সরদারকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করল। তারা তার জন্য সব রকম চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই তার উপকারে এল না। তখন তাদের কেউ বলল: তোমরা যদি ওই দলটির কাছে যেতে যারা এখানে অবতরণ করেছে, হয়তো তাদের কারও কাছে কিছু থাকতে পারে। তখন তারা তাঁদের কাছে এসে বলল: হে দল, আমাদের সরদারকে দংশন করেছে, আমরা তার জন্য সব চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুই উপকারে আসেনি; তোমাদের কারও কাছে কি কিছু আছে? তখন তাঁদের একজন বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আমি রুকইয়াহ করি; কিন্তু আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের কাছে মেহমানদারি চেয়েছিলাম, তোমরা আমাদের মেহমানদারি করেনি। কাজেই আমি তোমাদের জন্য রুকইয়াহ করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করো। তখন তারা এক পাল ছাগলের বিনিময়ে তাঁদের সঙ্গে মীমাংসা করল। এরপর তিনি গিয়ে তার উপর ফুঁ দিতে ও (الحمد لله رب العالمين) পাঠ করতে লাগলেন। ফলে সে যেন বাঁধন থেকে খুলে গেল এবং হেঁটে চলে গেল, তার কোনো ব্যথাই রইল না। তিনি বলেন: এরপর তারা তাঁদেরকে সেই পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল, যার উপর তারা মীমাংসা করেছিল। তখন তাঁদের কেউ বললেন: ভাগ করে নাও। কিন্তু যিনি রুকইয়াহ করেছিলেন তিনি বললেন: এমন করো না, যতক্ষণ না আমরা নবী ﷺ-এর কাছে যাই এবং যা ঘটেছে তা তাঁকে জানাই, তারপর দেখি তিনি আমাদের কী নির্দেশ দেন। এরপর তাঁরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এলেন

فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية. ثم قال: قد أصبتم

اقسموا واضربوا لي معكم سهماً

এবং বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তিনি বললেন: তুমি কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ? এরপর তিনি বললেন: তোমরা ঠিকই করেছ; ভাগ করে নাও এবং তোমাদের সঙ্গে আমার জন্যও একটি অংশ রাখো।

[এটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

আর রুকইয়াহর পর আরোগ্য অর্জিত না হওয়া এবং পারিশ্রমিকের হকদার হওয়ার মাসআলাটি — তা শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। সুতরাং রাকী যদি তার রুকইয়াহর ফলাফলের দিকে না তাকিয়েই পারিশ্রমিক গ্রহণের শর্ত করে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। আর রোগী যদি শর্ত করে যে, সে আরোগ্য লাভ না করলে কিছুই দেবে না, তবে তাতেও কোনো দোষ নেই। কেননা শাইখ ইবনে উসাইমীন রহিমাহুল্লাহকে রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: রোগীর উপর রুকইয়াহ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের দিক থেকে বলা যায়, তাতে কোনো দোষ নেই... ইত্যাদি।

তখন প্রশ্নকারী বললেন: কিন্তু পারিশ্রমিক গ্রহণ করা কি এই শর্তের সঙ্গে যুক্ত যে, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে আরোগ্য দান করবেন?

শাইখ বললেন: হ্যাঁ, রোগী বা আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য পাঠকের উপর এই শর্ত আরোপ করা জাযিয় যে, সে এ থেকে আরোগ্য লাভ করলে পাঠক এত এত পাবে, অন্যথায় তার কিছুই নেই। [লিকাউল বাবিল মাফতূহ]

আর রুকইয়াহ শরইয়াহর উপর পারিশ্রমিক গ্রহণের হুকুম ইতিপূর্বে ফতোয়া নং ৬১২৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর এটি অজানা নয় যে, রুকইয়াহর উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ জাযিয় হওয়া সত্ত্বেও উত্তম হলো রাকী তা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনা বিনিময়ে করবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ফতোয়া ১১১২৬০: সারকথা

রুকইয়াহর উপর পারিশ্রমিক শর্ত করা

উত্তর

কুরআন দ্বারা রুকইয়াহর বিনিময় গ্রহণে কোনো দোষ নেই

বাগাবী

শিক্ষার বিনিময় নেওয়া ও শর্ত করা জায়েয; আতা, হাকাম, মালিক, শাফিয়ী, আবু সাওর একমত

শর্ত

রুকইয়াহর আগে বিনিময় নির্দিষ্ট ও শর্ত করায় দোষ নেই

আরোগ্য না হলে

রোগী «আরোগ্য না হলে কিছুই নয়» শর্ত করলেও দোষ নেই

ইবনে উসাইমীন

রোগীর জন্য শর্ত জায়েয: সুস্থ হলে এত, নইলে কিছুই নয়

উত্তম

জায়েয হলেও রাকী আল্লাহর সম্বন্ধিতর জন্য বিনা বিনিময়ে করবে

ফতোয়াটি ছাপা বইয়ে দুইবার এসেছে

কোনো ব্যক্তি যদি রোগীকে বলে: আমি পারিশ্রমিক ছাড়া তোমাকে রুকইয়াহ করব না — আর সে কুরআন দ্বারা তাকে রুকইয়াহ করতে চায়, তবে তা জাযিয। এ কারণেই নবী ﷺ যখন একটি সারিয়া (ক্ষুদ্র বাহিনী) প্রেরণ করলেন, তাঁরা এক সম্প্রদায়ের কাছে মেহমান হিসেবে অবতরণ করলেন। কিন্তু সেই সম্প্রদায় তাঁদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল। তখন আল্লাহ তাদের সরদারের উপর একটি বিচ্ছু পাঠালেন, ফলে সেটি তাকে দংশন করল — আর আল্লাহই ভালো জানেন, তা ছিল তীব্র। তখন তারা এমন কাউকে খুঁজল যে তার চিকিৎসা করবে। তারা বলল: হয়তো ওই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কেউ আছে যে রুকইয়াহ করে — এতে তারা সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে বোঝাচ্ছিল, যাঁরা মেহমানদারি না পাওয়ায় তাদের থেকে সরে গিয়েছিলেন। তখন তারা সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কাছে এসে বলল: আমাদের সরদারকে দংশন করা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে কি কোনো রাকী আছে? তাঁরা বললেন: হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে তাকে রুকইয়াহ করবে; কিন্তু আমরা এক পাল ছাগল ছাড়া তাকে রুকইয়াহ করব না; কারণ তোমরা আমাদের সম্মান করোনি এবং মেহমানদারিও করোনি। তারা বলল: কোনো অসুবিধা নেই। এরপর পাঠক তার উপর পাঠ করলেন, ফলে সে আল্লাহর অনুমতিতে এমনভাবে উঠে দাঁড়াল যেন বাঁধন থেকে খুলে গেল। আর তিনি তার উপর কেবল সূরা ফাতিহাই পাঠ করেছিলেন — যা আজকাল কিছু মানুষ হাজার বার পাঠ করে, অথচ রোগী কোনো উপকার পায় না। সুতরাং তিনি তার উপর সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং সে আল্লাহর অনুমতিতে আরোগ্য লাভ করল। তখন তারা তাঁদেরকে এক পাল ছাগল দিল। কিন্তু বিষয়টি তাঁদের কাছে সংশয়পূর্ণ মনে হলো, তাই তাঁরা বললেন: আমরা খাব না, যতক্ষণ না নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি। এরপর তাঁরা যখন মদীনায় এলেন এবং রাসূল ﷺ-কে এ বিষয়ে জানালেন, তখন তিনি বললেন:

نعم: كلوا واضربوا لي معكم بسهم

"হ্যাঁ: তোমরা খাও, এবং তোমাদের সঙ্গে আমার জন্যও একটি অংশ রাখো।"

তিনি তাঁদেরকে কথায় ও কাজে উভয়ভাবে ফতোয়া দিলেন, যাতে তাঁদের অন্তর প্রশান্ত হয়; নতুবা মৌখিক ফতোয়াই যথেষ্ট ছিল। আর তিনি ﷺ কারও কাছে কিছু চাইতেন না, কিন্তু এটি তিনি চেয়েছিলেন তাঁদের কল্যাণের জন্য, নিজের

কল্যাণের জন্য নয়; কেননা তাঁর তাদের গোশতের কোনো প্রয়োজন বা অপরিহার্যতা ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁদের কল্যাণে তাঁদের অন্তর প্রফুল্ল করার জন্য তা করেছেন। তিনি বললেন:

خذوا واضربوا لي معكم بسهم فإن أحق ما أخذتم عليه أجرأ

كتاب الله

"তোমরা নাও এবং তোমাদের সঙ্গে আমার জন্যও একটি অংশ রাখো; কেননা তোমরা যেসব বিষয়ের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছ, তার মধ্যে সবচেয়ে অধিক হকদার হলো আল্লাহর কিতাব।"

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইবাদত যদি অন্যের কাছে সম্প্রসারিত উপকারবিশিষ্ট হয় এবং মানুষ সেই সম্প্রসারিত উপকার উদ্দেশ্য করে, তবে তার উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে কোনো দোষ নেই — যদিও তা এমন কাজের অন্তর্ভুক্ত হয় যা কেবল ইবাদত হিসেবেই সংঘটিত হয়; কারণ এই পাঠক পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্য করেননি, বরং অন্যের উপকারের উদ্দেশ্য করেছেন — হয় শিক্ষাদান, নয়তো আরোগ্যলাভ, কিংবা অন্য কিছু; সুতরাং এতে কোনো দোষ নেই।

কিছু সৎপথের ভাইয়ের কাছে সেই বিষয়টি সংশয়পূর্ণ মনে হয়েছে, যা কিছু মানুষ আযান, ইকামত, শিক্ষকতা ও দাওয়াতের বিনিময়ে গ্রহণ করে। তাঁরা বলেছেন: এটি তাওহীদের মধ্যে ঘাটতি ও ত্রুটি; কারণ যে ব্যক্তি এই পারিতোষিক গ্রহণ করে, নিঃসন্দেহে সে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে — অর্থাৎ তা গ্রহণ করা ও না করা তার কাছে সমান নয়। আর অধিকাংশ মানুষই এই অবস্থায় আছে; বরং হয়তো কিছু মানুষ স্পষ্ট করেই বলে: আমি ইমাম হতে চাই, কারণ আমি বিয়ে করতে চাই; অথবা কারণ আমি বিয়ে করেছি এবং আমার খরচের প্রয়োজন।

তখন কিছু মানুষ বলে: এটি শিরক; কারণ সে এই সৎকর্মের দ্বারা দুনিয়া উদ্দেশ্য করেছে। তাদের বলা হবে: তোমরা যা গ্রহণ করছ তা পারিশ্রমিক নয়, বরং তা এমন একটি অধিকার যা তোমরা বাইতুল মাল থেকে পাওয়ার হকদার। সরকারের কাজ বড়জোর এটুকুই যে, সে বাইতুল মাল হকদারদের মধ্যে বণ্টন করবে। যেমন: এ একজন শিক্ষক, তার কাজের জন্য যা উপযুক্ত তা সে পাবে; এ একজন মুয়াজ্জিন, তার কাজের জন্য যা উপযুক্ত তা সে পাবে; এ একজন ইমাম, তার কাজের জন্য যা উপযুক্ত তা সে পাবে; এ একজন দাঈ, তার কাজের জন্য যা উপযুক্ত তা সে পাবে — এভাবেই। অর্থাৎ এতে সরকারের ভূমিকা কেবল বণ্টন ও সুবিন্যস্তকরণ; আর তুমি, তোমার তো এটি অধিকার। আর যে ব্যক্তিই মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রসারিত উপকারবিশিষ্ট কোনো কাজ করে, সেই কাজের ফলাফল ও ফল অনুযায়ী বাইতুল মাল থেকে তার অধিকার রয়েছে। এমনকি যে কাজ করে না তারও বাইতুল মালে অধিকার আছে — যেমন ফকীর, ইয়াতীম ও তাদের সদৃশ ব্যক্তিরা।

যা-ই হোক, এই মাসআলাটি কিছু সৎপথের লোকের কাছে সংশয়পূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই তারা এ বিষয়ে বহুবার প্রশ্ন করে। এমনকি তাদের কেউ কেউ ইমামতির জন্য পুরোপুরি যোগ্য — কারী ও ফকীহ — তবুও সে অনাগ্রহী; কারণ তাকে বাইতুল মাল থেকে পারিতোষিক দেওয়া হবে। আমরা বলি: আলহামদুলিল্লাহ, তুমি এখন ভাড়াটে শ্রমিক নও, বরং তুমি এই

সৎকর্ম ও মুসলিমদের উপকারের কারণে হকদার। সুতরাং তোমার উপর কোনোই দোষ নেই। আর কেউ এই সংশয়টি উত্থাপন করলে তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত। (১)

◆ ইবনে উসাইমীনের যুক্তি

- ১ রোগীকে বলা
«পারিশ্রমিক ছাড়া রুকইয়াহ করব না», এটি জায়েয
- ২ দলিল
সাহাবীরা এক পাল ছাগল ছাড়া রুকইয়াহ করেননি; নবী অনুমোদন দিলেন
- ৩ নিয়ম
সম্প্রসারিত উপকারের ইবাদতে, উপকারের উদ্দেশ্য হলে পারিশ্রমিকে দোষ নেই
- ৪ পাঠকের উদ্দেশ্য
ইবাদত নয়, অন্যের উপকার; শিক্ষাদান বা আরোগ্য বা অন্য কিছু
- ৫ আযান-ইমামতির সংশয়
যা নেওয়া হয়, তা বাইতুল মাল থেকে প্রাপ্য অধিকার

«আশ-শারহুল মুমতি»-র উদ্ধৃতি অনুযায়ী

📖 কুরআন ও যিকর দ্বারা রুকইয়াহর উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ জাযিয হওয়ার অধ্যয়

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدَيْغٍ أَوْ مُصَابٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَتَاهُ فَرَاقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ حَتَّى أَذْكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقِيتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আত-তামীমী আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: হুশাইম আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, আবু বিশর থেকে, তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে — আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণের কিছু লোক এক সফরে ছিলেন। তাঁরা আরবের একটি গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাদের কাছে মেহমানদারি চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করল না। তখন তারা তাঁদের বলল: তোমাদের মধ্যে কি কোনো রাকী আছে? কেননা গোত্রের সরদার দংশিত অথবা আক্রান্ত। তাঁদের একজন বললেন: হ্যাঁ। এরপর তিনি তার কাছে গেলেন এবং সূরা ফাতিহা দ্বারা তাকে রুকইয়াহ করলেন, ফলে লোকটি আরোগ্য লাভ করল। তখন তাঁকে এক পাল ছাগল দেওয়া হলো, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন: যতক্ষণ না আমি নবী ﷺ-এর কাছে এটি উল্লেখ করি। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁর কাছে উল্লেখ করলেন এবং বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম, আমি সূরা ফাতিহা ছাড়া কিছু দ্বারাই রুকইয়াহ করিনি। তখন তিনি মুচকি হাসলেন এবং বললেন: তুমি কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ? এরপর বললেন: তাদের থেকে গ্রহণ করো এবং তোমাদের সঙ্গে আমার জন্যও একটি অংশ রাখো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার ও আবু বকর ইবনে নাবি আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন — উভয়েই গুনদার মুহাম্মাদ ইবনে জাফর থেকে, তিনি শুবা থেকে, তিনি আবু বিশর থেকে এই সনদে। আর তিনি হাদীসে বলেছেন: তিনি উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করতে লাগলেন এবং নিজের থুতু জমা করে ফুঁ দিতে লাগলেন, ফলে লোকটি আরোগ্য লাভ করল।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَأَتَيْنَا امْرَأَةً فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ لَدِغَ فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِّنَّا مَا كُنَّا نَظْنُهُ يُحْسِنُ رُقِيَّةً فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنًا فَقُلْنَا أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقِيَّةً فَقَالَ مَا رَقِيَّتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ

الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْتُ لَا تُحَرِّكُوهَا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأْتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا كَانَ يُذَرِّيه أَنَّهَا رُقِيَّةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ

আবু বকর ইবনে আবী শাইবা আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ইয়াযীদ ইবনে হারুন আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: হিশাম ইবনে হাসসান আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থেকে, তিনি তাঁর ভাই মাবাদ ইবনে সীরীন থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। তিনি বলেন: আমরা এক জায়গায় অবতরণ করলাম। তখন আমাদের কাছে এক নারী এসে বলল: গোত্রের সরদার দংশিত হয়েছে; তোমাদের মধ্যে কি কোনো রাকী আছে? তখন আমাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি তার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, যাঁর সম্পর্কে আমরা ধারণাও করতাম না যে তিনি ভালো রুকইয়াহ জানেন। তিনি তাকে সূরা ফাতিহা দ্বারা রুকইয়াহ করলেন, ফলে সে আরোগ্য লাভ করল। তখন তারা তাঁকে ছাগল দিল এবং আমাদের দুধ পান করাল। আমরা বললাম: তুমি কি ভালো রুকইয়াহ জানতে? তিনি বললেন: আমি সূরা ফাতিহা ছাড়া কিছু দ্বারাই তাকে রুকইয়াহ করিনি। তিনি বলেন: আমি বললাম: এগুলোকে নাড়াচাড়া করো না, যতক্ষণ না আমরা নবী ﷺ-এর কাছে যাই। এরপর আমরা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন: সে কী করে জানল যে এটি রুকইয়াহ? তোমরা ভাগ করে নাও এবং তোমাদের সঙ্গে আমার জন্যও একটি অংশ রাখো।

◆ এক নজরে

- ★ কুরআন দ্বারা রুকইয়াহর বিনিময় গ্রহণে কোনো দোষ নেই, ফতোয়া ১১১২৬০
- ★ রুকইয়াহর আগে বিনিময় নির্দিষ্ট ও শর্ত করা যায়
- ★ রোগী «আরোগ্য না হলে কিছুই নয়» শর্ত করলেও দোষ নেই
- ★ জায়েয হলেও ফতোয়ায় উত্তম বলা হয়েছে বিনা বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা
- ★ ইবনে উসাইমীন: সম্প্রসারিত উপকারের ইবাদতে উপকারের উদ্দেশ্য থাকলে পারিশ্রমিকে দোষ নেই
- ★ সতর্কবার্তা: জিনের সাহায্য চাওয়া ও নারীদের সঙ্গে নির্জনতা থেকে দূরে থাকা

◆ যাচাই করুন

1. ফতোয়া ১১১২৬০-এ জায়েয হওয়া সত্ত্বেও উত্তম কী বলা হয়েছে?

ক. সব সময় অর্থ নেওয়া

খ. রাকী বিনা বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে

2. বাগাবীর উদ্ধৃতিতে কারা একমত হয়েছেন?

ক. কেউ নন

খ. আতা, হাকাম, মালিক, শাফিয়ী ও আবু সাওর

3. ইবনে উসাইমীনের জবাবে রোগী পাঠকের উপর কী শর্ত করতে পারে?

ক. অগ্রিম সবটা দেওয়া

খ. সুস্থ হলে এত, নইলে কিছুই নয়

4. জিনের কাছে সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে সতর্কবার্তা কী?

ক. জায়েয, যদি নেককার হয়

খ. শিরক, নেককার জিন দাবি করলেও

5. আযান-ইমামতির বিনিময় সম্পর্কে ইবনে উসাইমীন কী বলেছেন?

ক. বাইতুল মাল থেকে প্রাপ্য অধিকার

খ. ভাড়াটে শ্রমিকের মজুরি

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-ক

টীকা

1. শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে উসাইমীন, «আশ-শারহুল মুমতি আলা যাদিল মুসতাকনি», খণ্ড ১০, ইজারা অধ্যায় (باب الإيجارات)। http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18110.shtml

অধ্যায় ৫ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৬

রুকইয়াহর পারিশ্রমিক সংক্রান্ত হাদীস-অধ্যায়সমূহ ও আলিমদের ব্যাখ্যা

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَأْبُهُ بِرُقِيَّةٍ.

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ওয়াহব ইবনে জারীর আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: হিশাম আমাদের এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন; তবে তাতে এসেছে: "তখন আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, যার সম্পর্কে আমরা রুকইয়াহ জানার কথা মনেই করতাম না।"(১)

হাদীসটিতে যেসব ফায়দা রয়েছে, তার কিছু

১. রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয — হয় তারা উভয়ে তার উপর সম্মত হবে, নয়তো রাকী কোনো শর্ত ছাড়াই তাকে যা দেওয়া হয় তা গ্রহণ করবে। এর অনুরূপ হলো চিকিৎসার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া, রোগী সুস্থ না হলেও।
২. এতে প্রয়োজনের সময় রুকইয়াহ চেয়ে নেওয়া জায়েয হওয়ার প্রমাণ রয়েছে; এবং এতে কেবল সূরা ফাতিহাতেই সীমাবদ্ধ থাকা জায়েয হওয়ার প্রমাণ রয়েছে, আর ফাতিহা যে রুকইয়াহ তা-ও প্রমাণিত হয়, তেমনি মুআওবিয়াতাইনও — আর এতে রয়েছে যে, প্রয়োজনের সময় রুকইয়াহ চেয়ে নেওয়া সত্তর হাজার (বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী)-এর শর্তে ব্যাঘাত ঘটায় না; কেননা নবী ﷺ আসমা বিনতে উমাইসকে জাফরের সন্তানদের জন্য রুকইয়াহ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আয়িশাকে তাঁর ভাইয়ের সন্তানদের জন্য রুকইয়াহ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন — আর হাদীসে রয়েছে: সূরা ফাতিহা বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ও বিষধর প্রাণীর বিরুদ্ধে রুকইয়াহ।
৩. তিনি এ কথা বলেছিলেন তাদের মন প্রশান্ত করার জন্য, বিষয়টি হালাল ও বৈধ হওয়া স্পষ্ট করে দিয়ে।

◆ হাদীসের তিনটি ফায়দা

- ☐ রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয; চিকিৎসার বিনিময়েও, সুস্থ না হলেও
- ☐ প্রয়োজনে রুকইয়াহ চেয়ে নেওয়া জায়েয; এতে সত্তর হাজারের শর্তে ব্যাঘাত ঘটে না
- ☐ নবী মন প্রশান্ত করতে «আমার জন্যও অংশ রাখো» বলেছিলেন

লেখকের উদ্ধৃত ফায়দা অনুযায়ী

অধ্যায়: এক পাল ছাগলের বিনিময়ে রুকইয়াহতে শর্ত আরোপ করা

بَابُ الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ

حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقُ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْبَرَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَاَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ.

সীদান ইবনে মুদারিব আবু মুহাম্মাদ আল-বাহিলী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু মা'শার আল-বাসরী — তিনি সদূক, ইউসুফ ইবনে ইয়াযীদ আল-বাররা — আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: উবাইদুল্লাহ ইবনুল আখনাস আবু মালিক আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবী মুলাইকা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একটি দল একটি জলাশয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; সেখানকার লোকদের মধ্যে এক দংশিত বা বিষাক্ত প্রাণীর কামড়-খাওয়া ব্যক্তি ছিল। জলাশয়ের অধিবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাঁদের সামনে এসে বলল: তোমাদের মধ্যে কোনো রাকী আছে কি? কেননা এই জলাশয়ে এক ব্যক্তি দংশিত বা বিষপ্রাপ্ত হয়েছে। তখন তাঁদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি গেলেন এবং কয়েকটি বকরির বিনিময়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন; ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। তিনি বকরিগুলো নিয়ে তাঁর সঙ্গীদের কাছে এলেন, কিন্তু তাঁরা তা অপছন্দ করলেন এবং বললেন: তুমি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়েছ! অবশেষে তাঁরা মদীনায পৌঁছে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ইনি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "নিশ্চয়ই তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নাও, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার হলো আল্লাহর কিতাব।"(২)

অধ্যায়: আরবের গোত্রগুলোর উপর সূরা ফাতিহা দ্বারা রুকইয়াহ করে যা দেওয়া হয়

بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقِيَّةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ وَقَالَ الْحَكَمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ. وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشْرَةَ وَلَمْ يَزِ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَامِ بَأْسًا. وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَكَانُوا يُعْطُونَ عَلَى الْخَرْصِ.

ইবনে আব্বাস নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: "তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নাও, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার হলো আল্লাহর কিতাব।" আশ-শা'বী বলেছেন: শিক্ষক শর্ত আরোপ করবে না; তবে তাকে কিছু দেওয়া হলে সে তা গ্রহণ করবে। আল-হাকাম বলেছেন: আমি কাউকে শিক্ষকের পারিশ্রমিক অপছন্দ করতে শুনি নি। আল-হাসান দশ দিরহাম দিয়েছিলেন। আর ইবনে সীরীন সম্পত্তি-বণ্টনকারীর (কাসসাম) পারিশ্রমিকে কোনো দোষ দেখতেন না। তিনি বলেছেন: বলা হতো, "সুহুত" হলো বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ; আর তাঁরা ফসলের অনুমাননির্ভর হিসাব (খারস) করার বিনিময়ে দিতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ

فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ
لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا
فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَأَنْطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ
جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا
حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظَرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ
اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

আবু নু'মান আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু আওয়ানা আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবু
বিশর থেকে, তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল থেকে, তিনি আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে; তিনি বলেন: নবী ﷺ-
এর সাহাবীদের একটি দল কোনো এক সফরে বের হলেন; শেষে তাঁরা আরবের একটি গোত্রের কাছে অবতরণ
করলেন এবং তাদের কাছে মেহমানদারি চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল।
এরপর সেই গোত্রের সরদারকে (বিষাক্ত প্রাণী) দংশন করল। তারা তার জন্য সবকিছু চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো
কিছুই তার উপকারে এল না। তখন তাদের কেউ বলল: তোমরা যদি ওই দলটির কাছে যেতে, যারা অবতরণ
করেছে — হয়তো তাদের কারও কাছে কিছু থাকতে পারে। তারা তাঁদের কাছে এসে বলল: হে দল! আমাদের
সরদারকে দংশন করা হয়েছে, আমরা তার জন্য সবকিছু চেষ্টা করেছি, কিছুই তার উপকারে আসছে না;
তোমাদের কারও কাছে কি কিছু আছে? তাঁদের কেউ বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আমি রুকইয়াহ করি; কিন্তু
আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের কাছে মেহমানদারি চেয়েছিলাম, তোমরা আমাদের মেহমানদারি করনি। তাই
আমি তোমাদের জন্য রুকইয়াহ করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করো।
অতঃপর তারা এক পাল ছাগলের বিনিময়ে তাঁদের সঙ্গে মীমাংসা করল। তখন তিনি গিয়ে তার উপর হালকা ফুঁ
(তাফল) দিতে লাগলেন এবং "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" পড়তে লাগলেন। ফলে সে যেন বাঁধন
থেকে খুলে গেল; সে হেঁটে চলতে লাগল, তার কোনো কষ্টই আর রইল না। তিনি বলেন: তারা তাঁদের নির্ধারিত
পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল, যার উপর তারা মীমাংসা করেছিল। তখন তাঁদের কেউ বললেন: ভাগ করে
নাও। কিন্তু যিনি রুকইয়াহ করেছিলেন তিনি বললেন: এমনটি করো না, যতক্ষণ না আমরা নবী ﷺ-এর কাছে
গিয়ে যা ঘটেছে তা তাঁকে জানাই এবং দেখি তিনি আমাদের কী নির্দেশ দেন। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তিনি বললেন: "তুমি কীভাবে জানলে যে এটি রুকইয়াহ?" এরপর
বললেন: "তোমরা ঠিকই করেছ, ভাগ করে নাও এবং আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি অংশ রাখো।" আর
রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন।

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ

بِهَذَا.

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন: শু'বা বলেছেন — আবু বিশর আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবুল মুতাওয়াক্কিলের কাছ থেকে এটি শুনেছি।(৩)

অধ্যায়: কুরআন ও যিকির দ্বারা রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয হওয়া

بَابُ جَوَازِ اخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقِيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدَيْغٍ أَوْ مُصَابٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ حَتَّى أَذْكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আত-তামীমী আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: হুশাইম আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, আবু বিশর থেকে, তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের কিছু লোক এক সফরে ছিলেন। তাঁরা আরবের একটি গোত্রের পাশ দিয়ে গেলেন এবং তাদের কাছে মেহমানদারি চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করল না। তখন তারা তাঁদের বলল: তোমাদের মধ্যে কোনো রাকী আছে কি? কেননা গোত্রের সরদার দংশিত বা আক্রান্ত হয়েছে। তাঁদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললেন: হ্যাঁ। এরপর তিনি তার কাছে গেলেন এবং সূরা ফাতিহা দিয়ে তাকে রুকইয়াহ করলেন; ফলে লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। তখন তাঁকে এক পাল ছাগল দেওয়া হলো, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে

অস্বীকার করলেন এবং বললেন: যতক্ষণ না আমি বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করি। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে জানালেন

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ وَمَا أَذْرَاكَ
أَنَّهَا رُقِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ.

এবং বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমি সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু দিয়ে রুকইয়াহ করিনি। তখন তিনি মুচকি হেসে বললেন: "তুমি কীভাবে জানলে যে এটি রুকইয়াহ?" এরপর বললেন: "তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করো এবং আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি অংশ রাখো।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ
وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ.

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার ও আবু বকর ইবনে নাবি' উভয়ে আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, গুনদার মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর থেকে, তিনি শু'বা থেকে, তিনি আবু বিশর থেকে এই সনদে; আর তিনি হাদীসে বলেছেন: "তখন তিনি উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন, নিজের থুতু জমা করতে লাগলেন ও তাফল করতে লাগলেন; ফলে লোকটি সুস্থ হয়ে গেল।"

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ لُدَغَ فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ
فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَظْنُهُ يُحْسِنُ رُقِيَّةً فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ
فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنًا فَقُلْنَا أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقِيَّةً فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ

الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْتُ لَا تُحَرِّكُوهَا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ.

আবু বকর ইবনে আবী শাইবা আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ইয়াযীদ ইবনে হারুন আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: হিশাম ইবনে হাসসান আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থেকে, তিনি তাঁর ভাই মা'বাদ ইবনে সীরীন থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে; তিনি বলেন: আমরা এক জায়গায় অবতরণ করলাম। তখন এক নারী আমাদের কাছে এসে বলল: গোত্রের সরদার বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে আক্রান্ত হয়েছে; তোমাদের মধ্যে কি কোনো রাকী আছে? তখন আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, যাকে আমরা রুকইয়াহ ভালো জানেন বলে মনেই করতাম না। তিনি সূরা ফাতিহা দিয়ে তাকে রুকইয়াহ করলেন, ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। তারা তাঁকে কিছু ছাগল দিল এবং আমাদের দুধ পান করাল। আমরা বললাম: আপনি কি রুকইয়াহ ভালো জানতেন? তিনি বললেন: আমি সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু দিয়ে তাকে রুকইয়াহ করিনি। তিনি (আবু সাঈদ) বলেন: আমি বললাম: এগুলো নাড়াচাড়া করো না, যতক্ষণ না আমরা নবী ﷺ-এর কাছে যাই। অতঃপর আমরা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন: "সে কীভাবে জানল যে এটি রুকইয়াহ? ভাগ করে নাও এবং আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি অংশ রাখো।"

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَأْبُهُ بِرُقِيَّةٍ.

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ওয়াহব ইবনে জারীর আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: হিশাম আমাদের এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন; তবে তাতে এসেছে: "তখন আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, যার সম্পর্কে আমরা রুকইয়াহ জানার কথা মনেই করতাম না।"(৪)

শাইখ আব্দুল কারীম আল-খুদাইর হাফিযাহুল্লাহ (হাফিয ইবনে কাসীরের «ইখতিসারু উলুমিল হাদীস»-এর ব্যাখ্যায়) বলেন:

ولا يكن قصده عرضاً من الدنيا فجاء في الحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، من تعلم، طلب العلم حتى عُدَّ في العلماء وعلم الناس، فيجاء به يوم القيامة، فيقال له: فيقول: طلبت العلم لله،

وعلمتُ الناس لله، وقد يكون تعليمه للناس مجاناً، فيقال له: كذبت إنما طلبت العلم ليقال: عالم، وقد قيل، بعض الناس قد يستدل على الإخلاص بعدم الأخذ، أخذ المقابل، يقول: هذا جالس في بيته، في مسجده، تارك لجميع المصالح الدنيوية، ومعرض عن الدنيا، ومقبل على الآخرة، ويعلم الناس مجاناً... ما هو بأكيد، الذي يذهب إلى ساحات الجهاد، ويقدم نفسه للسيوف والرماح يكفيه أن يقال: شجاع وهو يقدم نفسه، وقد استدل بعضهم على صحة عمل من يرقى مجاناً، وأنه مخلص، وأنه ينفع بإذن الله، نقول: ما يلزم، الإخلاص أمرٌ غيبي بين العبد وبين ربه، يكفي مثل هذا أن يقال: شفى الله على يده فلان وفلان وفلان يكفيه أحياناً، لا نقول: كل الناس بهذه المثابة، لكن أيضاً لا نقول: إن كل الناس بمجرد تركهم أخذ المقابل هم مخلصون، لا، ما يلزم، نعم ترك المقابل لله عز وجل مع الإخلاص مما يرفع الله به الدرجات، لكن ليس هو الإخلاص فلننتبه إلى هذا، بعض الناس يقول: لا نروح لفلان أنفع؛ لأنه ما يأخذ مقابل، ما يلزم، أبو سعيد أخذ المقابل على الرقية، وشفى الله على يده سيد الحي، اللديغ، مع كونه أخذ المقابل، فعدم أخذ المقابل لا يدل على صدق النية.

"(আর তার উদ্দেশ্য যেন দুনিয়ার কোনো সামগ্রী না হয়) — হাদীসে এসেছে সেই তিনজনের কথা, কিয়ামতের দিন যাদের দ্বারা সর্বপ্রথম জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হবে; তাদের একজন যে ইলম শিখেছে, ইলম অন্বেষণ করেছে যতক্ষণ না তাকে আলিমদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে এবং সে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে। কিয়ামতের দিন তাকে আনা হবে, তখন তাকে বলা হবে; সে বলবে: আমি আল্লাহর জন্য ইলম অন্বেষণ করেছি এবং আল্লাহর জন্য মানুষকে শিক্ষা দিয়েছি। অথচ তার শিক্ষাদান বিনামূল্যেও হয়ে থাকতে পারে। তখন তাকে বলা হবে: তুমি

মিথ্যা বলেছে; বরং তুমি ইলম অন্বেষণ করেছিলে যাতে বলা হয়— 'আলিম'; আর তা বলা হয়েছে। কিছু মানুষ বিনিময় গ্রহণ না করাকে ইখলাসের দলিল বানিয়ে ফেলে। তারা বলে: এই লোকটি তো নিজের ঘরে, নিজের মসজিদে বসে আছে, দুনিয়াবি সব স্বার্থ ছেড়ে দিয়েছে, দুনিয়া থেকে বিমুখ, আখিরাতমুখী, আর মানুষকে বিনামূল্যে শেখাচ্ছে... — এটি নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নয়। যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে যায় এবং তরবারি ও বর্শার সামনে নিজেকে পেশ করে, তার জন্য 'সাহসী' বলা হওয়াটাই যথেষ্ট হতে পারে, অথচ সে নিজেকে পেশ করেছে। কেউ কেউ বিনামূল্যে রুকইয়াহকারীর আমল সহীহ হওয়ার এবং সে মুখলিস হওয়ার, আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে সে উপকার করার দলিল হিসেবে এটিকে গ্রহণ করেছে। আমরা বলি: এটি আবশ্যিক নয়। ইখলাস তো একটি গায়েবি বিষয়, যা বান্দা ও তার রবের মধ্যে। এমন ব্যক্তির জন্য এটুকু বলা হওয়াই যথেষ্ট হতে পারে যে, 'আল্লাহ তার হাতে অমুক, অমুক ও অমুককে সুস্থ করেছেন' — কখনো কখনো এটিই তার জন্য যথেষ্ট (প্রেরণা) হয়ে যায়। আমরা বলি না যে, সব মানুষ এই অবস্থায় আছে; কিন্তু একইসঙ্গে আমরা এ-ও বলি না যে, নিছক বিনিময় গ্রহণ না করার কারণেই সব মানুষ মুখলিস। না, তা আবশ্যিক নয়। হ্যাঁ, ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার জন্য বিনিময় বর্জন করা সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার দ্বারা আল্লাহ মর্যাদা উন্নীত করেন; কিন্তু সেটিই ইখলাস নয় — এ বিষয়ে আমরা যেন সতর্ক থাকি। কিছু মানুষ বলে: আমরা অমুকের কাছে যাব না, বরং অমুকের কাছে যাওয়া বেশি উপকারী; কারণ সে বিনিময় নেয় না। এটি আবশ্যিক নয়। আবু সাঈদ রুকইয়াহর বিনিময় গ্রহণ করেছিলেন, আর আল্লাহ তাঁর হাতে গোত্রের সরদারকে — সেই দংশিত ব্যক্তিকে — সুস্থ করেছেন, অথচ তিনি বিনিময় গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং বিনিময় গ্রহণ না করা নিয়্যতের সত্যতার প্রমাণ বহন করে না।" (৫)

◆ বিনিময় না নেওয়া ও ইখলাস

আল-খুদাইরের বক্তব্য

ইখলাস কী
গায়েবি বিষয়, বান্দা ও তার রবের মধ্যে

বিনিময় না নেওয়া
ইখলাসের নিশ্চিত প্রমাণ নয়

আবু সাঈদ
রুকইয়াহর বিনিময় নিয়েছিলেন

আল্লাহর জন্য বর্জন
মর্যাদা বাড়ায়, কিন্তু সেটিই ইখলাস নয়

শাইখ আবদুল কারীম আল-খুদাইরের ব্যাখ্যা থেকে

আমি (লেখক) বলি: এর অনুরূপ হলো সেই শিক্ষক, যিনি নিজের মসজিদে বসে বিনা বিনিময়ে মানুষকে কল্যাণ শেখান। আসারে এসেছে: "علم مجاناً" — "বিনামূল্যে শেখাও"; "ابن آدم علم مجاناً كما علمت مجاناً" — "হে আদম-সন্তান! তুমি বিনামূল্যে শেখাও, যেমন তোমাকে বিনামূল্যে শেখানো হয়েছে।"

لكن لا يلزم من هذا الإخلاص، وسبق فيما مضى مسألة أخذ الأجرة على
التحديث، على كل حال الإخلاص أمرٌ باطن، لكن قد تظهر له علامات،

الإنسان إذا استوى عنده الظاهر والباطن، إذا استوى عنده المادح والذام
نعم دلّ على إخلاصه.

কিন্তু এ থেকে ইখলাস অপরিহার্য হয় না। আর পূর্বে — যা অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে — হাদীস বর্ণনার
বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের মাসআলাটি এসেছে। যাই হোক, ইখলাস একটি অন্তর্গত বিষয়; তবে তার কিছু
আলামত প্রকাশ পেতে পারে। মানুষের কাছে যখন প্রকাশ্য ও গোপন সমান হয়ে যায়, যখন প্রশংসাকারী ও
নিন্দাকারী তার কাছে সমান হয়ে যায় — হ্যাঁ, তখন তা তার ইখলাসের প্রমাণ বহন করে।

রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ ও সে বিষয়ে শর্ত আরোপ

أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقِيَّةِ وَالْمُشَارَطَةِ عَلَى ذَلِكَ

السؤال: راقٍ يطلب لحضوره للقراءة مالاً ويعترض إن كان المبلغ
يسيراً، ويشترط في حالة الشفاء من السحر مبلغ ٥٠٠٠ ريال،
فبأحكام؟

প্রশ্ন: একজন রাকী পড়ার জন্য উপস্থিত হতে অর্থ দাবি করেন এবং পরিমাণ সামান্য হলে আপত্তি করেন; আর
সিহর থেকে সুস্থতার ক্ষেত্রে তিনি ৫০০০ রিয়াল পরিমাণ অঙ্ক শর্ত করেন — এর হুকুম কী?

الجواب: الحمد لله أما بعد .. لا حرج في أخذ الأجرة على الرقية والمشارطة
على ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال في
قصة بعض الصحابة مع سيد الحي الذي لدغ فرقوه على قطيع من الغنم،

فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما أنشط من عقل،
فانطلق يمشي وما به قَلْبَةٌ، فقال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه،
فلما أتوا رسول الله ﷺ؛ فقال: "وما يدريك أنها رقية؟"، ثم قال: "قد
أصبتهم، اقتسموا، واضربوا لي معكم سهماً". ولأن الأجرة ليست على مجرد
القراءة، وإنما هي على العمل والجهد الذي يبذله الراقي. والله أعلم.

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। অতঃপর — রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা এবং সে ব্যাপারে পারস্পরিক শর্ত করায় কোনো দোষ নেই; কারণ সহীহাইনে আবু সাঈদ আল-খুদরীর হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি কতিপয় সাহাবীর সেই ঘটনায় বলেছেন যেখানে গোত্রের সরদারকে দংশন করা হয়েছিল আর তাঁরা এক পাল ছাগলের বিনিময়ে তাকে রুকইয়াহ করেছিলেন; অতঃপর তিনি গিয়ে তার উপর তাফল করতে লাগলেন এবং পড়তে লাগলেন: "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"; ফলে সে যেন বাঁধন থেকে খুলে গেল, হেঁটে চলতে লাগল, তার কোনো কষ্টই রইল না। তিনি বলেন: তারা তাঁদের নির্ধারিত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল, যার উপর তারা মীমাংসা করেছিল। অতঃপর তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন, তিনি বললেন: "তুমি কীভাবে জানলে যে এটি রুকইয়াহ?" এরপর বললেন: "তোমরা ঠিকই করেছ, ভাগ করে নাও এবং আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি অংশ রাখো।" আর কারণ, পারিশ্রমিকটি নিছক পাঠের বিনিময়ে নয়; বরং তা রাকী যে শ্রম ও পরিশ্রম ব্যয় করেন তার বিনিময়ে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।(৬)

তৃতীয়ত: আলিমদের ফতোয়াসমূহ এবং রাকীদের উপর তাঁদের আপত্তি না করা

ثَالِثًا: فَتَاوَى الْعُلَمَاءِ وَعَدَمُ انْكَارِهِمْ عَلَى الرُّقَاةِ

রুকইয়াহর জন্য পূর্ণ সময় নিয়োজিত করা ও তাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয হওয়ার ফতোয়াসমূহ

فَتَاوَى التَّفَرُّغِ لِلرُّقْيَةِ وَجَوَازِ امْتِهَانِهَا

যার সততা এবং যার দ্বীন, চরিত্র ও মানহাজের বিশুদ্ধতা জানা আছে, তার পক্ষে রুকইয়াহ শরইয়্যাহর মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য ক্লিনিক খোলার হুকুম কী?

مَا حُكْمُ فَتْحِ الْعِيَادَاتِ لِلْعِلَاجِ بِالرُّقْيَةِ الشَّرْعِيَّةِ مِمَّنْ عُرِفَ
صَلَاحُهُ وَصَلَاحُ دِينِهِ وَخُلُقِهِ وَمَنْهَجِهِ

আমরা আল্লাহর নামে শুরু করছি: শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ — আল্লাহ আমাদের ও তাঁকে ক্ষমা করুন — কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

س ٤٩ / سماحة الشيخ/ يقول السائل: كثرت هذه الأيام عياداتٌ كُتِبَ عليها
العلاج الشرعي بالقرآن والسنة، ويدخل المريض بعد دفع مبلغ معين
لموظف الاستقبال في هذه العيادة ثم بعد ذلك يقوم الراقى بقراءة القرآن
بالمكبر على الحضور ثم يمر عليهم بعد القراءة يكتب لهم الوصفة من

প্রশ্ন ৪৯ / সমাহাতুশ শাইখ! প্রশ্নকারী বলছেন: আজকাল এমন ক্লিনিকের সংখ্যা বেড়ে গেছে যেগুলোর উপর
লেখা থাকে "কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা শরঈ চিকিৎসা"। এই ক্লিনিকে রোগী অভ্যর্থনা-কর্মীকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক
পরিশোধ করার পর ভেতরে প্রবেশ করে; এরপর রাকী লাউডস্পিকারে উপস্থিত সকলের উপর কুরআন পাঠ
করেন, তারপর পাঠ শেষে তিনি তাদের কাছে গিয়ে তাদের জন্য ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন —

عسلٍ أو ماءٍ أو سدرٍ أو غير ذلك فهل يجوز الذهاب لمثل هذه
العيادات أم في ذلك محذورٌ شرعي؟

মধু, পানি, বরই-পাতা বা এ ছাড়া অন্য কিছু। তাহলে এ ধরনের ক্লিনিকে যাওয়া কি জায়েয, নাকি তাতে শরঈ
কোনো নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে?

ج ٤٩ / إذا عُرف أن أصحابها من الخير فلا بأس لكن يقرأ على المريض،
 ينفت على المريض على صدره مثلاً على يده، ويدعو له بالشفاء، يقرأ
 الفاتحة، آية الكرسي، "قل هو الله أحد" والمعوذتين وما تيسر، يقرأ اللهم
 رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر
 سقماً ويقرأ على الآخر والآخر ويكون في هذا مخلصاً لله جل وعلا، تاركاً
 للكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس، إذا عُرف أنه رجل طيب وأنه
 من أهل الخير يسأل عن أهل العلم، يسأل عن المعروفين من جيرانه
 وغيرهم لا بأس، أما القراءة بالمكبر فلا أصل لها، يقرأ على المريض نفسه،
 ينفت على المريض وكذلك القراءة الجماعية بالميكرفون هذا أيضاً لا أصل
 له.

উত্তর ৪৯ / যদি জানা যায় যে সেগুলোর মালিকরা কল্যাণকামী মানুষ, তবে কোনো দোষ নেই; তবে তিনি রোগীর উপর পড়বেন, রোগীর উপর — যেমন তার বুকে বা তার হাতে — ফুঁ (নাফস) দেবেন, এবং তার জন্য আরোগ্যের দুআ করবেন। তিনি পড়বেন সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" ও মুআওবিযাতাইন এবং যা সহজ হয় তা। তিনি পড়বেন: (হে আল্লাহ! মানুষের রব! কষ্ট দূর করে দিন, আরোগ্য দান করুন; আপনিই আরোগ্যদাতা, আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই — এমন আরোগ্য যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না)। এরপর তিনি একজনের পর আরেকজনের উপর পড়বেন, আর এতে তিনি আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার জন্য মুখলিস থাকবেন, মিথ্যা এবং কিছু মানুষ যেসব কুসংস্কার করে তা বর্জন করবেন। যদি জানা যায় যে সে একজন ভালো মানুষ এবং কল্যাণকামীদের অন্তর্ভুক্ত — আলিমদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, তার প্রতিবেশী ও অন্যদের মধ্যে পরিচিতজনদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে — তবে কোনো দোষ নেই। তবে লাউডস্পিকারে পাঠ করার কোনো ভিত্তি নেই; তিনি রোগীর নিজের উপরই পড়বেন, রোগীর উপর ফুঁ দেবেন। তেমনি মাইক্রোফোনে সম্মিলিত পাঠ — এটিরও কোনো ভিত্তি নেই।

◆ ক্লিনিক প্রসঙ্গে ইবনে বাযের উত্তর

করুন

- ✓ মালিকরা কল্যাণকামী বলে পরিচিত হলে ক্লিনিকে যাওয়ায় দোষ নেই
- ✓ রোগীর উপর পড়া ও ফুঁ দেওয়া, আরোগ্যের দুআ করা
- ✓ আল্লাহর জন্য মুখলিস থাকা; মিথ্যা ও কুসংস্কার বর্জন

করবেন না

- ✗ লাউডস্পিকারে পাঠ: ফতোয়ায় কোনো ভিত্তি নেই
- ✗ মাইক্রোফোনে সম্মিলিত পাঠ: ফতোয়ায় কোনো ভিত্তি নেই

সিহর, মাস ও বদনজর সংক্রান্ত ফতোয়া – আল্লামা ইবনে বাযের একটি ক্যাসেট থেকে লিপিবদ্ধ: কতিপয় তালিবুল ইলমের সংকলন

فَتَاوَى السِّحْرِ وَالْمَسِّ وَالْعَيْنِ مُفَرَّغًا مِنْ شَرِيطٍ لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ بَازٍ:
إِعْدَادُ بَعْضِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ

ফযীলাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

بسبب ما انتشر الآن من تلبس الجنى بالإنسي وجلس بعض
الناس وتفرغهم لأجل الرقية وأخذ البشرى على ذلك ماذا ترون
فيه؟ يستدلون بحديث الرهط الذين رقوا الرجل بالفاتحة.

প্রশ্ন: বর্তমানে জিন কর্তৃক মানুষের উপর আসর করার ঘটনা যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং কিছু মানুষ রুকইয়াহর জন্য বসে থেকে ও পূর্ণ সময় নিয়োজিত করে এর বিনিময়ে "বুশরা" (সুসংবাদের পারিশ্রমিক) গ্রহণ করছে — এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী? তারা সেই দলটির হাদীস দিয়ে দলিল দেয় যাঁরা এক ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহ করেছিলেন।

الجواب: أما من جهة الأجر على الرقية على المريض فلا بأس بها، قال النبي ﷺ: خير ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله وهذا القارئ مثل المداوي بخلاف الذي يأخذ الأجرة على مجرد قراءته، مثل الرجل يقرأ ليتعبد لله بالقراءة، ويأخذ على هذا أجراً فهذا محرم، ولكن رجل قرأ على غيره لينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة.

উত্তর: রোগীর উপর রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের দিক থেকে বলা যায় — তাতে কোনো দোষ নেই। নবী ﷺ বলেছেন: (তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নাও, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো আল্লাহর কিতাব)। এই পাঠকারী চিকিৎসকের মতো — এর বিপরীতে সেই ব্যক্তি, যে নিছক তার পাঠের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়; যেমন কোনো ব্যক্তি পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য পড়ে এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয় — এটি হারাম। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের উপর পড়ল যাতে সে উপকৃত হয়, অথবা অন্যকে কুরআন শেখাল — তার পারিশ্রমিক গ্রহণে কোনো দোষ নেই।

◆ ইবনে উসাইমীন: কোন পাঠে পারিশ্রমিক

পাঠের ধরন	হুকুম
রোগীর উপর পড়া, যাতে সে উপকৃত হয়	পারিশ্রমিকে দোষ নেই; পাঠক চিকিৎসকের মতো
নিছক পাঠের বিনিময়ে, ইবাদতের জন্য পড়ে নেওয়া	হারাম
অন্যকে কুরআন শেখানো	পারিশ্রমিক গ্রহণে দোষ নেই

وَأَمَّا دَعْوَى أَنَّهُمْ يَقْرَأُونَ عَلَى الْجَنِّ وَأَنَّ الْجَنِّ يَخَاطِبُهُمْ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتٍ، فَإِذَا ثَبِتَ فَلَيْسَ بَبْعِيدٍ، لَيْسَ بَبْعِيدٍ

الجن

আর তাদের এই দাবি যে, তারা জিনের উপর পড়ে এবং জিন তাদের সঙ্গে কথা বলে ও এ ধরনের অন্যান্য বিষয় — এর প্রমাণ প্রয়োজন। যদি প্রমাণিত হয়, তবে তা অসম্ভব নয়; অসম্ভব নয় যে জিনেরা

يَخَاطِبُونَ الْإِنْسَانَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ مُسْلِمُونَ أَوْ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ، لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حَسَبَ مَا سَمِعْنَا مِنَ الْإِخْوَانِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ يَقُولُ إِنَّهُ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ لَا يَرُدُّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ هَذَا الْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ يَحِبُّهُ، وَأُحْيَانًا يَقُولُ إِنَّهُ يَسْتَوْضِحُّ أَنَّهُ كَافِرٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ بَوْذِيٌّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَا يَرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَيْهِ مَصْرُوعٌ قَدْ صَرَعَهُ جَنِيٌّ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ فَخَاطَبَهُ الْجَنِّيُّ وَهُوَ امْرَأَةٌ، جَنِيَّةٌ امْرَأَةٌ، وَالرَّجُلُ هُوَ الْإِنْسَانِي فَقَالَتْ إِنِّي أَحِبُّهُ، قَالَ: لَكِنَّهُ لَا

মানুষের সঙ্গে কথা বলে এবং বলে যে তারা মুসলিম কিংবা তারা কাফির। কেননা যাঁরা পড়েন সেই ভাইদের কাছ থেকে আমরা যা শুনেছি সে অনুযায়ী তাদের কেউ কেউ বলে যে সে মুসলিম, কিন্তু সে এই মানুষটির ভেতর থেকে বের হতে চায় না, কারণ সে তাকে ভালোবাসে। আর কখনো সে বলে যে সে স্পষ্ট করে জানায় সে কাফির — ইহুদি, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা এ ধরনের কিছু; কিন্তু সে বের হতে চায় না। ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তাঁর শাইখ ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর কাছে এক আসরগুস্ত ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল, যাকে এক জিন আসর করেছিল। শাইখ তার উপর পড়লেন, তখন জিনটি তাঁর সঙ্গে কথা বলল — আর সে ছিল এক নারী, নারী-জিন; আর মানুষটি ছিল পুরুষ। সে বলল: আমি তাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন: কিন্তু সে তো

يحبك فقالت له إني أريد أن أحج به، فقال: لكنه لا يريد أن يحج معك، فقراً عليه وضرب الرجل على رقبتة ضرباً شديداً حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلت ثم قال: أخرج كرامةً للشيخ. قال الشيخ: لا تخرجي كرامةً لي، أخرجي طاعةً لله ورسوله. فخرجت فأفاق الرجل فتعجب، ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ما الذي أتى به؟ قالوا: سبحان الله ما أحسست بالضرب؟

তোমাকে ভালোবাসে না। সে তাঁকে বলল: আমি তাকে নিয়ে হজ করতে চাই। তিনি বললেন: কিন্তু সে তোমার সঙ্গে হজ করতে চায় না। এরপর তিনি তার উপর পড়লেন এবং লোকটির ঘাড়ে প্রচণ্ড প্রহার করলেন — এমনকি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার হাত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে গেল। তখন সে বলল: আমি শাইখের সম্মানার্থে বের হয়ে যাচ্ছি। শাইখ বললেন: আমার সম্মানার্থে বের হয়ো না; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যস্বরূপ বের হও। অতঃপর সে বের হয়ে গেল এবং লোকটি জ্ঞান ফিরে পেল ও বিস্মিত হলো — আমাকে শাইখের দরবারে নিয়ে এল কে? — অর্থাৎ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার — অর্থাৎ কী তাকে এখানে এনেছে? তারা বলল: সুবহানাল্লাহ! তুমি কি মারের কিছুই অনুভব করোনি?

قال: ما أحسست بالضرب لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وفي الباطن على من صرعه.

সে বলল: আমি মারের কিছুই অনুভব করিনি। কেননা মার বাহ্যিকভাবে আসরগ্রস্ত ব্যক্তির উপর পড়ে, আর প্রকৃতপক্ষে তা পড়ে যে তাকে আসর করেছে তার উপর।

রুকইয়াহ শরইয়াহকে পেশা হিসেবে গ্রহণ ও পারিশ্রমিক সম্পর্কে হুকুম

حُكْمٌ فِي مِهْنَةِ الرُّقِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْأُجْرَةِ

সমাহাতুশ শাইখ আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ হাফিয়াহুল্লাহর ফতোয়াসমূহ থেকে — সৌদি আরব রাজ্যের গ্র্যান্ড মুফতি এবং হাইআতু কিবারিল উলামার সভাপতি

من فتاوى سباحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام

المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء

يتخذ بعض الناس الرقية الشرعية مهنة لهم ويأخذون من

مرضاهم بعض المال مقابل ذلك فما هو توجيهكم في ذلك أثابكم

الله؟

প্রশ্ন: কিছু মানুষ রুকইয়াহ শরইয়াহকে নিজেদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার বিনিময়ে নিজেদের রোগীদের কাছ থেকে কিছু অর্থ গ্রহণ করে — এ বিষয়ে আপনার দিকনির্দেশনা কী? আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

الأصل أن أخذ العوض عن الرقية جائز بالسنة، ويدل لذلك قصة اللديغ الذي رقاها الصحابة رضی الله عنهم، وقد استضافوهم فلم يضيفوهم، فلما لدغ سيد القوم بحثوا عن أي علاج فلم يجدوا وجاءوا إلى أصحاب رسول الله

وَقَالُوا هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَرَقَاهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَكَأَنَّمَا
نَشَطَ مِنْ عَقَالِهِ فَأَعْطَوْهُمْ جَعْلًا فَقَالُوا لَأَنْفُسَهُمْ حَتَّى نَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ فَقَالَ: اقْسَمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسُهُمْ، وَفِي

উত্তর: মূল বিধান হলো — রুকইয়াহর বিনিময়ে প্রতিদান গ্রহণ করা সুন্নাহ দ্বারা জায়েয। এর প্রমাণ বহন করে সেই দংশিত ব্যক্তির ঘটনা, যাকে সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম রুকইয়াহ করেছিলেন। তাঁরা তাদের কাছে মেহমানদারি চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করেনি। এরপর যখন গোত্রের সরদারকে দংশন করা হলো, তারা যেকোনো চিকিৎসা খুঁজল কিন্তু পেল না; তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের কাছে এসে বলল: তোমাদের মধ্যে কোনো রাকী আছে কি? তখন কতিপয় সাহাবী সূরা ফাতিহা দিয়ে তাকে রুকইয়াহ করলেন, ফলে সে যেন তার বাঁধন থেকে খুলে গেল। তারা তাঁদের পারিশ্রমিক দিল, আর তাঁরা নিজেদের মধ্যে বললেন: যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফতোয়া চাই। তখন তিনি বললেন: ভাগ করে নাও এবং আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি অংশ রাখো। আর

الْحَدِيثُ الْآخِرُ إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَأْخُذَ
الرَّاقِي اجْرًا عَلَى رَقِيَّتِهِ هَذِهِ لَا مَانِعَ مِنْهُ لَكِنِّي أَنْصَحُ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ امْتَنَهُوا
الرَّقِيَّةَ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَلَّا يَسْتَغْلَوْا ضَعْفَ الْمَرِيضِ وَعَجْزَهُ فَإِنْ
الْمَرِيضُ يَتَطَّلَعُ إِلَى الْعِلَاجِ بِكُلِّ وَسِيلَةٍ وَرَبَّمَا اسْتَغْلَوْا أَكَاذِبَ وَأَشْيَاءَ لَا
حَقَائِقَ لَهَا لِيُظْهِرُوا أَنَّهُمْ مَهْرَةٌ فِي رَقِيَّتِهِمْ، وَأَنَّهُمْ حَذَاقُ فِي هَذَا الْأَمْرِ،
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ أَوْلَيْكَ الرَّاqُونَ، وَلْيَرَاqِبُوا اللَّهَ، وَلْيَبْتَغِدُوا عَنِ الْكُذْبِ وَالِدَجْلِ
وَلْيَكُنْ هَمُّهُمْ مَنْفَعَةُ الْمَرِيضِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَخْذَ أَخْذَ الْأَجْرَةِ جَائِزٌ لَهُمْ،
وَلَكِنْ لَتَكُنْ هَذِهِ الْأَجْرَةُ بِالْمَعْقُولِ وَلَا تَكُنْ اسْتَغْلَالِيَّةً وَلَا انْتِهَازِيَّةً فَلْيَتَّقُوا
اللَّهُ فِي أُمُورِهِمْ.

অপর হাদীসে — "নিশ্চয়ই তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নাও, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার হলো আল্লাহর কিতাব" — সুতরাং রাকীর এই রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণে কোনো বাধা নেই, এতে

কোনো বাধা নেই। কিন্তু আমি যাঁরা রুকইয়াহকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের উপদেশ দিই — তাঁরা যেন নিজেদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করেন এবং রোগীর দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের সুযোগ না নেন। কেননা রোগী সর্বপ্রকার উপায়ে চিকিৎসার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর হয়তো তাঁরা মিথ্যা কথা ও ভিত্তিহীন বিষয় ব্যবহার করেন এটা দেখানোর জন্য যে তাঁরা নিজেদের রুকইয়াহতে দক্ষ এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। সুতরাং ওই রাকীগণ যেন আল্লাহকে ভয় করেন, আল্লাহকে সদা পর্যবেক্ষক জানেন, মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকেন, আর তাঁদের লক্ষ্য যেন হয় রোগীর উপকার। নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা (পারিশ্রমিক গ্রহণ করা) তাঁদের জন্য জায়েয; কিন্তু এই পারিশ্রমিক যেন যুক্তিসংগত হয়, শোষণমূলক না হয় এবং সুযোগসন্ধানী না হয়। সুতরাং তাঁরা যেন নিজেদের সব বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করেন।

◆ গ্র্যান্ড মুফতির উপদেশ

করুন

- ✓ রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ, মূল বিধান জায়েয
- ✓ পারিশ্রমিক যুক্তিসংগত হওয়া

করবেন না

- ✗ রোগীর দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নেওয়া
- ✗ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা দিয়ে দক্ষতা দেখানো
- ✗ শোষণমূলক ও সুযোগসন্ধানী পারিশ্রমিক

আব্দুল আযীয আলুশ শাইখের ফতোয়া

◆ এক নজরে

- ★ উদ্ধৃত ফায়দা: রুকইয়াহর পারিশ্রমিক জায়েয; প্রয়োজনে রুকইয়াহ চাওয়া সত্তর হাজারের শর্তে ব্যাঘাত ঘটায় না
- ★ খুদাইর: বিনিময় না নেওয়া ইখলাসের নিশ্চিত প্রমাণ নয়
- ★ একটি ফতোয়া: পারিশ্রমিক নিছক পাঠের নয়, রাকীর শ্রম ও পরিশ্রমের বিনিময়ে
- ★ ইবনে বায: লাউডম্পিকার ও সম্মিলিত পাঠের কোনো ভিত্তি নেই
- ★ ইবনে উসাইমীন: রোগীর উপর পাঠের পারিশ্রমিকে দোষ নেই
- ★ গ্র্যান্ড মুফতি: পারিশ্রমিক জায়েয, তবে যুক্তিসংগত হতে হবে

◆ যাচাই করুন

1. খুদাইরের মতে বিনিময় না নেওয়া ইখলাসের কী?

ক. অকাটা প্রমাণ

খ. নিশ্চিত প্রমাণ নয়

2. ইবনে বাযের উত্তরে ক্লিনিকে লাউডস্পিকারে পাঠ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. সুন্নাহ

খ. কোনো ভিত্তি নেই

3. ইবনে উসাইমীনের মতে ইবাদতের জন্য নিছক পাঠের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া কী?

ক. জায়েয

খ. হারাম

4. গ্র্যান্ড মুফতি কেমন পারিশ্রমিকের কথা বলেছেন?

ক. যত বেশি সম্ভব

খ. যুক্তিসংগত, শোষণমূলক নয়

5. ৫০০০ রিয়ালের শর্তের প্রশ্নে বলা হয়েছে, পারিশ্রমিক কীসের বিনিময়ে?

ক. নিছক পাঠের

খ. রাকীর শ্রম ও পরিশ্রমের

6. গ্র্যান্ড মুফতির মতে মূল বিধান কী?

ক. হারাম

খ. সুন্নাহ দ্বারা জায়েয

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ

মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার উদ্দেশ্যে রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের হুকুম

حُكْمُ اخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقِيَةِ لِلاِسْتِغْنَاءِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ

السؤال: إنني أقوم بالوعظ والإرشاد، وأقوم بالإمامة جمعة جماعة في أحد الجوامع، وأسست مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتب السنة، وأدرس بنفس المسجد في الحديث والفقه والتوحيد والتفسير،

প্রশ্ন: আমি ওয়াজ ও দিকনির্দেশনার কাজ করি, এবং একটি জামে মসজিদে জুমা ও জামাতের ইমামতি করি। আমি একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছি, যাতে সুন্নাহর গ্রন্থাবলি থেকে বেশ কিছু মূল্যবান কিতাব রয়েছে; আর ওই

মসজিদেই আমি হাদীস, ফিকহ, তাওহীদ ও তাফসীর পড়াই,

টীকা

1. শাইখ: আব্দুল আযীয আর-রাজিহী, <http://shrajhi.com/Books/ID/5348>
2. শাইখ: আব্দুল আযীয আর-রাজিহী, <http://shrajhi.com/Books/ID/3438>
3. শাইখ: আব্দুল আযীয আর-রাজিহী, <http://portal.shrajhi.com/Books/ID/1836>
4. শাইখ: আব্দুল আযীয আর-রাজিহী, <http://portal.shrajhi.com/Books/ID/5348>
5. শাইখ: আব্দুল কারীম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খুদাইর, হাফিয ইবনে কাসীরের «ইখতিসারু উলুমিল হাদীস» গ্রন্থের ব্যাখ্যা, খণ্ড ১৩, ব্যাখ্যা: ২৮তম প্রকার — হাদীস-অশ্বেষীর আদব সম্পর্কে; ব্যাখ্যা: ২৯তম প্রকার — উঁচু ও নিচু সনদ পরিচিতি, <http://www.khudheir.com/audio/1722>
6. শাইখ: সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মাজিদ, ফতোয়া নম্বর: ৫৮৬২ — তারিখ: ১৬/০২/১৪৩০, শ্রেণিভুক্ত: আল-ইজারা।

অধ্যায় ৬ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৭

রুকইয়াহর পারিশ্রমিক ও রুকইয়াহ-কেন্দ্র প্রসঙ্গে ফতোয়া

আর আমি রোগীদের চিকিৎসা করি সেই রুকইয়াহ শরইয়াহ দিয়ে, যা সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত — যেমন তাঁর নিজ পরিবার ও সাহাবীদের জন্য করা রুকইয়াহ, এবং জিবরীল আলাইহিস সালামের রুকইয়াহ। আমি হাদীসের গণ্ডি অতিক্রম করি না। আপনি তো জানেনই যে রুকইয়াহ সুন্নাহর গ্রন্থসমূহে প্রমাণিত। আর আমি সবচেয়ে বেশি যা দিয়ে রুকইয়াহ করি তা শাইখুল ইসলামের গ্রন্থসমূহে এসেছে, যেমন **إيضاح الدلالة في عموم الرسالة** (ঈয়াহুদ দালালাহ ফী উমূমির রিসালাহ) এবং তাঁর অন্যান্য সুপরিচিত গ্রন্থ; আর ইবনুল কায়্যিমের গ্রন্থসমূহ, তার মধ্যে **زاد المعاد** (যাদুল মাআদ)।

আপনার অজানা নয় যে আমি এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করি — দলিল হিসেবে গ্রহণ করি সহীহাইনে বর্ণিত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই হাদীস, যা রুকইয়াহ করা ও তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয হওয়ার উপর প্রমাণবহ।

হাদীসটি আপনার সমীপে সুপরিচিত। আর যা আমাকে পারিশ্রমিক গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তা হলো মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা। কেননা আমি দৃষ্টিশক্তিহীন, আমার পারিবারিক পরিস্থিতি রয়েছে, আর ভাগ্য আমাকে কোনো চাকরির সুযোগ দেয়নি, এবং আমি জানি যে এটি জায়েয ও হালাল; অথচ কিছু মূর্থ ব্যক্তি বিনা দলিলে আমার উপর আপত্তি তুলেছে।

তাই আমি আল্লাহর কাছে, অতঃপর আপনার সমীপে প্রত্যাশা করি — আপনার পক্ষ থেকে একটি ফতোয়া জারি হোক, যাতে যা স্পষ্ট করা দরকার তা স্পষ্ট হয়; যেন আমি স্বচ্ছ জ্ঞানের উপর থাকতে পারি এবং যে ব্যক্তি মূর্থতাবশত আপত্তি তোলে তাকে সন্তুষ্ট করা যায়।

আর যদি আপনি মনে করেন যে আমার এই কাজে আমি বাতিলের উপর আছি, তবে আমি এমন ফতোয়া প্রত্যাশা করি যা আমাকে সন্তুষ্ট করবে; আমি আপনার কোনো মতের বিরোধিতা করব না।

উত্তর: বাস্তবতা যদি আপনার বর্ণনামতোই হয় — অর্থাৎ আপনি রোগীদের চিকিৎসা করেন রুকইয়াহ শরইয়াহ দিয়ে, আপনি কাউকে রুকইয়াহ করেননি নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত জিনিস ছাড়া, এবং এ ব্যাপারে আপনি আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থসমূহে যা উল্লেখ করেছেন এবং আল্লামা ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ রহিমাহুল্লাহ যাদুল মাআদ-এ যা লিখেছেন, এবং সেগুলোর অনুরূপ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের গ্রন্থসমূহের দিকে ফিরে যেতে সচেষ্ট থাকেন — তবে আপনার কাজ জায়েয, আপনার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ও ইনশাআল্লাহ পুরস্কারযোগ্য, এবং এর বিনিময়ে আপনার পারিশ্রমিক গ্রহণে কোনো দোষ নেই; আপনি আপনার প্রশ্নে যে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তার কারণে।

আর আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যা উল্লেখ করেছেন — অর্থাৎ আপনি মানুষকে ওয়াজ-নসীহত ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তাদের পাঠদান করেছেন এবং মসজিদে তাদের নিয়ে নামায পড়েছেন, আর আপনি একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন যেখানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের রচিত মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে — এসবের উপর তিনি আপনাকে পুরস্কৃত করুন, আপনার ভাইদের পক্ষ থেকে আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন; এবং আমরা আল্লাহর কাছে আশা করি তিনি আপনাকে কল্যাণ ও সংকর্মের

তাওফীক বৃদ্ধি করে দিন, আর তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা আপনাকে মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন। নিশ্চয়ই তিনি — সুবহানাহু — নিকটবর্তী, দোয়া কবুলকারী। আর আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী

মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের উপর। (১)

◆ অন্ধ রাকীর ফতোয়া

প্রশ্নকারীর বর্ণনা	ফতোয়ার উত্তর
রুকইয়াহ শরইয়্যাহ দিয়ে চিকিৎসা; হাদীসের গণ্ডি অতিক্রম করেন না	শর্ত: নবী থেকে প্রমাণিত জিনিসই ব্যবহার
আবু সাঈদের হাদীসের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক নেন	কাজ জায়েয, প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়; পারিশ্রমিকে দোষ নেই
দৃষ্টিশক্তিহীন, চাকরি পাননি; অমুখাপেক্ষী থাকতে চান	আল্লাহর কাছে প্রার্থনা: মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী করুন

রুকইয়াহ শরইয়্যাহ ও হিজামার চিকিৎসার জন্য কি তার একটি কেন্দ্র খোলা জায়েয?

আমি একজন মুসলিম যুবক, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মানহাজের দিকে আহ্বানকারীদের একজন। ৩ বছর আগে থেকে আমি সন্তোষজনক নীতিমালা অনুসারে মানুষকে রুকইয়াহ শরইয়্যাহ করে আসছি — অনিয়মিতভাবে, কিছু অর্থের বিনিময়ে, যা দিয়ে আমি আমার কিছু প্রয়োজন মেটাই। অতঃপর আল্লাহ আমার জন্য কবুলিয়াত লিখে দিলেন,

তাই আল্লাহ আমার হাতে বহু মানুষকে আরোগ্য দান করলেন এবং আরও অনেককে সঠিক পথে হিদায়াত দিলেন, তাঁর তাওহীদের তাওফীক দিলেন ও শিরক থেকে দূরে থাকার তাওফীক দিলেন — এতদসত্ত্বেও যে, আমাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে কিছু জাদুকর এবং কিছু বিদ্বৈষপরাণ লোকের, যারা রুকইয়াহ শরইয়্যাহ থেকে নিরুৎসাহিত করে এবং একে বিদআত ও হারাম উপার্জন বলে আখ্যায়িত করে। ফলে আমার কাছে মানুষের ভিড় বেড়ে গেল এবং তারা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল — কেননা এ কাজের জন্য পূর্ণকালীন নিয়োজিত রাকী পাওয়া যায় না। এসবই ঘটছে এমন অবস্থায় যে, আমি মানুষকে রুকইয়াহ করি আমার অত্যন্ত সাধারণ ঘরে, যা আমার জন্য

অস্বস্তি ও কষ্টের কারণ হয়েছে; আর ঘন ঘন দরজায় করাঘাত করে তারা আমার পরিবারকে কষ্ট দিয়েছে। আর তাদের প্রতি অতিরিক্ত লজ্জাবোধের কারণে তাদের রুকইয়াহ করতে গিয়ে আমি ওয়াজিব কিছু স্বার্থ নষ্ট ও অবহেলা করতে শুরু করেছি। তাই আমি চিন্তা করলাম একটি নির্দিষ্ট জায়গা ভাড়া নিয়ে সেটিকে রুকইয়াহ শরইয়্যাহ ও হিজামার জন্য নির্দিষ্ট করতে — যেমন একজন ব্যক্তির রুকইয়াহর বিনিময়ে ২০ রিয়ালের সমপরিমাণ নেওয়া হবে — যাতে ভাড়ার দেনা ও আমার কিছু অপরিহার্য প্রয়োজন মেটানো যায়। কিন্তু আমি হতবাক হলাম কিছু ইলমের দাবিদার মুসলিমের আপত্তি দেখে; তারা বলে যে এই নির্দিষ্টকরণ বিদআত, উম্মাহর সালাফ থেকে এর পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং এই পদ্ধতিতে উপার্জন হারাম। তাহলে কি রুকইয়াহ শরইয়্যাহ ও হিজামার জন্য ক্লিনিকের মতো একটি কেন্দ্র খোলা জায়েয হবে —

এই নির্দিষ্টকরণসহ, বিশেষত একটি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে — অথচ আমি অভাবী ও অসচ্ছল, আমার উপর ভরণপোষণের দায়িত্ব রয়েছে, আমি একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছি এবং কঠোর পরিশ্রমের কাজ সহিতে পারি না; আর যে ব্যক্তি রুকইয়াহর জন্য পূর্ণকালীন নিয়োজিত হবে, তাওহীদের দিকে ডাকবে ও শিরক থেকে নিষেধ করবে — এমন ব্যক্তির প্রতি মুসলিমদের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি? আর কুরআনী ক্লিনিক জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে, যদি এরপর আমি অন্য কোনো চাকরি পাই:

- আমি কি রুকইয়াহ ছেড়ে দিয়ে সেই চাকরিতে চলে যাব — এতে যে ক্ষতিগুলো অবধারিত, অর্থাৎ সংকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ও বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হওয়া, তা সত্ত্বেও।

2. নাকি আমি উভয়টি একত্রে করব এবং একটি দ্বারা অপরটির ক্ষতি না করে দুটির মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করব।
3. নাকি আমি চাকরি প্রত্যাখ্যান করে কেবল রুকইয়াহ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব — এর সম্প্রসারিত উপকারিতার কারণে এবং মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার্থে।

আর কুরআনী ক্লিনিক জায়েয না হওয়ার ক্ষেত্রে:

1. আমি কি রুকইয়াহ চূড়ান্তভাবে বন্ধ করে দেব?
2. নাকি আমার ঘরেই রুকইয়াহ করতে থাকা উত্তম হবে, এই নির্দিষ্টকরণ এড়িয়ে চলব এবং মানুষের কষ্ট ও তাদের অস্বস্তিতে ফেলার উপর ধৈর্য ধরব?

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। প্রথমত: বাস্তবতা যদি আপনার বর্ণনামতোই হয় — অর্থাৎ আপনি রুকইয়াহ শরইয়াহ দিয়ে রুকইয়াহ করেন, আর মানুষের তার প্রতি প্রয়োজন রয়েছে — তবে আমরা আল্লাহর কাছে আপনার জন্য প্রতিদান, পুরস্কার, তাওফীক ও সঠিকতা প্রার্থনা করি। আর এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণে আপনার উপর কোনো অসুবিধা নেই।

শাইখ ইবনে বায রহিমাল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আমরা কুরআন দিয়ে চিকিৎসাকারী কিছু ব্যক্তির কথা শুনি, যাঁরা জাদু, বদনজর ও শয়তানী আসরের চিকিৎসার জন্য পানি বা সুগন্ধি তেলের উপর কুরআন ও শরীয়তসম্মত দোয়াসমূহ পড়েন এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন — এটি কি শরীয়তসম্মতভাবে জায়েয? আর তেল বা পানির উপর পড়া কি রোগীর উপর সরাসরি চিকিৎসকের পড়ার হুকুম গ্রহণ করে?

তিনি উত্তর দিলেন:

রোগীর রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণে কোনো অসুবিধা নেই, কেননা সহীহাইনে প্রমাণিত হয়েছে:

أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَفَدُوا عَلَى حِيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرَهُهُمْ أَيُّ: لَمْ يَضِيفُوهُمْ وَلَدَغَ سَيْدِهِمْ وَفَعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ؛ لَا يَنْفَعُهُ، فَأَتَوْا الْوَفْدَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَإِنْ سَيَدُنَا قَدْ لَدَغَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، وَلَكِنْكُمْ لَمْ تَقْرُونَا فَلَا نَرْقِيهِ إِلَّا بِجُعْلِ أَيُّ: أَجْرَةٍ فَاتَّفَقُوا مَعَهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَرَقَاهُ أَحَدُ الصَّحَابَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَشَفِيَ فَأَعْطَوْهُمْ مَا جَعَلَ لَهُمْ فَقَالَ الصَّحَابَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ: لَنْ نَفْعَلَ شَيْئًا حَتَّى نَخْبِرَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا قَدَمُوا الْمَدِينَةَ أَخْبَرُوهُ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ

সাহাবীগণের একটি দল আরবের একটি গোত্রের কাছে এলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করল না (অর্থাৎ: তাদের অতিথি হিসেবে গ্রহণ করল না)। এরপর তাদের সরদারকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করল এবং তারা সব কিছুই করল, কিন্তু কিছুই তার উপকারে এল না। তখন তারা সাহাবীগণের সেই দলের কাছে এসে তাঁদের বলল: আপনাদের মধ্যে কি কোনো রাকী আছেন? আমাদের সরদারকে তো দংশন করেছে। তাঁরা বললেন: হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারি করোনি, তাই পারিশ্রমিক (جُفْل — অর্থাৎ: উজরত) ছাড়া আমরা তাকে রুকইয়াহ করব না। অতঃপর তাঁরা তাদের সঙ্গে একপাল বকরির উপর একমত হলেন। তারপর সাহাবীগণের একজন সূরা ফাতিহা দিয়ে তাকে রুকইয়াহ করলেন এবং সে সুস্থ হয়ে গেল। তখন তারা তাঁদের জন্য নির্ধারিত জিনিস তাঁদের দিয়ে দিল। সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে বললেন: নবী ﷺ-কে না জানানো পর্যন্ত আমরা কিছুই করব না। অতঃপর তাঁরা যখন মদীনায় এলেন, তাঁরা তাঁকে ﷺ এ বিষয়ে জানালেন। তিনি বললেন: তোমরা ঠিকই করেছ।

বর্ণনা করেছেন বুখারী (২১১৫) ও মুসলিম (৪০৮০)।

আর রোগী, জাদুগ্রস্ত ও উন্মাদের চিকিৎসায় পানি ও তেলের উপর পড়ায় কোনো অসুবিধা নেই; তবে রোগীর উপর সরাসরি পড়া ও তার উপর নাফস করা অগ্রগণ্য, উত্তম ও পূর্ণাঙ্গতর। আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ সাবিত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাসের জন্য পানিতে পড়েছিলেন এবং তা তার উপর ঢেলে দিয়েছিলেন। আর নবী ﷺ বলেছেন:

لَا بَأْسَ بِالرَّقِيِّ مَا لَمْ تَكُنْ شَرًّا

রুকইয়াহতে কোনো অসুবিধা নেই, যতক্ষণ না তা শিরক হয়।

মুসলিম (৪০৭৯)। আর এই সহীহ হাদীসটি ব্যাপক অর্থবোধক — রোগীর নিজের উপর রুকইয়াহ করা, এবং পানি ও তেল ইত্যাদির মধ্যে রুকইয়াহ করা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহই তাওফীকের অধিকারী।। সমাপ্ত

মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায (১৯/৩৩৮)

আর আল-লাজনা তুদ দায়িমার আলিমগণকে জিজ্ঞাসা করা হলো: এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষকে রুকইয়াহ করে এবং নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত জিনিস ছাড়া অন্য কিছু জানে না, আর এ ব্যাপারে সে নির্ভরযোগ্য আলিমদের গ্রন্থসমূহের দিকে ফিরে যায়?

তাঁরা উত্তর দিলেন:

বাস্তবতা যদি আপনার বর্ণনামতোই হয় — অর্থাৎ আপনি রোগীদের চিকিৎসা করেন রুকইয়াহ শরইয়াহ দিয়ে, আপনি কাউকে রুকইয়াহ করেননি নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত জিনিস ছাড়া, এবং এ ব্যাপারে আপনি আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থসমূহে যা উল্লেখ করেছেন এবং আল্লামা ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ রহিমাহুল্লাহ (যাদুল মাআদ)-এ যা লিখেছেন, এবং সেগুলোর অনুরূপ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের গ্রন্থসমূহের দিকে ফিরে যেতে সচেষ্ট থাকেন — তবে আপনার কাজ জায়েয, আপনার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ও ইনশাআল্লাহ পুরস্কারযোগ্য, এবং এর বিনিময়ে আপনার পারিশ্রমিক গ্রহণে কোনো দোষ নেই; আপনি আপনার প্রশ্নে যে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তার কারণে... সমাপ্ত।

আর আবু সাদীর হাদীস হলো পূর্বে উল্লিখিত সেই হাদীস, যেখানে দংশিত ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহ করার কথা এসেছে।

আর যেহেতু রুকইয়াহ জায়েয এবং তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণও জায়েয হয়েছে, তাই ঘরের লোকদের উপর থেকে সংকীর্ণতা ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে তা ঘরে হোক, কিংবা ভাড়া করা কোনো স্থানে হোক, কিংবা বিশেষ কোনো বাড়িতে হোক — এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর যে ব্যক্তি এই যুক্তিতে তা নিষেধ করে যে, সালাফ থেকে এই পদ্ধতিতে উপার্জনের কথা জানা যায় না — তার কথার কোনো ভিত্তি নেই। কেননা যখন প্রমাণিত হলো যে কাজটি মুবাহ এবং তার উপর পারিশ্রমিক জায়েয, তখন এই পেশাকে হারাম বলা ইলম ছাড়াই কথা বলার শামিল।

আর বুখারী তাঁর (সহীহ)-এ কিতাবুল ইজারায় বলেছেন:

بَاب مَا يُعْطَى فِي الرِّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

«আরবের গোত্রসমূহের উপর সূরা ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহ করার বিনিময়ে যা দেওয়া হয় — সে অধ্যায়।»

আর ইবনে আব্বাস নবী ﷺ থেকে বলেছেন:

أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ

«তোমরা যেসবের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করো, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার হলো আল্লাহর কিতাব।»

.. সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ত: ইতিপূর্বে (৭১৩০৩) নং প্রশ্নের উত্তরে হিজামার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের হুকুমে আলিমদের মতভেদের ব্যাখ্যা এসেছে; এবং সঠিক কথা হলো তা জায়েয, হারাম নয়। নবী ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন মাকরুহ হওয়ার দিক থেকে, হারাম হওয়ার দিক থেকে নয়।

তৃতীয়ত: রুকইয়াহ ও হিজামার চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ ক্লিনিক খোলায় আপনার উপর কোনো অসুবিধা নেই, যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে। আর আপনি অন্য কোনো চাকরি পেলে রুকইয়াহ ছেড়ে দেওয়া আপনার উপর আবশ্যিক নয়; বরং আপনি যেভাবে উপযুক্ত মনে করেন সেভাবে দুই কাজের মধ্যে সমন্বয় করতে পারেন — এমনভাবে যে আপনি নিজের বা আপনার পরিবারের ক্ষতি করবেন না।

আর যেহেতু রোগীদের রুকইয়াহয় নিয়োজিত থাকা তাদের দাওয়াত দেওয়ার, তাদের নসীহত করার ও কল্যাণের দিকে পথনির্দেশ করার একটি উত্তম প্রবেশপথ — যেমনটি আপনি উল্লেখ করেছেন — তাই আপনার এ কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, যদিও আপনার জন্য অন্য কোনো চাকরির সুযোগ হয়; কেননা এটি অন্যদের প্রতি সম্প্রসারিত উপকার ও ইহসানের অন্তর্ভুক্ত।

আর চিকিৎসকের উচিত আল্লাহ তাআলার তত্ত্বাবধানের অনুভূতি রাখা, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁকে ভয় করা, মানুষের সঙ্গে সহজ ও উদার হওয়া — পারিশ্রমিক বা ওষুধের মূল্যের ব্যাপারে তাদের উপর কষ্ট না চাপানো, তাদের স্মরণ

করিয়ে দেওয়া যে আরোগ্য কেবল এক আল্লাহ তাআলারই হাতে, তাদেরকে আল্লাহর দিকে তওবা করার এবং গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার নসীহত করা — কেননা গুনাহই বহু বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার কারণ... আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আল-ইসলাম সুআল ওয়া জাওয়াব

◆ কেন্দ্র খোলা: ফতোয়ার উত্তর

- ১ রুকইয়াহর পারিশ্রমিক
নেওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই
- ২ হিজামার পারিশ্রমিক
জায়েয, হারাম নয়; নবীর নিষেধ মাকরুহ অর্থে
- ৩ স্থান
ঘর, ভাড়া করা স্থান বা বিশেষ বাড়িতে কোনো পার্থক্য নেই
- ৪ অন্য চাকরি পেলে
রুকইয়াহ ছাড়া আবশ্যিক নয়; সমন্বয় করা যায়
- ৫ চিকিৎসকের প্রতি
আল্লাহর তত্ত্বাবধানের অনুভূতি; মানুষের সঙ্গে সহজ হওয়া

আল-ইসলাম সুআল ওয়া জাওয়াবের উত্তর

রুকইয়াহর জন্য পূর্ণকালীন নিয়োজিত হওয়া ও একে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা

এমন একটি শিরোনাম, যা হয়তো অনেকের পছন্দ হবে না — বিশেষত তাঁদের, যাঁদের আল্লাহ সুস্থতা দান করেছেন, কিংবা যাঁরা জাদুকরদের বিস্তার সম্পর্কে বিশ্বে যা ঘটছে তার বাস্তবতা জানেন না। কেউ হয়তো বলবেন: রুকইয়াহর জন্য কেন্দ্র খোলার প্রয়োজনটা কী? — অথচ কিছু আলিম বুঝতে পেরেছেন প্রতিদিন আমরা কীসের মধ্যে আছি; আমরা প্রতিদিন শুনি কোনো জাদুকর, কোনো জাদুকরিণী বা কোনো ভণ্ডকে গ্রেফতার করার খবর — আর সুন্নাহর ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবান কিছু ব্যক্তি, আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দিন — আর আমরাও তাঁদের মানহাজের উপরই আছি — তাঁরা মনে করেন যে সাহাবীগণ এসব বিষয়ের জন্য পূর্ণকালীন নিয়োজিত হননি, যেমনটি এ যুগে হচ্ছে।

তাই রুকইয়াহর কেন্দ্র খোলা, তার নিয়মনীতি প্রণয়ন এবং এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের এর জন্য পূর্ণকালীন নিয়োজিত হওয়া ও তাঁদের সহযোগিতা করার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে; আর তা নিম্নলিখিত কারণে:

1. জাদুকরদের আধিক্য ও তাদের বিস্তার — সাহাবীদের যুগে যা ছিল তার বিপরীতে। কেননা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত যে, তিনি সেনাপতিদের কাছে লিখেছিলেন — তারা যেন জাদুকরদের যাকে পায় তাকেই হত্যা করে, যেন তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচা যায়। আবু উসমান আন-নাহদী বলেন: (فقتلنا ثلاث سواحر) — «অতঃপর আমরা তিনজন জাদুকরিণীকে হত্যা করেছি»। এভাবেই এসেছে সহীহ বুখারীতে বাজালাহ ইবনে আবদাহ থেকে [বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ সহীহ সনদে, আর এর মূল আছে "বুখারী"তে] — ইসলামী ভূখণ্ডে তিনজন জাদুকর।

তাহলে কেমন হবে, যখন একটিমাত্র শহরে — যেমন জেদ্দা কিংবা মক্কায় — দেশের ভেতরের ও দেশের বাইরের হাজার হাজার জাদুকর থাকে!

2. মুসলিমদের সন্তানেরা এখন জাদু শিখছে; এমনকি মাধ্যমিক (মুতাওয়াসসিতা) বিদ্যালয়গুলোতেও জাদুর বড় বড় গ্রন্থ জন্ম করা হচ্ছে।
3. বহু মুসলিম স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে গণকব্জি ও ভাগ্যগণনায় পতিত হয়েছে, আর নারী-পুরুষ জাদু শিখছে।
4. আক্রান্তদের আধিক্য — রুহানী রোগেই হোক কিংবা শারীরিক রোগে।
5. মানুষের জাদুকরদের শরণাপন্ন হওয়ার বিকল্প হিসেবে শরীয়তসম্মত চিকিৎসার স্থান থাকা অপরিহার্য করে তোলে; যাতে রোগী জাদুকরের দিকে যাওয়ার বদলে একজন শরীয়তসম্মত রাকীর দিকে যায়।
6. বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পূর্ণকালীন নিয়োজিত হওয়া অপরিহার্য: কত রোগী এমন কল্যাণকামীদের কাছে যায় যাঁরা পূর্ণকালীন নিয়োজিত নন, ফলে তিনি নিজের চাকরি, পড়াশোনা বা ব্যবসায় ব্যস্ততার অজুহাত দেখান।
7. যারা রুকইয়াহ করেন তাঁদের স্বল্পতা এবং রুকইয়াহয় অভিজ্ঞদের স্বল্পতা। উদাহরণস্বরূপ: ৩০ জন রাকী, তাঁদের মধ্যে ১০ জন অভিজ্ঞ — তাঁরা কি এমন একটি অঞ্চল কভার করার জন্য যথেষ্ট, যার জনসংখ্যা ৫ মিলিয়ন?
8. বহু মানুষের কুরআন দিয়ে চিকিৎসা গ্রহণের আশ্রয় নেওয়া — রোগ রুহানী হোক (বদনজর — জাদু — আসর) কিংবা শারীরিক রোগ হোক (ক্যান্সার — পক্ষাঘাত — মৃগী.. ইত্যাদি) — বিশেষত তারা বিরাট ফলাফল দেখতে পাওয়ার পর।
9. রাকী কীভাবে অভিজ্ঞ হবে যদি সে পূর্ণকালীন নিয়োজিত না হয়, আর কীভাবেই বা অভিজ্ঞতা অর্জন করবে যদি সে পূর্ণকালীন নিয়োজিত না হয়।
10. পূর্ণকালীন নিয়োজিত হওয়া অপরিহার্য — বহু মানুষের চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্য পূর্ণকালীন নিয়োজিত হওয়ার তুলনায়; অথচ তা সত্ত্বেও তারা রোগীদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেনি।

◆ পূর্ণকালীন নিয়োজিত হওয়ার কারণ

লেখকের বর্ণিত কারণ

জাদুকরদের আধিক্য
সাহাবীদের যুগের তুলনায় বিস্তার

জাদু শিক্ষা
মুসলিমদের সন্তানেরা জাদু শিখছে

গণকব্জি
স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে বহু
মুসলিম পতিত

আক্রান্তদের আধিক্য
রুহানী ও শারীরিক রোগে

বিকল্প
জাদুকরের বদলে শরীয়তসম্মত রাকীর
কাছে যাওয়া

নিয়ন্ত্রণ
পূর্ণকালীন না হলে ব্যস্ততার অজুহাত

স্বল্পতা
রাকী ও অভিজ্ঞ রাকীর সংখ্যা কম

অভিজ্ঞতা
পূর্ণকালীন না হলে অভিজ্ঞতা অর্জন
কঠিন

দশটি কারণের মধ্য থেকে আটটি

আমরা পারিশ্রমিক গ্রহণ নিয়ে আলোচনা করলাম.. কিন্তু এমন কিছু রাকী আছেন যাঁরা পারিশ্রমিকের যোগ্য নন:

1. তাঁদের মধ্যে আছে অজ্ঞ ব্যক্তি: যে মনে করে সে রুকইয়াহয় আলিম হয়ে গেছে — এ কারণে যে সে কিছু আয়াত পড়েছে, ফলে জিন মূর্ছা গেছে ও কথা বলেছে।
2. তাঁদের মধ্যে আছে মিথ্যাবাদী: যেমন সেই ব্যক্তি, যে বলে: আমি কঠিন কেসগুলোর চিকিৎসা করি, জিনের উপর ফয়সালা দিই, আর জাদু আমি বের করে আনি; অথবা বলে: আমার কাছে কেসগুলো দীর্ঘ হয় না — ফলে মানুষ তার কাছে ছুটে যায়; আর তারা হয়তো ইন্টারনেটে তার ভিডিও ক্লিপ দেখে, যাতে সে বলে যে সে কোনো ইফরীত, কোনো ফেরেশতা কিংবা স্বয়ং ইবলীসকে বের করে এনেছে।
3. আর তাঁদের মধ্যে আছে এমন ব্যক্তি, যে বিনিময় গ্রহণ করে না, কিন্তু তুমি যদি তার দামি পণ্য না কেনো তবে সে কেসটি প্রত্যাখ্যান করে।
4. তাঁদের মধ্যে আছে সেই ব্যক্তি, যে এক-দুই মিনিট পড়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়, আর কখনো কসম করে বলে যে রোগী জাদু, বদনজর বা আসর থেকে মুক্ত, অথবা তার যা আছে তা কেবল একটি মানসিক অবস্থা।
5. তাঁদের মধ্যে আছে সেই ব্যক্তি, যার অতীত মন্দ এবং এখনো যার সম্পর্কে মিথ্যা বলা সুবিদিত; আর সে নিজেকে এমন সব নামে ডাকে যেগুলোর সে যোগ্য নয়, যেমন: বিশ্ব রাকীদের প্রধান, কিংবা জিন-দমনকারী, কিংবা জাদুকরদের ত্রাস, কিংবা রুকইয়াহ শরইয়াহ, ভেষজ ও হিজামায় প্রথম বিশেষজ্ঞ। অথচ হতে পারে এমন কেউ আছেন যিনি এই নাম ও অন্যান্য নামের যোগ্য। কিন্তু এক বছরে বা কয়েক বছরে কোনো ব্যক্তি এসে হাজির হবে — অথচ তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও অধিক যোগ্য লোক বিদ্যমান — অতঃপর সে নিজেই নিজের নাম রাখবে! হায়, যদি মানুষ তাকে সে নামে ডাকত, কিংবা কোনো সংস্থা তাকে এ মর্যাদায় বসাত।
6. তাঁদের মধ্যে আছে দুশ্চরিত্র ব্যক্তি: যে রুকইয়াহকে নারীদের সম্বন্ধে হস্তক্ষেপের মাধ্যম বানিয়েছে — ফলে সে যিনা করে ও সম্বন্ধ নষ্ট করে, এমনকি বিয়ের অজুহাতে হলেও। আমি বোঝাতে চাইছি যে, তাদের কেউ কেউ বছরে ৫ – ১০ বার বিয়ে করে — আমি অতিরঞ্জন করছি না — এবং মনে করে যে সে যা করছে তা হালাল, অথচ সে হারাম উপভোগই করছে। এমনকি তাদের কেউ কেউ বলে: অমুক নারী আমার কাছে এসে নিজেকে পেশ করেছে, আর আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি; সে আমাকে আরেকজন রোগিনীর কথা জানায় এবং বলে যে সে সুন্দরী — ফলে সে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাকে দেখে, তার সঙ্গে চুক্তি করে এবং অভিভাবক ছাড়াই বিয়ে করে ফেলে।
7. তাঁদের মধ্যে আছে বিকৃতরুচির ব্যক্তি: যে নারীদের দ্বারা ভোগ করে, যদিও যিনায় লিপ্ত হয় না। আর এটি তাদের কারও কারও ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় — যে মহিলাকে মাহরাম ছাড়া ও কোনো সঙ্গিনী ছাড়া একাকী রুকইয়াহ করে; এমনকি সে ঘরে গিয়ে তাকে তার নিজের বাড়িতে একা রুকইয়াহ করে ও তাকে স্পর্শ করে।
8. তাঁদের মধ্যে আছে সেই ব্যক্তি, যে রুকইয়াহকে সব কিছুর মধ্যে ঢুকিয়েছে: ব্যক্তিগত রুকইয়াহ, সমষ্টিগত রুকইয়াহ, ফেসবুক, স্কাইপি, টেলিফোনে রুকইয়াহ, আর ফি নির্ধারণ করা — অথচ সে এ কাজের যোগ্য নয়; যদিও এসব জায়েয, তবে নির্দিষ্ট নীতিমালা সাপেক্ষে।

পারিশ্রমিকের যোগ্য নন যাঁরা

লেখকের বর্ণনা

অজ্ঞ

কিছু আয়াত পড়ে জিন মূর্ছা গেলেই নিজেকে আলিম মনে করে

মিথ্যাবাদী

কঠিন কেস ও জিনের উপর ফয়সালার মিথ্যা দাবি

দামি পণ্য-নির্ভর

পণ্য না কিনলে কেস প্রত্যাখ্যান করে

তাড়াহুড়ো

এক-দুই মিনিট পড়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়

আত্মপ্রচার

অতীত মন্দ ও মিথ্যায় সুবিদিত; বড় বড় নাম ধারণ করে

দুশ্চরিত্র

রুকইয়াহকে নারীদের সম্মুখে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বানায়

বিকৃতরুচি

মাহরাম ছাড়া একাকী নারীকে রুকইয়াহ করে ও স্পর্শ করে

সবকিছুতে রুকইয়াহ

অযোগ্য হয়েও সব মাধ্যমে রুকইয়াহ ও ফি; এসব নীতিমালা সাপেক্ষে জায়েয

লেখকের মতে এঁরা পারিশ্রমিকের যোগ্য নন

এক নজরে

- ★ নবী থেকে প্রমাণিত রুকইয়াহ দিয়ে চিকিৎসা ও পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয, ফতোয়ায়
- ★ রুকইয়াহ ঘরে, ভাড়া করা স্থানে বা বিশেষ বাড়িতে হলে কোনো পার্থক্য নেই
- ★ সালাফ থেকে জানা যায় না, এই যুক্তিতে নিষেধের কোনো ভিত্তি নেই, ফতোয়ায়
- ★ হিজামার পারিশ্রমিক জায়েয, হারাম নয়
- ★ পূর্ণকালীন রাকীর প্রয়োজনের কারণ: জাদুকরদের আধিক্য, বিকল্প, নিয়ন্ত্রণ, অভিজ্ঞতা
- ★ লেখক আট ধরনের অযোগ্য রাকীর কথা বলেছেন

◆ যাচাই করুন

1. অন্ধ রাকীর ফতোয়ায় কোন শর্তে তাঁর কাজ জায়েয?

ক. যেকোনো রুকইয়াহ দিয়ে

খ. নবী থেকে প্রমাণিত জিনিস দিয়ে

2. ঘর, ভাড়া করা স্থান বা বিশেষ বাড়িতে রুকইয়াহ সম্পর্কে ফতোয়া কী?

ক. কেবল ঘরেই জায়েয

খ. কোনো পার্থক্য নেই

3. «সালাফ থেকে জানা যায় না» বলে যিনি নিষেধ করেন, তাঁর কথা সম্পর্কে ফতোয়া কী?

ক. সঠিক

খ. কোনো ভিত্তি নেই

4. হিজামার পারিশ্রমিক সম্পর্কে ফতোয়া কী?

ক. হারাম

খ. জায়েয, হারাম নয়

5. অন্য চাকরি পেলে রুকইয়াহ ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে ফতোয়া কী?

ক. ছাড়া আবশ্যিক

খ. আবশ্যিক নয়, সম্বয় করা যায়

6. পূর্ণকালীন নিয়োজিত হওয়ার একটি কারণ কী?

ক. রাকীর সংখ্যা বেশি

খ. রাকী ও অভিজ্ঞ রাকীর স্বল্পতা

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ

টীকা

1. শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে জিবরীন, আল-মাকতাবাতুন নাসসিয়াহ, ফাতাওয়া, আল-ফাতাওয়াস যাহাবিয়াহ ফির রুকা আশ-শারইয়াহ, «বাবু মা জাআ ফির রুকা»।

অধ্যায় ৭ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৮

পারিশ্রমিকের বিধিবদ্ধকরণ ও খাতিমা

পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধিবদ্ধকরণ (তাকনীনুল উজরাহ)

পারিশ্রমিকের ব্যাপারে রাকীগণের ধারা

- যিনি মূলত কিছুই নেন না — হয় নিজে স্বচ্ছল বলে, নয়তো কিয়ামতের দিন প্রতিদান পাওয়ার আশায়; কিন্তু ইনি সাধারণত এ কাজ চালিয়ে যেতে পারেন না, অথবা পূর্ণকালীন হন না।
- যিনি চান না, কিন্তু দেওয়া হলে নেন।
- যিনি চান না, তবে পানি, তেল, মধু, মিশ্রিত ভেষজ ও ওষুধ চড়া দামে বিক্রি করেন এবং বলেন যে তিনি তাঁর রুকইয়াহর বিনিময়ে কিছুই নেন না।
- যিনি চান না, কিন্তু এক মিনিট বা দুই মিনিট বা তারও কম পড়েন এবং দেওয়া হলে নেন — এভাবে তিনি এককভাবে ও দলবদ্ধভাবে পড়ে যান।
- যিনি পারিশ্রমিক চান এবং পানি, তেল ও মধু বাজারদরে বা তার কাছাকাছি দামে বিক্রি করেন।

রাকীগণের পাঁচ ধারা

পারিশ্রমিকের ব্যাপারে ধারা

প্রথম ধারা

কিছুই নেন না; সাধারণত চালিয়ে যেতে বা পূর্ণকালীন হতে পারেন না

দ্বিতীয় ধারা

চান না, কিন্তু দেওয়া হলে নেন

তৃতীয় ধারা

চান না, কিন্তু পানি, তেল, মধু, ওষুধ চড়া দামে বিক্রি করেন

চতুর্থ ধারা

চান না, এক-দুই মিনিট বা কম পড়েন, দেওয়া হলে নেন

পঞ্চম ধারা

পারিশ্রমিক চান; সামগ্রী বাজারদরে বিক্রি করেন

লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী

চিত্র ২: পারিশ্রমিক বিধিবদ্ধকরণের ব্যাখ্যামূলক চিত্র — কেন্দ্রে তাকনীনুল উজরাহ (পারিশ্রমিকের বিধিবদ্ধকরণ), তাকে ঘিরে পাঁচটি খণ্ড:

- অসামর্থ্যবানের প্রতি ছাড় দেওয়া (التخفيف على غير المستطيع)
- পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা (تحديد الأجرة)
- রোগীদের সঙ্গে সততা (الصدق مع المرضى)

- রোগনির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া (إعطاء وقت كافٍ للتشخيص)
- পণ্য ও চিকিৎসাসামগ্রীর মূল্যতালিকা (تسعيرة المنتجات والعلاجات)

আমি একটি বীজ ও একটি প্রস্তাব রাখছি, যা থেকে কোনো দায়িত্বশীল বা রাকী উপকৃত হতে পারেন

আমরা জেনেছি যে, রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয ও মুবাহ, এতে কোনো সন্দেহ নেই — যদি তা আল্লাহর কিতাব, দুআ ও বৈধ চিকিৎসার মাধ্যমে হয়। আর তা দুই প্রকার:

1. আল-জুআলা: অর্থাৎ রাকী রোগীর সঙ্গে বা তার পরিবারের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করবেন যে, তিনি নির্দিষ্ট কোনো বিনিময়ের বদলে পড়বেন, যা তিনি তখনই পাওয়ার অধিকারী হবেন যদি রোগী সুস্থ হয়, অথবা তার উন্নতি হয়, অথবা তাদের চুক্তি অনুযায়ী কোনো এক পর্যায়ে পর্যন্ত অবস্থার নড়াচড়া ঘটে। এর কোনো সীমা নেই — তিনি কম চান বা বেশি চান, যেমনটি সাহাবী করেছিলেন; সঙ্গে কিছু মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে, রাকী যেমনটি উপযুক্ত মনে করেন।
2. আল-ইজারা: অর্থাৎ রাকী রোগীর সঙ্গে বা তার পরিবারের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করবেন যে, তিনি নির্দিষ্ট একটি সময় ধরে, বা নির্দিষ্ট একটি সূরা, বা নির্দিষ্ট একটি সুস্পষ্ট ও সীমিত চিকিৎসা রুকইয়াহ করবেন — যেমন এক শিশি মিসক, বা এক বোতল পানি, বা এক কিলো বরই-পাতা — নির্দিষ্ট কোনো বিনিময়ের বদলে, যা তিনি পাওয়ার অধিকারী হবেন যখন তা সম্পন্ন করবেন বা আদায় করবেন, আরোগ্যের শর্ত ছাড়াই। তাই তিনি কেবল সেই সময়ের জন্যই দায়বদ্ধ যা তিনি ব্যয় করেছেন, অথবা সেই শ্রমের জন্য যা তিনি আদায় করেছেন।

◆ জুআলা ও ইজারা

আল-জুআলা	আল-ইজারা
নির্দিষ্ট বিনিময়ে পড়বেন; সুস্থ হলে, উন্নতি হলে বা সম্মত পর্যায়ে পৌঁছালে পাবেন	নির্দিষ্ট সময়, সূরা বা সীমিত চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট বিনিময়
কম বা বেশি চাওয়ার কোনো সীমা নেই; মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা	আরোগ্যের শর্ত ছাড়াই পাবেন; কেবল ব্যয়িত সময় বা আদায়কৃত শ্রমের জন্য দায়বদ্ধ

লেখকের নিজের মত: ইজারা নেওয়াই মুজাআলার চেয়ে বেশি সঠিক

এ মাসআলায় আমার মত: রুকইয়াহতে পারিশ্রমিক (ইজারা) নেওয়াই রুকইয়াহর উপর মুজাআলা করার চেয়ে বেশি সঠিক — কারণ রুকইয়াহর নানা অবস্থার মধ্যে বিষাক্ত দংশনের রোগীর অবস্থা ভিন্নরকম; বিশেষত জিন-স্পর্শের ঘটনা, জাদুর ঘটনা, দুর্দান্ত জিনদের ঘটনা, জাদু নবায়নের ঘটনা এবং বারবার বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা। কেননা এমন কিছু মানুষ আছে যাদের প্রতি বদনজর দ্রুত পৌঁছে যায়, যেমন সুনানুত তিরমিযীর হাদীসে এসেছে যে, আসমা বিনতে উমাইস বলেছেন: হে আল্লাহর রাসূল, জাফরের সন্তানদের প্রতি বদনজর দ্রুত পৌঁছে যায়, আমি কি তাদের জন্য রুকইয়াহ করাব? তিনি বললেন: হ্যাঁ; কেননা কোনো কিছু যদি তাকদীরকে অতিক্রম করতে পারত, তবে বদনজর তাকে অতিক্রম করত। আবু ঈসা (তিরমিযী) বলেন: এ অধ্যায়ে ইমরান ইবনে হুসাইন ও বুরাইদা থেকেও বর্ণনা রয়েছে, আর এটি হাদীসে হাসান সহীহ।

তদ্রূপ পারিশ্রমিক নেওয়া উভয় পক্ষের জন্যই বেশি নিরাপদ। আর কিছু কিছু রোগ-অবস্থায় মুজাআলা করাও সম্ভব। আমি আরও মনে করি, চুক্তিকৃত অর্থের কিছু অংশ অগ্রিম পরিশোধ করা হবে, অথবা প্রতিটি বৈঠকে, অথবা রোগীর

প্রয়োজনীয় প্রতিটি ওষুধের সঙ্গে — যাতে রাকী ও চিকিৎসকের প্রতি কোনো ক্ষতি (গাবন) না হয়। এমনটিই অনুরূপভাবে ঘটেছিল সেই সাহাবীর ক্ষেত্রে, যিনি রুকইয়াহ করেছিলেন; তিনি তাদের সঙ্গে জুআলার চুক্তি করেছিলেন, কিন্তু তার অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই তিনি বাসস্থান, খাদ্য ও পানীয় পেয়েছিলেন। এর উদাহরণ হলো (রাকী যেন মোট দুই হাজারের একটি জুআলে রাজি হন, কিন্তু বলেন: আমার খরচ ও যাতায়াত আছে, তা জুআলের বাইরে থেকে অবশ্যই বহন করতে হবে; অথবা এই মর্মে একমত হন যে, তা জুআলের ভেতরেই তার একটি অংশ হিসেবে পরিশোধ করা হবে) — কারণ রাকী বা চিকিৎসক যখন বের হন, এক রোগী থেকে আরেক রোগীর কাছে, এক শহর থেকে আরেক শহরে যোবেন এবং নিজের পকেট থেকে খরচ করেন, তারপর আল্লাহ ওই রোগীদের জন্য আরোগ্য না লিখে দেন — তখন তিনি তাঁর যা কিছু আছে সবই খোয়াবেন: তাঁর অর্থ, তাঁর সময় ও তাঁর শ্রম। সুতরাং মুজাআলায় তিনি যা ব্যয় করেন কেবল ততটুকুই পান, বাড়তি কোনো আয় ছাড়া; বিপরীতে যিনি পারিশ্রমিক নেন, তিনি তাঁর ব্যয় পুষিয়ে নেন এবং তার উপর আরও উপার্জন যোগ করেন।

সব রাকীই কি অর্থের হকদার?

সঠিক কথা হলো, যিনিই জুআলার চুক্তি করেছেন তিনি সেই জুআলের হকদার হবেন যখন আরোগ্য সম্পন্ন হবে, অথবা যে বিষয়ে চুক্তি হয়েছিল তা সম্পন্ন হবে — যদি তিনি কুরআন পড়েন, বা দুআ করেন, বা কোনো বৈধ জিনিস ব্যবহার করেন। তদ্রূপ তিনি পারিশ্রমিক হিসেবে অর্থের হকদার হবেন সেই চুক্তি অনুযায়ী যা সময়, আয়াত, সূরা ও চিকিৎসার ব্যাপারে হয়েছিল। আর তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কিতাবী — ইহুদি বা খ্রিষ্টান — এর রুকইয়াহও জায়েয, যদি সে আল্লাহর দ্বীন থেকে যা জানে তা দিয়ে রুকইয়াহ করে; এবং সে তার চুক্তি অনুযায়ী পারিশ্রমিক ও জুআলের হকদার হয়।

মানুষ কেন রুকইয়াহর জন্য পারিশ্রমিক দেয়, অথচ তারা নিজেরাই তো পড়তে পারে?

উত্তর: কারণ তারা রাকীদের কাছে যায় তাঁদের জ্ঞানের জন্য এবং এই বিশ্বাসের কারণে যে, রাকী চিকিৎসকের মতো — অভিজ্ঞতা, সততা, তাকওয়া ও জ্ঞানের অধিকারী; তিনি তাদের চেয়ে ভালোভাবে কাজটি সামলাতে পারবেন, অথবা জিনকে বের করতে পারবেন, অথবা বদনজর ও জাদু নষ্ট করে দিতে পারবেন — তাঁর পাঠ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, তাঁর সততার কারণে আল্লাহ তাঁকে তাওফীক দেওয়ার পর।

সুতরাং মানুষের কাছ থেকে এ ধারণাটি যদি উঠে যায়, তবে তারা আর রাকীর কাছে যাবে না — যতক্ষণ না আমি যা উল্লেখ করেছি সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। আর এ কারণেই কোনো কোনো দেশের কিছু রাকী এবং অন্য দেশের বহু রাকীর মধ্যে সততা, তাকওয়া ও নৈতিকতা নেই, আর তাঁদের মধ্যে রুকইয়াহর জ্ঞান ও চিকিৎসার ফিকহও নেই; বরং তা কেবল তথ্যের কপি-পেস্ট এবং আয়াত পাঠ — যাতে জিন চিংকার করে ওঠে আর দর্শক হতবাক হয়ে যায়। এ ধরনের লোকেরা পারিশ্রমিকের হকদার নন — কারণ তাঁদের জ্ঞান কেবল নিজেদের সম্পর্কে, তাঁরা গুনাহ ও পাপে লিপ্ত, এবং রুকইয়াহ কীভাবে হয় ও তাঁদের উপর কী কর্তব্য তা তাঁরা জানেন না। এভাবে তাঁরা প্রকৃত কাজিফত রাকীর পরিচয়টি জাল করে নিয়েছেন। আমরা দেখি কারও বড় দাড়ি, বয়স হয়তো পঞ্চাশের কোঠায়; তিনি রুকইয়াহতে প্রবেশ করেন ও রুকইয়াহ করেন, ফলে মানুষ ধারণা করে তিনি পুরোনো রাকী — অথচ এ ময়দানে তিনি দুই দিনের শিশু।

ধারণাগুলো অবশ্যই শুদ্ধ করতে হবে

সব রাকী তেমন নন যেমনটি মানুষ ধারণা করে যে তাঁরা সাহাবী। বরং রাসূল ﷺ-এর যুগেও তো মুনাফিকরা ছিল। তাই রাকীদের সঙ্গে লেনদেনে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক। তাঁরা জাদুকর নন, কিন্তু এমন লোকও পাওয়া গেছে যে জাদুকরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে — তাদের কাছে অমুকের জাদুর কথা জিজ্ঞেস করে, তারপর গিয়ে রুকইয়াহ করে, তারপর বলে: তোমার জাদু অমুক জায়গায় আছে। আর তাদের কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছে মুসলিম জিনের সাহায্য

নেওয়ার এবং তারা যা বলে তা সত্য বলে মেনে নেওয়ার। তেমনি তাদের কেউ কেউ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে; আর তাদের তুমি একই চেহায়ায় পাবে — দাড়ি, খাটো জামা ও নামায। সুতরাং প্রতারণিত হয়ে না।

উদাহরণস্বরূপ, যারা কসাইখানায় গোশত বিক্রি করে, ব্যবসায়ীরা, কোম্পানিগুলো — এবং তোমার চারপাশের সবকিছুকে এর উপর কিয়াস করো — তারা কি সবাই নির্ভরযোগ্য এবং আমানত ও ইখলাসের সঙ্গে কাজ করে? অবশ্যই না। তেমনি চিকিৎসকরা, শিক্ষকরা এবং আরও অনেকে; আর তাদের মতোই রাকীগণ। কেউ একজন এসে বলে: আমি রুকইয়াহ করি — তাহলে তাকে কে বাধা দিতে পারে, যখন সে বলে: আমি রোগীদের উপর সূরা ফাতিহা, মুআওবিয়াত ও রুকইয়াহ পড়তে চাই? শরীয়তের বৈধ কোনো কিছুতেই তাকে বাধা দেওয়া যায় না। কিন্তু বাকি থাকে তার সত্যবাদিতা ও তার মিথ্যাবাদিতার প্রশ্ন, তার সততা ও তার কলুষতা-বিকৃতির প্রশ্ন। আর এখানে আমরা রোগীদের বলি: তোমরা কার কাছে যাচ্ছ তা অনুসন্ধান করে নাও। এবং অনুসন্ধান করে ও জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হওয়ার আগে যেয়ো না। আর আমি রুকইয়াহর দরজায় প্রবেশকারী প্রত্যেককে বলি: আল্লাহকে ভয় করুন, এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ সত্যবাদীকে সাহায্য করেন, আর মিথ্যাবাদী যালিমকে ঢিল দেন; অতঃপর যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না।

খাতিয়া

হালাল সুম্পষ্ট এবং হারামও সুম্পষ্ট। মুজাআলা ও ইজারার বিষয়টি এবং রুকইয়াহর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর জানা কথা যে, আল্লাহর পথে দাওয়াতের পদ্ধতিগুলো এবং অন্যের কাছে উপকার পৌঁছে দেয় এমন প্রতিটি পদ্ধতিই জায়েয, যদি তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো শরঈ বাধা বা প্রমাণ না থাকে। আর সর্বশেষ ফতোয়াটির দিকে তাকাও — তাতে বলা হয়েছে: “যেহেতু রুকইয়াহ জায়েয, এবং তার উপর পারিশ্রমিক নেওয়াও জায়েয, সেহেতু তা ঘরে হোক, বা ভাড়া করা কোনো দোকানে হোক, বা কোনো বিশেষ ভবনে হোক — কোনো পার্থক্য নেই; ঘরের লোকদের থেকে সংকীর্ণতা ও কষ্ট দূর করার জন্যই তা করা হয়। আর যে ব্যক্তি এই যুক্তিতে তা নিষেধ করেন যে, সালাফ থেকে এ পদ্ধতিতে উপার্জনের কথা জানা যায়নি — তাঁর কথার কোনো ভিত্তি নেই। কেননা যখন প্রমাণিত হলো যে কাজটি মুবাহ এবং তার উপর পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয, তখন এই পেশাকে হারাম বলা হবে না জেনে কথা বলা।”

সুতরাং রুকইয়াহ ইবাদত নয়; বরং তা মুবাহ কাজ ও চিকিৎসাসমূহের অন্তর্ভুক্ত, এবং তা ফিকহের কিতাবগুলোতে চিকিৎসা (তিব্ব) অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ। আর যদি তা ইবাদত হয়ে থাকে, তবে যিনি এমন বলেন তিনি আমাদের কাছে তার সংজ্ঞা, তার বর্ণনা, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তার শর্তাবলি, তার সওয়াব ও তার সময় নিয়ে আসুন।

সুতরাং কিছু মানুষ যদি রুকইয়াহ ও মানুষের চিকিৎসার জন্য পূর্ণকালীন হয়ে যান, তবে এতে সুন্নাহ ও বিদআতের কোনো সম্পর্ক নেই। চিকিৎসক ও রাকী — উভয়েই স্বাধীন: তাঁরা পূর্ণকালীন হবেন কি হবেন না; যতক্ষণ রুকইয়াহ মুবাহ থাকে। আর যিনি কঠোরতা করেন এবং “পূর্ণকালীন হবে না হবে না” — এই কথা বলে মানুষের উপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেন, তাঁর কথা সঠিক নয়; কেননা অভ্যাসগত বিষয়ে মূলনীতি হলো বৈধতা। চিকিৎসক অতীতে পূর্ণকালীন ছিলেন না, আর এখন পূর্ণকালীন হওয়া তাঁর জন্য অপরিহার্য হয়ে গেছে — মানুষের জন্য পূর্ণ সময় দেওয়া, যাতে তিনি তাদের চিকিৎসা করতে পারেন। তদ্রূপ রুকইয়াহর জন্য রাকী, ভেষজচিকিৎসক ও হিজামাকারী — এঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর যিনি এঁদের মধ্যে পার্থক্য করেন, তিনি আহলুল ইলমের পথ থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং যেখানে কঠোরতার স্থান নয় সেখানে কঠোরতা করলেন।

◆ এক নজরে

- ★ রাকীগণ পারিশ্রমিকের ব্যাপারে পাঁচ ধারায় বিভক্ত, লেখকের বর্ণনায়
- ★ জুআলায় সুস্থ হলে বা সম্মত পর্যায়ে পৌঁছালে বিনিময় প্রাপ্য; ইজারায় নির্দিষ্ট সময় বা শ্রমের বিনিময়
- ★ লেখকের মতে ইজারা নেওয়া মুজাআলার চেয়ে বেশি সঠিক
- ★ পারিশ্রমিকের অযোগ্য রাকী আছেন; রোগীদের অনুসন্ধান করে যেতে বলা হয়েছে
- ★ লেখকের মতে রুকইয়াহ ইবাদত নয়, মুবাহ কাজ ও চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত
- ★ পূর্ণকালীন হওয়া বা না হওয়ায় রাকী ও চিকিৎসক স্বাধীন, যতক্ষণ রুকইয়াহ মুবাহ

◆ যাচাই করুন

1. লেখকের মতে রুকইয়াহ কী?

ক. নির্দিষ্ট একটি ইবাদত

খ. ইবাদত নয়; মুবাহ কাজ ও চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত

2. ইজারায় রাকী কীসের জন্য দায়বদ্ধ?

ক. আরোগ্যের জন্য

খ. যে সময় ব্যয় করেছেন বা যে শ্রম আদায় করেছেন তার জন্য

3. লেখক কোনটিকে অধিক সঠিক বলেছেন?

ক. মুজাআলা

খ. ইজারা

4. রোগীদের উদ্দেশে লেখকের নসীহত কী?

ক. কিছু না জেনেই যাওয়া

খ. কার কাছে যাচ্ছেন অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হওয়া

5. পাঁচ ধারার তৃতীয়টি কী?

ক. কিছুই নেন না

খ. চান না, কিন্তু পানি, তেল, মধু ও ওষুধ চড়া দামে বিক্রি করেন

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ

সূত্র ও তথ্যপঞ্জি (المصادر والمراجع)

1. আল-কুরআনুল কারীম — القرآن الكريم
2. আহকামুর রুকা ওয়াত তামাইম — أحكام الرقى والتمائم

3. تحفة المحتاج — তুহফাতুল মুহতাজ
4. حاشية البيجرمي على المنهج — হাশিয়াতুল বাইজারমী আলাল মানহাজ
5. حاشية الجمل — হাশিয়াতুল জামাল
6. حاشية على المقنع — হাশিয়া আলাল মুকনি
7. سبل السلام — সুবুলুস সালাম
8. صحيح الإمام البخاري — সহীহুল ইমাম আল-বুখারী
9. صحيح الإمام مسلم — সহীহুল ইমাম মুসলিম
10. الطحاوي الحنفي — আত-তাহাবী আল-হানাফী
11. عون المعبود — আওনুল মাবুদ
12. الفتاوى الذهبية في الرقى — আল-ফাতাওয়াল যাহাবিয়া ফির রুকাশ শারইয়্যা, আবদুল্লাহ ইবনে জিবরীন
الشرعية، عبدالله بن جبرين
13. الفتاوى الكبرى، ابن تيمية — আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ইবনে তাইমিয়া
14. فتاوى للشيخ سليمان بن عبدالله الماجد — শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদেদে ফতোয়াসমূহ
15. القرافي المالكي — আল-কারাফী আল-মালিকী
16. مجموع الفتاوى — মাজমুউল ফাতাওয়া
17. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — মাতালিবু উলিন নুহা ফী শারহি গায়াতিল মুনতাহা
18. المغني — আল-মুগনী
19. نهاية المحتاج — নিহায়াতুল মুহতাজ

বৈদ্যুতিন সূত্রসমূহ (المصادر الإلكترونية)

1. আশ-শারহুল মুমতি আলা যাদিল মুসতাকনি — মুহাম্মদ ইবনে উসাইমীন
— <http://www.ibnothaimeen.com>
2. শাইখ আবদুল আযীয আর-রাজিহীর ওয়েবসাইট — <http://shrajhi.com>
3. আবদুল কারীম ইবনে আবদুল্লাহ আল-খুদাইর, হাফিয ইবনে কাসীরেদে হাদীথের ব্যাখ্যা —
<http://www.khudheir.com/audio/1722>
4. মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাজ্জিয়া — শাইখ আল্লামা
আবদুল আযীয ইবনে বায — <http://www.islam-qa.com>

(এখানে মূল আরবি সংস্করণের চিত্রসূচি — فهرس الأشكال — রয়েছে: চিত্র ১ ও চিত্র ২, মূল বইয়ের ফোলিও নম্বরসহ।)

(এখানে মূল আরবি সংস্করণের বিষয়সূচি — فهرس الموضوعات — শুরু হয়েছে।)

(মূল আরবি বিষয়সূচির শেষ পৃষ্ঠা। বাংলা সংস্করণের সূচি আলাদাভাবে তৈরি হয়।)

লেখক পরিচিতি (التعريف بالمؤلف)

- শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী
- জেদার জামিউস সুলাইমান মসজিদের ইমাম ও খতীব
- কুরআন ও সুন্নাহ থেকে, এবং শিরকমুক্ত ও বৈধ অভিজ্ঞতায় যা প্রমাণিত হয়েছে তা থেকে — রুকইয়াহ শরইয়াহতে বিশেষজ্ঞ রাকী
- ১৪১২ হি. / ১৯৯২ খ্রি. সন থেকে এ কাজে নিয়োজিত
- রুকইয়াহ শরইয়াহ ওয়েবসাইটের পরিচালক — শাইখ খালিদ আল-হিবশীর অফিসিয়াল সাইট: www.alroqya.com
- সাইটের ইমেইলে যোগাযোগ: khalid@alroqya.com
- যোগাযোগের মাধ্যম: টুইটার @alroqyaacademy — ফেসবুক Khalid Alhibshi — ইউটিউব khalid Alhibshi

অধ্যায় ৮ সমাপ্ত

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি

শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

الشيخ خالد بن إبراهيم الحبشي

www.alroqya.com

মূল গ্রন্থ: أجره الراقي ومهنته

অনুবাদক পরিচিতি

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

alquranicruqyahhealing.com

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ, পরিভাষা-নির্ধারণ ও উপস্থাপনা তাঁরই।

স্বত্ব ও ব্যবহার

মূল আরবি গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের সংরক্ষিত। এই বাংলা রূপান্তর মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয়।

বাংলা অনুবাদটির স্বত্ব অনুবাদকের। অনুবাদকের অনুমতি ছাড়া এই অনুবাদ পুনঃপ্রকাশ, বিক্রয় বা নিজের নামে চালানো থেকে বিরত থাকুন। কারও উপকারে এলে দুআয় স্মরণ রাখবেন।

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

রাকীর পারিগ্রমিক ও তার পেশা

শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

alquranicruqyahhealing.com

WhatsApp: [01886608999](https://wa.me/01886608999)